দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

ঢাকা মঙ্গলবার ■ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ইং ■ বর্ষ ০১ ■ সংখ্যা ২৮৯ ■ ০৮ পৌষ ১৪৩২ বাংলা ■ ০২ রজব ১৪৪৭ হিজরী ■ ০৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

পুরো ইউক্রেনসহ ইউরোপের অংশও চান পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেন পুরোটা এবং ইউরোপে যুক্ত হওয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু ভূখণ্ড দখল করার লক্ষ্য পুতিন এখনো বাদ দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট ছয়টি সূত্র এ তথ্য

▷ ৬-এর পাতায় দেখুন

‘ইন্ডাস্ট্রিতে পারিশ্রমিক নিয়ে বৈষম্য হয়’

বিনোদন ডেস্ক

নব্বইয় দশকের বলিউড মানেই বড় পর্দায় মাধুরী দীক্ষিতের সেই ভুবনজয়ী হাসি আর চোখের জাদু। ‘তেজাব’, ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ থেকে শুরু করে

▷ ৩-এর পাতায় দেখুন

এমন নির্বাচন চাই- যেখানে থাকবে না ভয়, থাকবে নির্ভীক মত প্রকাশ

– প্রধান উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমরা এমন নির্বাচন চাই- যেখানে থাকবে না ভয়, থাকবে শুধু জনগণের নির্ভীক মত প্রকাশ । সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। তিনি বলেন, আপনি দেশের মালিক, এদেশ আগামী পাঁচ বছর আপনার পক্ষে কে চালাবে, সেটা আপনি ঠিক করবেন। গতকাল সোমবার বিকালে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিউনিউতে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে ‘ভোটের গাড়ি’ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে এক ভিডিওবার্তায় একথা বলেন তিনি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়ে গণভোটের বিষয়ে সারাদেশে প্রচারণার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে দশটি ভোটের গাড়ি- সুপার ক্যারাভান। সোমবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে সুপার ক্যারাভান

সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তথ্য উত্থাপন

অর্থনীতির বিভিন্ন চলক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন চলকের ভারসাম্যহীনতা ইতোমধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে চলে এসেছে বলে সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে জানানো হয়েছে। গতকাল সোমবার দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বাজেট ব্যয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বলা হয়, আর্থিক অব্যবস্থাপনার ফলে দেশের ইমেজের যে নিম্নগতি হয়েছিল, তা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে ঋণপত্র খোলার হার বৃদ্ধি এবং ট্রেড ফিনান্সিং সহজতর হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। বৈঠকে মূল্যস্ফীতি, মজুরি প্রবৃদ্ধি, আর্থিক ও বৈদেশিক খাত, চলতি হিসাব, প্রবাস আয়, আমদানি ও ঋণপত্রসংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। গত

১২ মাসের গড় হিসাবে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালের জুনের পর এই বছরের নভেম্বর মাসে প্রথমবারের মতো ৯ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ২০২৩ সালের মার্চে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে সার্বিক মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) ইতোমধ্যে এই বছরের জুন মাসে ৯ শতাংশের নিচে নেমে আসে এবং গত নভেম্বর মাসে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

পদত্যাগ করলে তো এখানে থাকতাম না

– স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিজের পদত্যাগের খবরকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পদত্যাগ করলে তো এখানে থাকতাম না। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা শরীফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের মূল হোতার অবস্থান সম্পর্কে এখনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন,

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

রেমিট্যান্স প্রণোদনা নিয়ে বিপাকে ব্যাংকগুলো

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) বিপরীতে সরকারের পক্ষ হয়ে ব্যাংকগুলো যে প্রণোদনা দেয়, তা তিন মাসের বেশি সময় ধরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি বকেয়া হয়ে পড়েছে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মুনাফা কমে যাওয়া ও তারল্য সংকট তীব্র হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ব্যাংকগুলো সরকারের পক্ষ হয়ে রেমিট্যান্সের ওপর প্রবাসীদের বর্তমানে ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেয়। এরপর সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সেই অর্থ ব্যাংকগুলোকে পরিশোধ করে। তবে গত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে এই অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে না; ফলে বকেয়ার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, চলতি বছর নভেম্বর পর্যন্ত রেমিট্যান্সের প্রণোদনার বকেয়া ছিল ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বেশি। তবে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বকেয়া আরো ৫০০ কোটি টাকা বেড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। শুধু ডিসেম্বরের প্রথম ১৭ দিনেই প্রবাসীরা ২ বিলিয়ন ডলারের

> তিন মাসের বেশি সময় ধরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি বকেয়া হয়ে পড়েছে

ওপর রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোকে এখনো সেই অর্থ পরিশোধ না করায় ব্যাংকগুলোর ওপর প্রণোদনার চাপ আরও বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, ব্যাংকগুলো কার্যত কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছাড়াই সরকারের ভর্তুকির বোঝা বহন করছে। ‘এটা যদি সাময়িক হয়, তাহলে স্থায়ী কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু এভাবে যদি চলতেই থাকে, তাহলে ব্যাংকগুলো জটিলতার মধ্যে পড়বে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ বিষয়ে সরকারের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কারণ এটা তো ব্যাংকের ঘাড়ের ওপর দিয়ে দিচ্ছে। এটা আর কতদিন চালাবে? এটা এভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে কীভাবে হবে? কারণ রেমিট্যান্সের পরিমাণ তো বাড়ছে। চলতি মাসের ১৫ দিনে দেড় বিলিয়নের ওপর রেমিট্যান্স এসেছে। তাহলে রেমিট্যান্স বাড়ার কারণে তো ভর্তুকির চাপ তো বাড়ছে।’ এই অর্থনীতিবিদ বলেন, নলক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হচ্ছে না, এছাড়া সরকারের ঋণগ্রহণও বাড়ছে। এতে বোঝা যায়, সরকার আর্থিক চাপে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মূল বাজেট কাঠামোর বাইরে গিয়ে সরকার একটি নবগঠিত একীভূত ইসলামি ব্যাংকে ২০ হাজার কোটি টাকা সরবরাহ করেছে। ‘এ অর্থ সরকারের

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

২৭ ডিসেম্বর তারেক রহমান ভোটার হবেন

– সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২৭ ডিসেম্বর ভোটার হবেন বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। গতকাল সোমবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। বৈঠকে ইসি আব্দুর রহমানেল মাছউদ ও ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২৫ তারিখ হচ্ছে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার হচ্ছে ২৬ তারিখ। শনিবার ২৭ তারিখ, নির্বাচনকালীন এই সময় নির্বাচন কমিশনের অফিস সব খোলা থাকে। সেদিনই এই ভোটার

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে। প্রার্থী ও ভোটাররাতো ভয় পাচ্ছেন, হাদির ঘটনার পরে কীভাবে তাদের আশ্বস্ত করবেন, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি এ কথা বলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, অসুবিধা নেই ভয় কেটে যাবে, ইনশাল্লাহ। চিন্তা করবেন না, ভয় কেটে যাবে। ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসবে, আপনারা দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ, আনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হবে। অসুবিধা হবে না। আমরাতো কনফিডেন্ট আছি। আমরাতো হাল ছাড়ি নাই আমরা এগিয়ে যাবো। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মেইল প্রসেসিং সেন্টারে পোস্টাল ব্যালট বিদেশে পাঠানোর সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। আপনি বারবার বলছেন, একটা ভোট উৎসব হবে এখন যে পরিবেশ আছে, সেক্ষেত্র কি আপনি আগের মতোই মনে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ট্রাইব্যুনালকে চিফ প্রসিকিউটর

আন্দোলন দমনে নীতিগত সিদ্ধান্ত সালমান-আনিসুলের

নিজস্ব প্রতিবেদক

চব্বিশের জুলাই-আগস্ট আন্দোলন দমনে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেন সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হক। ট্রাইব্যুনালে এ তথ্য জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তিনি উল্লেখ করেন, তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নির্দেশে ২৮৬টি মিথ্যা মামলায় সাড়ে চার লাখ ছাত্র-জনতাকে আসামি করা হয়েছিল। গতকাল সোমবার ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এ শুনানি হয়। অপর সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ। আন্তর্জাতিক অপরাধ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট ধ্বংস হয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট ধ্বংস হয়ে গেছে উল্লেখ করে সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, যত উন্নত দেশ দেখবেন ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে দেশের গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট সরাসরি জড়িত। আমেরিকার মার্কেট ক্যাপিটাল জিডিপির দ্বিগুণ। ভারতের মার্কেট ক্যাপিটাল জিডিপির ৬০-৭০ শতাংশ। বাংলাদেশের মার্কেট ক্যাপিটাল জিডিপির ৪-৫ শতাংশ। আমি সারপ্রাইজড এত ছোট ক্যাপিটাল মার্কেট দিয়ে আমরা যতটুকু করতে পেরেছি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছে। ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপ ছাড়া আমরা যে ধরনের ইকোনমির কথা বলছি, যে জায়গায় যেতে চাইছি সেখানে যেতে পারব না। গতকাল সোমবার রেডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউর মেজবান হলে ‘বাণিজ্য সংলাপ’ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরাম এ সংলাপের আয়োজন করে। আমীর খসরু বলেন, এ জন্য আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের কাজ শুরু করেছি। আমরা গ্লোবাল ফান্ড ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলছি। রেগুলেশন, প্রডাক্টগুলো দেখছি। বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট ফ্রন্টিয়ার, অর্থাৎ একদম নিচে। আমরা যদি ইমার্জিং মার্কেটে ঢুকতে পারি, সারা দুনিয়া

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানকে বরণে প্রস্তুত হচ্ছে মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক

লন্ডন থেকে নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইটে আগামী বৃহস্পতিবার সিলেট হয়ে ঢাকায় পৌঁছাবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা রয়েছে। তার এই প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে বইছে উৎসবের আমেজ। বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দর থেকে বনানী ও কাকলী হয়ে সরাসরি কুড়িল বিশ্বরোড সংলগ্ন ৩০০ ফিট এলাকায় নির্মিত সংবর্ধনা মঞ্চে উঠবেন তারেক রহমান। সেখানে লাখো নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। গতকাল সোমবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দীর্ঘ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি। এ উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায়। ছবিটি সোমবার তোলা

বগুড়ায় খালেদা জিয়ার পক্ষে আরও ২টি মনোনয়নপত্র উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পক্ষে আরও দুটি মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করা হয়েছে। এ আসনে খালেদা জিয়ার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কারী ও তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার লালুর নেতৃত্বে গতকাল সোমবার দুপুরে মনোনয়নপত্র দুটি সংগ্রহ করা হয়। নেতাকর্মীরা জানান, গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে গাবতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। এ সময় গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনের মুখে রাবির আওয়ামীপন্থী ৬ ডিনকে অপসারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

একদল শিক্ষার্থীর আন্দোলনের মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের আওয়ামীপন্থী ছয় ডিনকে অপসারণ করেছে প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব গতকাল সোমবার সকালে এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। ওই ছয় ডিনের রুটিন দায়িত্ব উপাচার্য ও তার প্রতিনিধি হিসেবে দুজন উপ-উপাচার্য পালন করবেন বলে জানানো হয়। দুপুরে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ইফতিখারুল ইসলাম মাসউদ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলে আমাদের সম্মানিত ছয় জন ডিন লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

এবার খুলনায় এনসিপি নেতাকে প্রকাশ্যে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অঙ্গসংগঠন শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারকে প্রকাশ্যে গুলি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার পৌনে ১২টার দিকে সোনাডাঙ্গা এলাকার একটি বাসায় এই ঘটনা ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এনসিপির খুলনা মহানগরের সংগঠক সাইফ নেওয়াজ বলেন, মোতালেব শিকদার এনসিপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক ও খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক। কিছু দিনের মধ্যে খুলনায় দলের একটি বিভাগীয় শ্রমিক সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। সেটা নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন। সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) অনিমেষ মণ্ডল বলেন, মোতালেব নামে এক ব্যক্তিকে দুর্বৃত্তরা গুলি করলে উপস্থিত জনতা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ও হাসপাতাল পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এদিকে, খুলনায় এনসিপি নেতাকে গুলি করার ঘটনার সাথে জড়িতরা যাতে কোনোভাবে সীমান্ত অতিক্রম

করে ভারতে পালিয়ে যেতে না পারে সেব্যাপারে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে যশোর ৪৯ বিজিবি। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি নজরদারি ও তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বাহিনীর সদস্যরা। তল্লাশি কাজে ডগস্কোয়াডকেও ব্যবহার করা হয়েছে। যশোর ৪৯ বিজিবির পরিচালক অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী বলেছেন, ওই গুলিবর্ষণের ঘটনার পরপরই যশোর সীমান্তে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

প্রথম আলো ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৭

নিজস্ব প্রতিবেদক

দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখন পর্যন্ত মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এস এন মো. নজরুল ইসলাম। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো- মো. নাইম (২৬), মো. আকাশ আহমেদ সাগর (২৮), মো. আব্দুল আহাদ (১৮), মো. বিপ্লব (২২), মো. নজরুল ইসলাম ওরফে মিনহাজ (২০), মো. জাহাঙ্গীর (২৮), মো. সোহেল রানা (২৪), মো. হাসান (২২), রাসেল ওরফে সাকিল

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেললাইন

৬৮৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে এডিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার রেললাইন উন্নয়ন ও নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মধ্যে গতকাল সোমবার ৬৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী এবং বাংলাদেশে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জং নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এডিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (সাসেক) চট্টগ্রাম দোহাজারী রেলওয়ে প্রকল্পের আওতায় ৩৫ কিলোমিটার রেলপথ উন্নয়নের পাশাপাশি ২ দশমিক ৫ কিলোমিটার বাইপাস রেললাইন নির্মাণ করা হবে। এর ফলে চট্টগ্রাম স্টেশনে না থেমেই ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চলাচল

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৬৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৬৫ জন। তবে এই সময়ে ডেঙ্গুতে কেউ মারা যাননি। গতকাল সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গু বিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৪ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মিল্লাত

The Daily Millat

Email: dailymillatbd@gmail.com

ঢাকা মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০২ রজব ১৪৪৭ হিজরী

ফার্নেস অয়েল নিয়ে বেকায়দায় বিপিসি

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

- ডিসেম্বরে পিডিবির চাহিদা ছিল ৩৫ হাজার টন
- চাহিদার বিপরীতে ১৪ দিনে নিয়েছে মাত্র ২৯৬০ টন

তরল জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সাধারণত জ্বালানি আমদানি করে নিজেরা। অনেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) থেকে তেল নেয়। পিডিবির চাহিদা অনুযায়ী আমদানির মাধ্যমে তরল জ্বালানি সরবরাহ করে বিপিসি। বর্তমানে চাহিদামাফিক ফার্নেস অয়েল নিচ্ছে না পিডিবি। এতে বেকায়দায় পড়ছে বিপিসি। তৈরি হয়েছে আলেজ (জ্বালানি তেল ধারণ সক্ষমতা) সংকটের আশঙ্কা। সংকট এড়াতে বিপিসি গত দুই মাস ফার্নেস অয়েল আমদানি বন্ধ রাখে। তবে ইস্টার্ন রিফাইনারির উৎপাদন স্বাভাবিক থাকায় ধীরে ধীরে ফার্নেস অয়েলের মজুত বাড়লেও আলেজ সংকটে ইস্টার্ন রিফাইনারি বন্ধের হুমকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে বিপিসি। বিপিসির তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসের ৩৫ হাজার টন সংশোধিত চাহিদার বিপরীতে ১৪ দিনে মাত্র দুই হাজার ৯৬০ টন ফার্নেস অয়েল নিয়েছে পিডিবি।

এ বিষয়ে পিডিবি বলছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় তরল জ্বালানি। একদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি বেড়ে যাওয়ায় দেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় পিডিবি, অন্যদিকে বেসরকারি আইপিপিগুলোর (ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট) বকেয়া পাওনা নিয়মিত পরিশোধ করা হয় না। এতে আইপিপিগুলোতে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে চাহিদা থাকলেও বিপিসি থেকে চাহিদা দেওয়া তরল জ্বালানি সরবরাহ নিতে ব্যর্থ হয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো।

তথ্য অনুযায়ী, বিপিসির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের (ইআরএল) মূল স্থাপনা ও ডিপোগুলোতে বর্তমানে ১ লাখ ৭ হাজার ৯৫৫ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল মজুতের সক্ষমতা রয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ফার্নেস অয়েলের মজুত ছিল ৯৪ হাজার ৮২৪ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ৫২ হাজার টন স্টোরেজ সক্ষমতার মধ্যে ৪৩ হাজার ২৭৫ টন, পদ্মা,

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ইআইপি নীতিমালা

জাতীয় শিল্প নীতির সঙ্গে একীভূত করার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলগুলো বর্তমানে জাতীয় জিডিপিতে ৩৭ শতাংশের বেশি অবদান রাখছে। তবে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (ইআইপি) নীতিমালাকে বাংলাদেশের জাতীয় শিল্প নীতির সঙ্গে একীভূত করার সুপারিশ করেছেন তারা। গতকাল সোমবার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনআইডিও) এর যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশে ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (ইআইপি) লাইট টাচ কার্যক্রম' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। কর্মশালায় সুইস স্টেট সেক্রেটারিয়েট ফর ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স (এসইসিও) এর অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প খাতের টেকসই রূপান্তরের একটি কার্যকর রূপরেখা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

জাহাজভাঙা শিল্প

দুর্ঘটনার ভারে বিপন্ন শ্রমিকদের জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের জাহাজভাঙা শিল্পে নিরাপত্তা ও শ্রমিক সুরক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিশ্রুতি ও উদ্যোগের কথা বলা হলেও বাস্তব চিত্র এখনো উদ্বেগজনক। ২০২৫ সালে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে জাহাজভাঙা খাতে সংঘটিত দুর্ঘটনা নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক বছরে অন্তত ৪৮টি দুর্ঘটনায় ৫৮ জন শ্রমিক আহত ও নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় চারজন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন ৩১ জন এবং হালকা আহত হয়েছেন ১৫ জন। গবেষণায় উঠে এসেছে, এসব দুর্ঘটনার বড় অংশই ছিল সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস), প্রত্যক্ষ শ্রমিকের তথ্য ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা এই গবেষণায় দুর্ঘটনার সময়, ধরন, মাত্রা, পেশাভিত্তিক ঝুঁকি এবং চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামের অভিজাত একটি হোটেলে জরিপের প্রতিবেদন তুলে ধরেন বিলসের সেন্টার কো-অর্ডিনেটর জাহাজভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের সদস্য সচিব ফজলুল কবির মিন্টু। এতে উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালে জাহাজভাঙা খাতে মোট ৪৮টি

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

রাকসু জিএস-এর আচরণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শামিল

– ছাত্রদল

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক-জিএস সালাহউদ্দিন আম্মারের আচরণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শামিল বলে অভিযোগ তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। সেই সঙ্গে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করে কুচক্রী মহল অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। গত রোববার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সহ-দফতর সম্পাদক সিয়াম বিন আইয়ুব স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মার ফেসবুকে নিজের ব্যক্তিগত

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

খুলনা-সাতক্ষীরা পুরাতন সড়ক অবরোধ করে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এতে প্রায় ১৫ মিনিট রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। ছবিটি সোমবার খুলনা দৌলতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে তোলা

হাদি হত্যায় জড়িতদের পুলিশ কেন খুঁজে পায় না

– রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের এখনো পুলিশ খুঁজে না পাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, তাহলে আজ দায়িত্বে কারা আছে- এই প্রশ্ন জনগণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দলবদ্ধ হামলা, উশৃঙ্খলতা ও মবোক্রেসি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এসব কর্মকাণ্ড গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম) মাজারে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচিতে এসব কথা

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

জাপানের সঙ্গে ইপিএ স্বাক্ষর আগামী মাসে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির (ইপিএ) খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী মাসে চুক্তি সই হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এই প্রথম অন্য কোন দেশের সঙ্গে এ ধরনের অর্থনৈতিক চুক্তি করতে যাচ্ছে। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ জাপানের জন্য ৯৭টি উপখাত উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। অন্যদিকে জাপান বাংলাদেশের জন্য ১২০টি উপখাতে চারটি মোডে সার্ভিস উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতকাল সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি নেগোসিয়েশন বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এবং বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি বা ইপিএ হলো দুই দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা বা এফটিএ তৈরির পরিকল্পনা। মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় বিভিন্ন বাণিজ্যে

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের 'শহীদী শপথ'-এর ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারসহ তিন দফা দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে 'শহীদী শপথ' গ্রহণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সোমবার বিকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এই ঘোষণা দেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেন, আমরা আগামীকাল (আজ মঙ্গলবার) ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে শহীদী শপথ ঘোষণা করছি। আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, আগামীকাল (আজ মঙ্গলবার)

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

হিলি বন্দরে চার মাসে ২২৩ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়

প্রতিনিধি, দিনাজপুর

এক সময় আমদানি নির্ভর হিসেবে পরিচিত দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর এখন রফতানি বাণিজ্যের সম্ভাবনাময় কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর, এই চার মাসে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ৪২৯টি ট্রাকে মোট ১০ হাজার ৭৬২ মেট্রিক টন দেশীয় পণ্য ভারতে রফতানি হয়েছে। রফতানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে দেশীয় কোম্পানির বিস্কুট, ফার্নিচার, প্লাস্টিক পাইপসহ বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য। বন্দর সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, রফতানির পাশাপাশি আমদানিও আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি-রফতানি কার্যক্রমে এই গতি ফিরে আসায় বন্দরের শ্রমিক,

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা নিন্দনীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা-৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেছেন, বিগত ৫৪ বছরেও আমরা এমনটি দেখি নাই- যেভাবে আজ পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু ১৯৭১ সালে একটি দলের ভূমিকা আড়াল করার জন্য এ ধরনের অপপ্রচার অত্যন্ত নিন্দনীয়। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তিনি। ইশরাক হোসেন বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিগুলোর এক থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমরা আজ সত্যিই এক থাকতে পারছি কিনা, সেটা আমাদের ভাবতে হবে। এর ফলেই হাদির মতো দেশপ্রেমিকদের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে এবং অপরাধীরা পালিয়ে যেতে পারছে। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি একদিকে গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা, আবার অন্যদিকে প্রশ্নবিদ্ধভাবে তাদের 'সফলতা' হিসেবেও দেখা যেতে পারে। ইশরাক হোসেন অভিযোগ করেন,

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

পরিবারসহ বিএনপি প্রার্থী জালাল উদ্দিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থ বৈধ করার চেষ্টা এবং বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে চাঁদপুর-২ (মতলব) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. জালাল উদ্দিনসহ পাঁচজনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বলেন, ড. জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে সপরিবারে জ্ঞাত

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ভর্তুকির সারের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে কালোবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ডিলারদের জন্য বরাদ্দকৃত ভর্তুকি সারের সিংহভাগই কালোবাজারে চলে যাচ্ছে। প্রতি মাসেই বিসিআইসি এবং বিএডিসির ডিলাররা নিয়মিতভাবে বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন করলেও ভরা মৌসুমে কৃষকরা সার পাচ্ছে না। ফলে কৃষকদের চড়া দামে সার কিনতে হচ্ছে। সার ঘিরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিন্ডিকেট গড়ে ওঠেছে। বাফার গুদাম বা বিভিন্ন বন্দর মোকাম থেকে ডিলাররা বরাদ্দের কিছু সার দোকানে আনলেও বড় অংশই ফড়িয়াদের কাছে পাচার দিচ্ছে। ওই সিন্ডিকেট এক জেলার সার অন্য জেলায় পাচার করে দিচ্ছে। এক উপজেলার বরাদ্দকৃত সরকারি সার সিন্ডিকেটের হাত ঘুরে আরেক উপজেলায় চলে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের মানসম্মত সার সরবরাহ নিশ্চিতে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে সরকার নতুন আইন করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৫-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে সারের অবৈধ ব্যবসা ও ভেজালের জন্য শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো হয়েছে। আইনটির খসড়ায় যেকোনো বিধান লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ টাকা পর্যন- জরিমানার

বিধান রাখা হয়েছে। ভুক্তভোগী কৃষক এবং বিএডিসি সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সার মনিটরিং কমিটি থাকলেও বাস্তবে ওসব কমিটি তেমন কোনো উপকার আসছে না ভুক্তভোগী কৃষকদের অভিযোগ। বরং স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটি এলাকায় লোক দেখানো অভিযান পরিচালনা করে চোরাই সার উদ্ধার করা হলেও উপজেলা সার মনিটরিং কমিটিগুলো জরিমানা করেই অভিযানপর্ব শেষ করছে। ভুক্তভোগীদের মতে, সার মনিটরিং কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ফেরি থেকে যানবাহন পড়ে ৩ জন নিহতের ঘটনা তদন্তে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক

নারায়ণগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীতে ফেরি থেকে ট্রাকসহ পাঁচটি যানবাহন পড়ে তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। কমিটিকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত রোববার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে শনিবার রাতে ধলেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় ফেরি থেকে ট্রাকসহ পাঁচটি যানবাহন পানিতে পড়ে যায়। পরে তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার বক্তাবলি

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকিপূর্ণ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে

পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে ২,১১৯ কোটি টাকার প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক

পশ্চিমাঞ্চলের ৪৪৯ কিলোমিটার রেলপথ এবং ৫১৪ কিলোমিটার ট্র্যাকের পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ২ হাজার ১১৯ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করে প্রথম ধাপের এই প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। গত ১৫ বছরে ৯৪৮ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মিত হলেও বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের অর্ধশত বছরের পুরনো রেল ও ট্র্যাকগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়নি সরকার। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের রেলগুলো ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, প্রতিনিয়ত ফাটল ও রেল ভেঙে পড়ার মতো ঘটনার পাশাপাশি স্লিপারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেছে।

রেল কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের সেকশনগুলোতে প্রায় ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ অকেজো বা ভাঙা স্লিপার রয়েছে। দিন দিন এ হার বাড়ছে। প্রায় সব সেকশনে ব্যালাস্টের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। এতে ট্র্যাকের ভারসাম্য, গেজ, অ্যালাইনমেন্ট রক্ষা করা যাচ্ছে না। এতে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি।

মূলত দীর্ঘদিনের এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পশ্চিমাঞ্চলের ১ হাজার ৯৩১ কিলোমিটার রুট ও ২ হাজার ৫০৫ কিলোমিটার ট্র্যাক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে বিপুল পরিমাণ অর্থায়নের প্রয়োজন হওয়ায় রেলপথ মন্ত্রণালয় কয়েক ধাপে কাজটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত

▷ ৭-এর পাতায় দেখুন

শীতের কুয়াশা ভরা সকাল বেলা সূর্য্যের দেখা নেই। ঘন কুয়াশার কারণে ট্রেনের হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে। ছবিটি সোমবার রাজশাহীর নামো ভদ্রা এলাকা থেকে তোলা

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ১৭২২ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭২২টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গত রোববার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মামলা করা হয়। ডিএমপি মিডিয়া বিভাগ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ডিএমপির ট্রাফিক সূত্রে জানা গেছে, ট্রাফিক-মতিঝিল বিভাগে ২১টি বাস, একটি ট্রাক, ২৩টি কাভার্ডভ্যান, ৪৬টি সিএনজি ও ১০৭টি মোটরসাইকেলসহ মোট ২২৯ টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগে ২৭টি বাস, ১১টি ট্রাক, ১৩টি কাভার্ডভ্যান, ১২টি সিএনজি ও ৩৩টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১২২টি মামলা হয়। ট্রাফিক-তেজগাঁও বিভাগে ১০টি বাস,

▷ ২-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি : ওবায়দুর রহমান শাহীন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোঃ আবু বকর ও প্রকাশক : মিজানুর রহমান

প্রকাশক কর্তৃক বায়তুল হক ভবন, ৭৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ১০ আর কে মিশন, টিকাটুলী, ওয়ারী, সোহাগ প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত। মোবাইল: ০১৫৫২৩২৪৫৭১। সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৪৪/১ ফ্যামিলি শমসের ভ্যালি (৫ম তলা), অতিশ দিপংকর সড়ক, উত্তর মুগদা, ঢাকা-১২১৪।

এমন নির্বাচন চাই

গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে ভোটারদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ‘ভোটের গাড়ি’র প্রচার এর মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। সামনে আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর গণভোট- এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করছে। ১০টি ভোটের গাড়ি ‘সুপার ক্যারাভান’, এসব গাড়ি দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৩০০টি উপজেলায় ঘুরে বেড়াবে। তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দেবে। ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে এবং গণতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে দেবে। তিনি বলেন, ভোটাধিকার কারও দয়া নয়, এটি আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা ঠিক করি ভবিষ্যৎ কোন পথে যাবে? একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা শুধু সরকারে দায়িত্ব নয়, এটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। এই সুপার ক্যারাভান কেবল একটি গাড়িই নয়, এটি গণতন্ত্রের আনন্দবাণী বহনকারী ভোট। এটি জানিয়ে দেবে আপনার একটি ভোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা মনে করিয়ে দেবে নিষ্ক্রিয়তা নয়, অংশগ্রহণে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি- তরুণ সমাজ, নারী ভোটার এবং প্রথমবারের ভোটারদের প্রতি আপনারা এগিয়ে আসুন, প্রশ্ন করুন, জানুন-বুঝুন এবং আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন। সৎ ও সমর্থ প্রার্থী বেছে নিন, চিন্তাভাবনা করে ভোট দেন। এবারের নির্বাচনে আপনি আরও একটা ভোট দেবেন জুলাই সনদের ওপর গণভোট। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দিনের পর দিন বৈঠক করে- এই সনদ তৈরি হয়েছে। এই সনদ দেশের মানুষ পছন্দ করলে দেশ আগামী বহু বছরের জন্য নিরাপদে চলবে বলে আমার বিশ্বাস।

অর্থনীতির বিভিন্ন চলক

আরও কমে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ হয়। আশা করা হচ্ছে, সরকারের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আগামী বছরের জুনে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে নেমে আসবে। এতে আরও বলা হয়, বিগত কয়েক বছরে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক বেশি, যার ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে আসছিল। তবে চলতি অর্থবছরের সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির হারের মধ্যে পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে। সর্বশেষ গত নভেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) যথাক্রমে ৮ দশমিক ২৯ ও ৮ দশমিক ০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল গড়ে ৯ দশমিক ০২ ও ৭ দশমিক ০৪ শতাংশ। ফলে বিগত বছরগুলোতে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত আয় কমলেও বর্তমান অর্থবছরে এ অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি খাতে যথাযথ প্রণোদনা ও ব্যবস্থাপনার ফলে বিগত অর্থবছরে বোরো মৌসুমে বোরো ধানের ভালো ফলন হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটায় আমন ধানেরও ভালো ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে চলতি অর্থবছরে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমন ধানের উৎপাদন ১৬০ দশমিক ৯৫ লাখ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ফসল কাটা সম্পন্ন হলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি আউশ ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় মোট উৎপাদন ৭ দশমিক ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক ও বৈদেশিক খাতের ক্ষেত্রে সভায় জানানো হয়, গত ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের আগস্ট মাসে ছিল প্রায় ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল হওয়া, প্রবাস আয়ের গতি বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থিক খাতে সম্প্রতি সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ায় আগামীতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতি হিসাব ঋণাত্মক ছিল। এর মধ্যে ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে মাইনাস ১৮ দশমিক ৭, ১১ দশমিক ৬ ও ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আর্থিক খাতে সুব্যবস্থাপনা ও অর্থ পাচার রোধের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে এটি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র মাইনাস ১৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে চলতি হিসাব ঘাটতি ছিল মাইনাস ৭৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে পাঁচ লাখ কর্মীর বৈদেশিক নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ লাখ ৯৭ হাজার। একই সময়ে প্রবাস আয় হয়েছে ১৩ দশমিক ০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ১৪ শতাংশ বেশি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও উৎপাদনশীল করতে আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধ অপসারণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাইনাস ১ দশমিক ২ শতাংশ, যা বর্তমান অর্থবছর (২০২৫-২৬)-এর একই সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ১ শতাংশে। মূলধনী যন্ত্রপাতির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে গত অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল মাইনাস ৩২ দশমিক ৮ শতাংশ, যা বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া শিল্পজাত কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ১ শতাংশ, যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশে।

পদত্যাগ করলে তো

তার অবস্থান জানা থাকলে এতক্ষণে তাকে গ্রেপ্তার করা হতো। তবে এ ঘটনায় ফয়সালের বাবা, মা, স্ত্রী, শ্যালক ও মোটরসাইকেল চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত দালালচক্রের সদস্যদের সীমান্ত এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২-এর অগ্রগতি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের আরও বেশিহারে গ্রেপ্তারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত অভিযানে মোট ৬ হাজার ৯৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের জন্য গানম্যান দেওয়া হয়েছে এবং বাসভবনের নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। যাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে, তাদের অনেককেই নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০ জনকে গানম্যান দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে এলে তাকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, শরীফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এদিকে, মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা ফয়সল হাসান জানান, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৮তম সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সার্বিক নিরাপত্তা প্রস্তুতি, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২-এর অগ্রগতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন, বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতি এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় জকসু নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়। এর আগে ডাকসু, জাকসু, রাকসু ও চাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় একইভাবে জকসু নির্বাচনও নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া সভায় সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সহিংসতা ও উস্কানিমূলক সাইবার প্রচারণা প্রতিরোধ, চুরি-ছিনতাই ও চাঁদাবাজি দমন, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ, মাদকবিরোধী অভিযান, শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিতকরণ, শিল্পকারখানায় বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ, সীমান্ত ও পার্বত্য অঞ্চল এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রেমিট্যান্স প্রণোদনা নিয়ে

বাজেটেও ছিল না বলে মনে হয়।’

ক্রমাগত বাড়ছে বকেয়ার সময়সীমা : ব্যাংক সূত্র অনুযায়ী, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সিটি ব্যাংকের ১৮৫ কোটি, ব্র্যাক ব্যাংকের ৪৪৫ কোটি, ট্রাস্ট ব্যাংকের ৪০০ কোটি ও পূবালী ব্যাংকের ১৬০ কোটি টাকার রেমিট্যান্সের প্রণোদনার বকেয়া রয়েছে। একটি বেসরকারি ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, সাধারণত এক মাসের মধ্যেই এ প্রণোদনার অর্থ সমন্বয় করা হতো। কিন্তু এখন তিন মাস পেরিয়ে গেলেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, যা আমানত-নির্ভর তহবিল ব্যবস্থাপনায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। তিনি আরও বলেন, এই স্কিম যখন শুরু হয়, তখন ব্যাংকগুলো অগ্রিম অর্থ পেত; বকেয়াও কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিশোধ করা হতো। কিন্তু গত এক বছরে বকেয়ার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রণোদনার অর্থ বকেয়া থাকায় তহবিল ব্যবস্থাপনা জটিল হয়ে পড়ছে। ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে এ বিষয়ে জানিয়েছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বলা হয়েছে, সরকার থেকে এখনো অর্থ পাওয়া যায়নি,’ বলেন তিনি।

আরেকজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ১৬ মাসের বেশি সময় ধরে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে। তাই প্রণোদনা বাবদ ব্যাংকগুলোর ব্যয়ের পরিমাণও অনেকটা বেড়েছে। বকেয়া বাড়তে থাকায় ব্যাংকগুলো এখন আমানতকারীদের অর্থ ব্যবহার করে এই ঘাটতি পূরণ করছে। তাতে তারল্য পরিস্থিতি ও ব্যালান্স শিট ব্যবস্থাপনার ওপর এক ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখান থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় করলেই ব্যাংকগুলোকে তা বন্টন করে দেওয়া হবে।

মুনাফায় নেতিবাচক প্রভাব : ব্যাংকাররা বলছেন, সময়মতো অর্থ না পাওয়ায় সরাসরি তাদের মুনাফায় ওপর প্রভাব পড়ছে। কারণ প্রণোদনার জন্য আটকে থাকা অর্থ অন্য কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বছর শেষে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো সাধারণত তাদের আমানত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে। কিন্তু প্রণোদনা পরিশোধে আমানতের অর্থ ব্যবহার করতে হওয়ায় বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, যা দিনশেষে ব্যাংকের আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একটি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধান বলেন, প্রতি মাসে যদি কোনো ব্যাংকে ১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে ১২২.৩০ টাকা দরে, তাহলে সেটার বিপরীতে ১.২২ কোটি টাকার বেশি দিতে হয়। এর সঙ্গে ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা যোগ করলে সেটি টাকার অঙ্কে দাঁড়ায় ১.২৫ কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ প্রতি ১ লাখ ডলারে ৩ লাখ টাকার বেশি অর্থ সরাসরি ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল দিতে হচ্ছে, যা সরকারের পক্ষ থেকে পরিশোধ করার কথা।

তিনি আরও বলেন, আগে ব্যাংকগুলো তিন মাসের অগ্রিম তহবিল পেত, যার ফলে তারা দ্রুত প্রণোদনার অর্থ সমন্বয় করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে এই অগ্রিম তহবিল প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে; কিছু ক্ষেত্রে বকেয়া পাওনা পেতে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় লাগছে। ‘এটি ব্যাংকগুলোর ওপর অপ্রয়োজনীয় আর্থিক বোঝা তৈরি করছে এবং রেমিট্যান্স প্রেরকদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, দীর্ঘসূত্রতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যেতে পারে।

ট্রেজারি বিনিয়োগের সুযোগ হারাচ্ছে ব্যাংকগুলো : প্রণোদনা দিতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ আটকে থাকায় ব্যাংকগুলো ‘অপরচুনিটি কস্ট’-এর সম্মুখীন হচ্ছে। এ অর্থ এখন সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না। বর্তমানে ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মুনাফার হার প্রায় ১০.৭২ শতাংশ, যা ব্যাংকগুলোর আয়ের একটি প্রধান উৎস। কিন্তু তহবিল আটকে থাকায় ব্যাংকগুলো কম মুনাফার স্বল্পমেয়াদি খাতে অর্থ রাখতে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের বার্ষিক মুনাফা কমিয়ে দিচ্ছে। একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক উদাহরণ দিয়ে বলেন, ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে এক বছর পর ১০.৭২ কোটি টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু সরকার টাকা পরিশোধে দেরি করায় বিনিয়োগের কার্যকর সময় এবং মোট আয়ড়ুটোই কমে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘সেই অর্থ ব্যাংকে তিন মাস এলে তখন বিনিয়োগ করলে লাভের পরিমাণ কমে যাবে।’ তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে হয়তো বলা হচ্ছে সরকার বিলম্ব করে হলেও এ অর্থ দেবে; তবে তিন মাসের বেশি সময় ধরে এ অর্থ না পেলে বছর শেষে ব্যাংকের জন্য ক্ষতিই হয়। অন্য একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, প্রতি মাসে যদি ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে, তাহলে সরকারকে মাসে ৬১০ কোটি টাকার প্রণোদনা দিতে হয়। সরকারের একটা আনুমানিক হিসাব রাখা উচিত যে প্রতি মাসে কত রেমিট্যান্স আসবে এবং সেটার জন্য কত প্রণোদনা দরকার। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খান বলেন, তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রণোদনা বকেয়া থাকায় ব্যাংকগুলোর আয় কমে যাচ্ছে।

দুর্বল ব্যাংকগুলোর সংকট তীব্রতর : ব্যাংকাররা সতর্ক করেছেন, শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলো এই চাপ সামলে নিতে পারলেও মাঝারি বা দুর্বল ব্যাংকগুলো তীব্র তারল্য সংকটে পড়ছে। পূবালী ব্যাংকের মোহাম্মদ আলী বলেন, যেসব ব্যাংকের তারল্য কম, তারা বেশি রেমিট্যান্স পেলেও সমস্যায় পড়বে। ‘অনেক ব্যাংকে রেমিট্যান্স অনেক আসছে, তবে সেসব ব্যাংকে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। সেইসব ব্যাংকে তারল্য ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ঝামেলা তৈরি হবে। সুতরাং, এই মুহূর্তে এসব ব্যাংকের জন্য টাকাটা দরকার,’ বলেন তিনি। এছাড়া ডলার বাজার স্থিতিশীল ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ভালো হওয়ায় এখনো প্রণোদনার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, দীর্ঘ বিলম্ব তহবিলের ওপর চাপ তৈরি করছে এবং তারল্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ব্যাংকাররা বলছেন, সরকার যদি দ্রুত বকেয়া পরিশোধ না করে অথবা অর্থায়নের বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন না করে, তবে বিশেষ করে দুর্বল ব্যাংকগুলোর মুনাফা ও তারল্যের ওপর চাপ আরও বাড়বে।

‘অর্থ পরিশোধ না হওয়ার সুযোগ নেই’ : বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, বিষয়টি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিষয় নয়। তিনি বলেন, ‘সরকার যেহেতু ভর্তুকি দিচ্ছে, সুতরাং অর্থ আসবে। তা বিলম্ব হতে পারে, তবে মিস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’ অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, প্রণোদনার অর্থ কখনোই মাসিক ভিত্তিতে ছাড় করা হয় না। এটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, ‘ঈদের আগে যখন রেমিট্যান্স প্রবাহ অনেক বেড়ে যায়, তখন ব্যাংকগুলোর অনুরোধে অনেক সময় অগ্রিম অর্থও দেওয়া হয়। তাই অর্থ ছাড়ে দুই-তিন মাসের বিলম্ব উদ্বেগের কিছু নয়; এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।’

২৭ ডিসেম্বর তারেক

হওয়া, ভোটার আইডি বা ন্যাশনাল আইডি হওয়া সংক্রান্ত-যা কিছু আছে তিনি এই ২৭ তারিখে করবেন। তিনি আরও বলেন, সিইসির সঙ্গে মনোনয়নপত্র ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জামিনে মুক্ত হওয়ার সার্টিফায়েড কপি দেওয়ার কথা হয়েছে, সেটি আরপিওতে নাই। সে বিষয়ে স্পষ্ট করতে বলেছি। আর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সার্টিফায়েড কপি যাতে না দেওয়া লাগে, সেটি আমরা বলেছি। এসময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের। আমরা নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু চাই। আমরা আশা করি নির্বাচনের পরিবেশ সুস্থ থাকুক। সরকারকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি এবং জনগণও চায় উৎসবমুখর পরিবেশে স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে ভোট দেবে। সুতরাং, আশা করি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই উন্নতি হবে। এসময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ ও নির্বাচন কমিশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মোহাম্মদ জকরিয়া উপস্থিত ছিলেন।

ভোটের দিন যত এগিয়ে

করছেন কিনা, জানতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, একদম... ভোট উৎসব হবে, ইনশাআল্লাহ। এই যে আপনারা কত সাংবাদিকরা এসেছেন, এটা উৎসবের অংশ। ভেতরে দেখেছেন কি পরিমাণ লোক কাজ করছে, মেশিনের মতো কাজ করছে, তারা তো নিজেরাই একটা এনকারেজ ফিল করছে। তারাও আনন্দ পাচ্ছে যে, দেশের জন্য একটা কাজ করতে পারবে। তাহলে ইসির প্রতি আস্থা ফিরে আসবে কিনা, প্রশ্নে তিনি বলেন, মানুষ তো আস্থায় আছেই। সময় আসুক দেখবেন। আপনারা, আমরা, দেশবাসী, বড় রাজনৈতিক দলসহ সবাই তো ইলেকশন চায়। সবাই দেশের মঙ্গল চায়। কালকে (গত রোববার) আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সব প্রধান, আমরা একসঙ্গে জাতিকে একটা মেসেজ দিয়েছি যে, আমরা সবাই এক ইলেকশনের ব্যাপারে। আমরা সবাই একটা সুন্দর নির্বাচন সবাই চাই। সিইসি বলেন, আমরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসী ভাই-বোনদের ভোটের ব্যবস্থা করছি। আবার ভোটের কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের ভোটের ব্যবস্থা করছি। কয়েদিদেরও ভোটের ব্যবস্থা করেছি। ৫৪ বছরে প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের ভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের পোস্টাল ব্যালট মডেল বিশ্বের মডেল হয়ে থাকবে। কিছু ভুল-ক্রুটি থাকবে। প্রথমবার পোস্টাল ব্যালট নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। আগামী দিনে আরও বারবে, এতে আমরা আরও সন্তুষ্ট হব। পোস্টাল ব্যালটের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে সিইসি বলেন, পোস্টাল ব্যালটে বহুধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছি। যখন যা চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমরা তা মোকাবিলা করেছি।

আন্দোলন দমনে

ট্রাইব্যুনালে কারফিউ দিয়ে গণহত্যায় উসকানির দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে এদিন শুনানি হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে আসামি করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনে প্রসিকিউশন। এসবের ওপর শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর। প্রথমেই সালমান ও আনিসুলের ব্যক্তিগত দায় পড়ে শোনান তাজুল ইসলাম। একপর্যায়ে তাদের একটি ফোনালাপ বাজিয়ে শোনানো হয়। ফোনালাপটি ২০২৪ সালের ১৯ জুলাইয়ের। এরপরই সুনির্দিষ্ট পাঁচটি অভিযোগ আলাদা আলাদা পড়েন তিনি। প্রথমত, চব্বিশের জুলাই-আগস্ট আন্দোলন দমনে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেন সালমান ও আনিসুল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯ জুলাই ফোনে কথা বলেন তারা। তাদের কথোপকথনের একপর্যায়ে শোনা যায়- ওদের শেষ করে দেওয়া। অর্থাৎ ‘আজ রাতেই কারফিউ জারির মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের শেষ করে দিতে হবে’ বলে জানান সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। এরই ধারাবাহিকতায় ২২ জুলাই ব্যবসায়ীদের নিয়ে গণভবনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন সালমান এফ রহমান। ওই বৈঠকে জীবন দিয়ে হলেও হাসিনার পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। এর মধ্যেই আইনমন্ত্রীর নির্দেশে ২৮৬টি মিথ্যা মামলা করা হয়। যেখানে সাড়ে চার লাখ ছাত্র-জনতাকে আসামি করা হয়েছিল। তাদের এমন ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় প্রাণ দিয়েছেন বহু ছাত্র-জনতা। তবু নির্যাতন বন্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি তারা। দ্বিতীয়ত, সালমান-আনিসুলের জ্ঞাত অনুসারে ২৩ জুলাই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অর্থাৎ তাদের প্ররোচনা-উসকানিতে মিরপুরে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দলীয় বাহিনী। তৃতীয়ত, মারণাস্ত্র ব্যবহারে প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র করেছিলেন এই দুই প্রভাবশালী। তাদের উসকানি ও সহায়তায় ২৮ জুলাই মিরপুর-১০ এ আক্তারুজ্জামানকে জীবন দিতে হয়। আহত হন আরও অনেকে। চতুর্থ অভিযোগে বলা হয়, কারফিউ জারির মাধ্যমে মারণাস্ত্র ব্যবহারে উসকানি-প্ররোচনায় ৪ আগস্ট মিরপুর-১ এ আকাশ, সেতু, আলভীসহ ১২ জনকে হত্যা করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। পাঁচ নম্বরে বলা হয়, ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ‘মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঠেকাতে পরিকল্পনা করেন সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হক। তাদের নির্দেশে প্রশাসন ও আওয়ামী লীগের হামলায় মিরপুর-২, ১০ ও ১৩ নম্বরে আল-আমিন, আশরাফুল, সাব্বির, রিতাসহ ১৬ জন হত্যার শিকার হন। ব্যাপকমাত্রা ও পদ্ধতিগত অপরাধ করেছেন সালমান ও আনিসুল। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আনা পাঁচটি অভিযোগই গঠনের জন্য আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। পরে আসামিপক্ষে শুনানির জন্য সময় চান সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী। তার আবেদন মঞ্জুর করে সালমান-আনিসুলের পক্ষে শুনানির জন্য আগামী ৪ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।

বাংলাদেশের ক্যাপিটাল

ফান্ড নিয়ে বসে আছে। বাংলাদেশি অরজিন অনেক ফান্ড ম্যানেজার একেকজন ১৫ বিলিয়ন, ৩০ বিলিয়ন ডলার অলরেডি ম্যানেজ করছে। তারা চীনে বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছে কল সেন্টারে। ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ছাড়া ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি আমরা করতে পারব না। ক্যাপিটাল মার্কেট বোঝে এমন লোকজন জয়েন করবে। বিএসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিটিসিএল, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, বিডা এগুলোতে আমাদের স্পেশালাইজড লোকজনকে হাই পে দিয়ে আনতে হবে। আপনি এক লাখ টাকা বেতন দিয়ে বিএসইসি চালানোর লোক পাবেন না। তাকে তার পে দিতে হবে। গভর্নরকে ওইভাবে পে করতে হবে। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাই, বিএনপি সরকার কখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পলিটিক্যাল নিয়োগ দেয়নি। এ জন্য বিএনপির সময় স্টক মার্কেট কলাপস করেনি, স্ক্যান্ডেল হয়নি। ব্যাংকিং সেক্টর আমাদের সময় সাফার করেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে আমীর খসরু বলেন, জবাবদিহি অনুপস্থিত। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের নির্দেশে কাজ করেছে, প্রধানমন্ত্রীর অফিস বলেছে, অর্থমন্ত্রী বলেছে, ক্ষমতাধর কোনো নেতা বলেছে। গভর্নর অটোনোমাস বডি হিসেবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি হিসেবে কাজ করেনি। আমরা চাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠান রান করুক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, ননপলিটিক্যালি, প্রফেশনালি। তাহলে সবাই জবাবদিহির মধ্যে আসবে। গত ১৫-১৭ বছরে বাংলাদেশে যে সমস্যাগুলো হয়েছে তা হওয়ার কারণ নেই তো যদি বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাধীনভাবে কাজ করত। আইন মেনে চলতে হবে। ক্যাশ টাকা বিদেশে পাঠানোর সুযোগ এটা থাকার কোনো কারণ ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ইনস্টিটিউশনগুলো দায়বদ্ধ ছিল না। স্বচ্ছতার অভাবে আমরা গর্তে পড়েছি। সব প্রতিষ্ঠানকে চলতে দিতে হবে। পলিটিক্যাল ডিসিশনে তো সেন্ট্রাল ব্যাংক চলবে না। আজ ব্যাংকিং সেক্টরে টাকা নেই। কোনো সরকার তো দেশ চালায় না, দেশ চালায় প্রতিষ্ঠানগুলো। এক প্রশ্নের উত্তরে আমীর খসরু বলেন, মীরসরাই ইকোনমিক জোনে অথরিটি আছে। শর্ত পূরণ না করলে বরাদ্দ বাতিল হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আলী আহমদ। সীকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনে ৮০ কিলোমিটার কর্ডলাইন দরকার। চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ দিয়ে ১০ লেইনের মহাসড়ক দরকার। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে সব কেপিআই, জ্বালানি তেলের ডিপো। তাই রিলোকেটেড করতে হবে। মাতারবাড়ীতে ১১ দশমিক ৫ মিটার ড্রাফট। এটা দিয়ে ইউরোপে জাহাজ পাঠানো যাবে কিনা চিন্তা করতে হবে। ডিপ সী পোর্ট কোথায় করবেন? সোনাদিয়ার কথা বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। এশিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএ সালাম বলেন, আমি জানি বিএনপির ৩১ দফা আছে। অনুরোধ করব, বিজনেস যে করে তাকে বিজনেস কমিউনিটির লিডার বানান। বন্দর ডেভেলপ করতে হবে। দয়া করে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার সুযোগ দিন। প্যাসিফিক জিন্সের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর বলেন, এসএমই খাতে ৮০ লাখ উদ্যোক্তা। আড়াই কোটি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর্মী। তাই এ খাতে সরকারের নজরদারি দরকার। বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি সেলিম রহমান বলেন, কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরএমজি খাতের এসএমইর জন্য ইপিজেডের জায়গা বরাদ্দ দিতে হবে। পিএইচপি শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইকেল ইন্ডাস্ট্রির এমডি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম রিংকু বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় গিয়ে নানা অনুমোদন আনতে হয়রানি ও সময়ক্ষেপণ হয়। আমরা বছরে ৪০০ জাহাজ আনি রিসাইকেলের জন্য। একই ডকুমেন্টে শিল্প মন্ত্রণালয় যে জাহাজ কাটার অনুমোদন ২-৭ দিনে দিচ্ছে পরিবেশ তা ২ মাস সময় নিচ্ছে। টেরিবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবদুল মান্নান বলেন, আমরা আশা করি নির্বাচিত সরকার আসলে ব্যবসায়ীদের দুঃখ দুর হবে। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচন চাই। বক্তব্য দেন বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শহিদ উল্লাহ, উইম্যান চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুলতানা নূরজাহান রোজী, রাঙামাটি চেম্বার সভাপতি মো. মামুনুর রশীদ, বারভিডার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট হাবিবুর রহমান, বান্দরবান চেম্বারের নির্বাহী সদস্য জসিম উদ্দিন, আন্তঃজেলা পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল উদ্দিন, খাতুনগঞ্জ ট্রেড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মীর আবদুস সালাম, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শওকত আলী, মাস্টার আবুল কাশেম, বিএনও লুব্রিকেন্টসের পরিচালক সালাউদ্দিন ইউসুফ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক সভাপতি সরোয়ার জামাল নিজাম ও আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এসএম সাইফুল আলম, সংলাপের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা হাফেজ এহসানুল হক। এরপর ছিল বাঁশির সুরে জাতীয় সংগীত।

তারেক রহমানকে

১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান উপলক্ষে এই প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে ৩০০ ফিট এলাকা সংলগ্ন মহাসড়কে নির্মাণ করা হচ্ছে বিশাল সংবর্ধনা মঞ্চ। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত শ্রমিকরা। গত রোববার দুপুর থেকেই মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। সংবর্ধনা কমিটির সদস্যরা দিন-রাত তদারকি করে আয়োজনকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং মহানগরের শীর্ষ নেতারা ক্ষণে ক্ষণে এসে খোঁজখবর নিচ্ছেন। বিএনপির একাধিক নেতার ভাষ্য, এটি কেবল একটি মঞ্চ নয়, এখান থেকেই জন্ম নেবে নতুন রাজনৈতিক ইতিহাস। এই বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা আয়োজনের জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক লিখিত অনুমতি পেয়েছে বিএনপি। অনুমতিপত্রটি গত গত রোববার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করতে সালাহউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক ও রুহুল কবির রিজভীকে সদস্যসচিব করে উচ্চপর্যায়ের একটি সংবর্ধনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় আনতে বাস ও লঞ্চের পাশাপাশি বিশেষ ট্রেন ও অতিরিক্ত বগি সংযোজনের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। জনদুর্ভোগ এড়াতে কর্মসূচি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, দেশে ফিরলে তারেক রহমানকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থাকবে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য ও বিএনপি মনোনীত ঢাকা-৪ আসনের প্রার্থী তানভীর আহমেদ রবিন বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন। ঢাকা মহানগরসহ প্রতিটি জেলার নেতাকর্মীদের সমন্বয়ের জন্য আলাদা টিম গঠন করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী, লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী উপস্থিত হয়ে প্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। তিনি আরও জানান, সংবর্ধনা মঞ্চে শুধুমাত্র দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরাই আসন পাবেন এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বরদাশত করা হবে না। অনুষ্ঠানস্থলে আগত নেতাকর্মীদের জন্য থাকবে পর্যাপ্ত আসন। অভ্যর্থনা কেন্দ্রে দেওয়া হবে পানি ও বিস্কুট এবং সর্বদা প্রস্তুত থাকবে মেডিকেল টিম। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক দলও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দলের প্রধান কাণ্ডারিকে একনজর দেখতে দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আগামী ২৫ ডিসেম্বরের জন্য।

বগুড়ায় খালেদা

মিল্টন, শাহজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, গাবতলী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক নতুন, গাবতলী পৌরসভার সাবেক মেয়র সাইফুল ইসলাম, গাবতলী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম পিন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গাবতলী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনের প্রার্থী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হেলালুজ্জামান তালুকদার লালুর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার তাইফুর রহমানের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এ সময় উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে উৎসবের আমেজ দেখা দেয়। এর আগে গত রোববার দুপুরে একই আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফজলুল করিমের কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কারী সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু। বগুড়া গাবতলী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে প্রার্থী হবেন। নেতারা তার পক্ষে তিন স্থান থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একস্থানে প্রার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি ফরম জমা দিতে হবে।

আন্দোলনের মুখে রাবির

করেছেন। উপাচার্য এটি গ্রহণ করা মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ভিসির ওপর দায়িত্ব চলে আসে। পরে উপাচার্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি ও দুই উপ-উপাচার্য মিলে এই দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন। কে, কোন অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন-জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বলেন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ সরাসরি ভাইস-চ্যান্সেলর দেখবেন। তার প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন ব্যবসায় শিক্ষা ও আইন অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান অনুষদের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন। অপসারণ করা ছয় জন ডিন হলেন- আইন অনুষদের অধ্যাপক আবু নাসের মো. ওয়াহিদ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অধ্যাপক এ এস এম কামরুজ্জামান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক এস এম এক্রাম উল্ল্যাহ, ভূবিজ্ঞান অনুষদের এ এইচ এম সেলিম রেজা, প্রকৌশল অনুষদের ডিন বিমল কুমার প্রামাণিক ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন নাসিমা আখতার। আওয়ামী লীগের আমলে দায়িত্ব পাওয়া ডিনদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয় ১৭ ডিসেম্বর। এর মধ্যে প্রশাসন তাদের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আন্দোলন শুরু হয়। গত রোববার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় ডিনের সবার পদত্যাগের দাবিতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, প্রক্টর, রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসন ভবনের সব দফতরের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন একদল শিক্ষার্থী। বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে ডিনদের অপসারণের বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হলে বিকাল সাড়ে ৪টায় কার্যালয়গুলোর তালা খুলে দেওয়া হয়। পরে এ বিষয়ে সন্ধ্যায় ডিনদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সভায় সব ডিন রুটিন দায়িত্ব পালনে অপরাগতা জানিয়ে পৃথকভাবে আবেদনপত্র দিয়েছেন। এর আগে সকালে ছয়টি অনুষদের ডিনদের পদত্যাগের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মার। সকালে তিনি রাকসু ভবনের সামনে অবস্থান নেন। ছয় ডিনের কেউ ক্যাম্পাসে না থাকায় গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে একে একে তাদের সবাইকে কল করেন আম্মার।

এবার খুলনায় এনসিপি

বিজিবি ব্যাপক নজরদারি জারি করেছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বিজিবির প্রতিটি সদস্য। সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। একইসাথে শুরু করা হয়েছে তল্লাশি কার্যক্রম। তিনি বলেন, সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বাড়ানো হয়েছে টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি। এছাড়াও, যে সকল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই সেই সকল সীমান্ত সিলগালা করা হয়েছে । লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী আরও বলেন, এভাবে সীমান্তের প্রতিটি পয়েন্টে তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করার মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসীদের ভারতে যাওয়া আবা আসার সুযোগ বন্ধ করা হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদীকে গুলিবর্ষণের পর পরই যশোর সীমান্তে একই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যশোর ৪৯ বিজিবি। সে সময় সীমান্তে যাওয়া-আসার প্রতিটি পয়েন্টে তল্লাশি চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। সন্দেহভাজনদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি ছিল গোয়েন্দা নজরদারিও। সে সময় সীমান্তের তারকাঁটাবিহীন অঞ্চলগুলোকেও সিলগালা করে সুরক্ষিত করেছিল যশোর ৪৯ বিজিবি।

প্রথম আলো-ডেইলি

(২৮), মো. আব্দুল বারেক শেখ ওরফে আলামিন (৩১), মো. রাশেদুল ইসলাম (২৫), মো. সোহেল রানা (২৭), শফিকুল ইসলাম (৩৪), মো. প্রান্ত সিকদার ওরফে ফয়সাল আহমেদ প্রান্ত, আবুল কাশেম, রাজু হোসাইন চাঁদ ও সাইদুর রহমান (২৫)। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এস এন মো. নজরুল ইসলাম বলেন, এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় থানা-পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট তিন জন এবং গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একজনকে গ্রেপ্তার করে। গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে রাজধানীর কাওরান বাজারে অবস্থিত দৈনিক প্রথম আলো কার্যালয় এবং কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এক পর্যায়ে অগ্নিসংযোগ করা হয় দুই কার্যালয়েই। একই দিন মধ্যরাতে ধানমন্ডিতে দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের সংস্কৃতি ভবনে হামলার ঘটনা ঘটে। পরদিন শুক্রবার রাতে ঢাকার তোপখানা রোডে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। উদীচীর একাংশের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে দাবি করেছেন, পরিকল্পিতভাবেই সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছে। প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অজ্ঞাত ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। গত রোববার দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি নথিভুক্ত হয়। মামলাটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের আওতায় দায়ের করা হয়েছে।

৬৮৮ মিলিয়ন ডলার

সম্ভব হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডোরে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যা আঞ্চলিক পরিবহন দক্ষতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউন জং বলেন, এই প্রকল্প ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে রেলসেবার স্থিতিশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়াবে এবং সড়ক পরিবহনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রেলমুখী পরিবহন ব্যবস্থায় রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে। তিনি আরও বলেন, এটি ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডোরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে, বিশেষ করে পর্যটন ও মৎস্য শিল্পকে উৎসাহিত করবে। অগ্রাধিকার বিনিয়োগ হিসেবে প্রকল্পটি কক্সবাজার অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত এলাকাগুলোতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে উদ্দীপিত করবে। এছাড়া এটি বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করবে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবহন ও ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে দেশের সক্ষমতা বাড়াবে। ট্রান্স-এশিয়া রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডোর বর্তমানে দেশের মোট যাত্রী পরিবহনের ৩২ শতাংশ এবং মালবাহী পরিবহনের ৫৫ শতাংশ বহন করে। তাই উন্নত রেল অবকাঠামো অর্থনৈতিক সংহতি, লজিস্টিকস অপ্টিমাইজেশন এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলসহ দেশের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে রেলপথ উঁচুকরণ, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, আধুনিক সিগন্যালিং, ডুয়াল গেজ রেললাইন স্থাপন এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ৩০টি নতুন লোকোমোটিভ সংগ্রহ। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিচালন সক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং তিনটি স্টেশন উন্নয়ন করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ব্যবহারবান্ধব সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। যেখানে বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুযোগও থাকবে। এডিবি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তাকারী একটি শীর্ষস্থানীয় বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এডিবির সদস্য সংখ্যা ৬৯টি, যার মধ্যে ৫০টি এ অঞ্চলের দেশ।

ডেঙ্গুতে হাসপাতালে

৪৩ জন, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৩৩ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) চারজন, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুইজন এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) একজন রোগী রয়েছেন। এই সময়ে ২৪০ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর এ পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৬৭৪ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। দেশে চলতি বছরের এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৯৫৬ জন। এর মধ্যে ৬২ দশমিক পাঁচ শতাংশ পুরুষ ও ৩৭ দশমিক পাঁচ শতাংশ নারী। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৪১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২৪ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে

একটি ট্রাক, ৭টি কাভার্ডভ্যান, ৪০টি সিএনজি ও ১০৯টি মোটরসাইকেলসহ মোট মামলা হয়েছে ২০৪টি। ট্রাফিক-মিরপুর বিভাগে ছয়টি বাস, তিনটি ট্রাক, চারটি কাভার্ডভ্যান, ৩০টি সিএনজি ও ৯৭ টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১৬৩ টি মামলা হয়। অন্যদিকে ট্রাফিক-গুলশান বিভাগে ২৬টি বাস, চারটি ট্রাক, ১৯টি কাভার্ডভ্যান, ৫২টি সিএনজি ও ২১০টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৪৪৩টি মামলা হয়েছে। ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগে ২৮টি বাস, ১০টি ট্রাক, ১২টি কাভার্ডভ্যান, ৪৭টি সিএনজি ও ১৩৯টি মোটরসাইকেলসহ মোট মামলা হয়েছে ৩৪৬টি। ট্রাফিক-রমনা বিভাগে সাতটি বাস, ৫টি কাভার্ডভ্যান, ১২টি সিএনজি ও ২৫টি মোটরসাইকেলসহ মোট ৯৩টি মামলা হয়ে। ট্রাফিক-লালবাগ বিভাগে ১৬টি বাস, সাতটি ট্রাক, একটি কাভার্ডভ্যান, ১৪টি সিএনজি ও ৭৩টি মোটরসাইকেলসহ মোট ১২২টি মামলা হয়েছে। এছাড়াও অভিযানকালে মোট ২৬২ টি গাড়ি ডাম্পিং ও ১০৮টি গাড়ি রেকার করা হয়। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ফার্নেস অয়েল নিয়ে

মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএলের পতেঙ্গা প্রধান ডিপোতে ৩৩ হাজার ১ টন স্টোরেজ সক্ষমতার মধ্যে ২৭ হাজার ৮৪৮ টন, মংলায় ৭ হাজার ৩২০ টনের মধ্যে ১ হাজার ৪২৭ টন ফার্নেস অয়েল রয়েছে। পাশাপাশি গোদনাইল ডিপোতে ৫ হাজার ১৩৭ টনের মধ্যে ৪ হাজার ১১৯ টন, তাছাড়া অয়েল ট্যাংকারযোগে ওই ডিপোতে যাওয়ার পথে রয়েছে ২ হাজার ৯০৭ টন ফার্নেস অয়েল। ফতুল্লা ডিপোতে ফার্নেস অয়েল রাখার ট্যাংক না থাকলেও ডিপোর সার্ভিস ট্যাংকে রাখা হয়েছে ৪ হাজার ৭৭৭ টন। অন্যদিকে, দৌলতপুর ডিপোতে ১০ হাজার ৪৯৭ টন স্টোরেজ সক্ষমতার মধ্যে ১০ হাজার ৪৭১ টন ফার্নেস অয়েল রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গোদনাইল ডিপো থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ফার্নেস অয়েল সরবরাহ না নিলে চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া ট্যাংকারকে বসিয়ে রাখতে হবে। এজন্য ট্যাংকার দুটিকে ভাড়ার পাশাপাশি গুনতে হবে ডেমারেজ। আবার দৌলতপুর ডিপোতে আর কোনো আলেজ নেই।

বিপিসি বলছে, জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিদেশি সরবরাহকারীদের সঙ্গে চুক্তি করতে হয় আগে থেকেই। ছয় মাসের একটি আমদানি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এজন্য পিডিবি থেকেও আগেভাগে দেওয়া হয় তরল জ্বালানির চাহিদা। ২০২৫ সালের জন্য ১২ লাখ ৩৯ হাজার ২৩১ টন ফার্নেসের চাহিদা দেয় পিডিবি। কিন্তু প্রথম চার মাসে চাহিদামাফিক তেল সরবরাহ না নেওয়ায় গত ২২ এপ্রিল জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে একটি চিঠি দিয়েছে বিপিসি। এতে বলা হয়, জাহাজ থেকে তেল খালাসে দেরির কারণে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। এটি এড়াতে এপ্রিলের অবশিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে ৪০ হাজার টন ও মে মাসে একলাখ টন ফার্নেস অয়েল গ্রহণে পিডিবিকে নির্দেশ দিতে অনুরোধ করা হলো।

পাশাপাশি গত ১৫ মে পিডিবিকে আরেকটি চিঠি দেয় বিপিসি। তাতেও চাহিদামাফিক তেল সরবরাহ না নেওয়ায় বিপিসিকে আলেজ সংকটে পড়তে হচ্ছে বলে জানানো হয়। এজন্য আমদানি করা জ্বালানি তেলের জাহাজ বসিয়ে রেখে ডেমারেজ গুনতে হচ্ছে বিপিসিকে। এ ডেমারেজের অংশ পিডিবিকেও বহন করতে হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এরপর গত ২২ মে ২০২৫ সালের শেষ ছয় মাসের (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) জন্য তিন লাখ ১৫ হাজার টন ফার্নেস অয়েলের সংশোধিত চাহিদা দেয় পিডিবি।

বিপিসি বলছে, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত) ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৭৪ টন ফার্নেস অয়েলের চাহিদার বিপরীতে পিডিবি নিয়েছে তিন লাখ ৭৬ হাজার ৫৬৪ টন। তবে শেষ ছয় মাসের সংশোধিত চাহিদা দিলেও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর দুই মাসে চাহিদার চেয়ে ২৫ হাজার টন বেশি নিয়েছে পিডিবি। আবার নভেম্বর মাসে ৪৫ হাজার টন চাহিদার বিপরীতে নিয়েছে ২৯ হাজার ৮১৮ টন এবং ডিসেম্বর মাসের ৩৫ হাজার টন চাহিদার বিপরীতে প্রথম ১৪ দিনে নিয়েছে মাত্র দুই হাজার ৯৬০ টন। বিপিসির তথ্য মতে, ফার্নেস অয়েল রাখার মতো বিপিসিতে সবমিলিয়ে আলেজ রয়েছে ১৩ হাজার টনের মতো। কিন্তু ইআরএল দৈনিক গড়ে এক হাজার ১০০ টন ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করে। তাতে চলতি মাসের ১৪ দিনে পিডিবির ফার্নেস অয়েল সরবরাহ নেওয়ার চিত্র অনুযায়ী আগামী ১২-১৫ দিনের মধ্যে ইআরএলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে অন্য প্রোডাক্টগুলোর সরবরাহ চেইনে প্রভাব তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছে বিপিসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিপিসির উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, 'পিডিবি বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও চাহিদামাফিক তেল সরবরাহ নেয়নি। অথচ দেশের চাহিদার প্রায় ৯২ শতাংশ আমদানি করতে হয়। জ্বালানি তেল চাইলেই আমদানি করা যায় না। এজন্য ছয় মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। বিপিসি জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ছয় মাস আগেই সরবরাহকারীদের সঙ্গে চুক্তি করে। আবার পুরো বছরের একটি শিডিউল আগেভাগে তৈরি করতে হয়।'

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'পিডিবি যে চাহিদা দেয়, তার ওপর ভিত্তি করে আমরা তেল আমদানির শিডিউল তৈরি করি। কিন্তু চাহিদামাফিক সরবরাহ না নিলে তেল নিয়ে আসা জাহাজকে বসিয়ে রেখে বিপিসিকে জরিমানা গুনতে হয়। এ বছরের প্রথম চার মাসে চাহিদার অর্ধেক নেওয়ায় আলেজ নিয়ে আমাদের বিপাকে পড়তে হয়। এজন্য পিডিবিকে কড়া ভাষায় চিঠি দিতে হয়েছে। পরে পিডিবি শেষ ছয় মাসের জন্য সংশোধিত চাহিদাপত্র দিয়েছে। সেই সংশোধিত চাহিদাও মানছে না পিডিবি।' এখন ফার্নেস অয়েলের আলেজ কমে আসছে। আলেজ সংকট হলে ইস্টার্ন রিফাইনারির উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হতে পারে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

পিডিবির উপ-সচিব (উৎপাদন) মো. হেলালুর রহমান বলেন, 'অনেকগুলো ফ্যাক্টর মিলিয়ে পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে চাহিদাপত্রটা দেওয়া হয়। আমরা বিদ্যুতের লোড ডিমান্ডগুলোর পূর্বাভাস নিই। পূর্বাভাস ও সাপ্লাই চেইনগুলোর সবই সঠিকভাবে সচল থাকলে তেল সরবরাহ নিতে কোনো জটিলতা হয় না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরগুলো মেলে না।' বিদ্যুৎ আমদানির কারণে দেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন কমানো হয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তরল জ্বালানি হচ্ছে আমাদের (পিডিবি) সবশেষ পছন্দ। আমাদের অন্য উৎসগুলো থেকে লোড পূরণ করা না গেলেই আমরা তরল জ্বালানির দিকে যাই।'

তিনি বলেন, 'আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইপিপিগুলোতে অনেক টাকা বকেয়া পড়েছে। সঠিকভাবে অর্থ পরিশোধ করা গেলে, তাদের প্ল্যান্টগুলোও সঠিকভাবে চলে। তাহলে চাহিদামাফিক ফুয়েল তারা নিতে পারে। মূলত প্ল্যান্টগুলোর চাহিদা নিয়েই তো আমরা বিপিসিকে চাহিদা দেই।' এ ব্যাপারে বিপিসির পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা) ড. এ কে এম আজাদুর রহমান বলেন, 'পিডিবি যেহেতু স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিচ্ছে না, সেজন্য গত দুই মাসে আমরা পার্সেল (আমদানি চালান) আনিনি। এখন ইস্টার্ন রিফাইনারি থেকেই শুধু ফার্নেস অয়েল আসছে। পিডিবিও সরকারি প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে বিপিসি থেকে সময় অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

জাতীয় শিল্প নীতির সঙ্গে

বিসিক এর চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম এবং বেপজা এর সদস্য (প্রকৌশল) প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন। এ বিষয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে 'ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' বা ইআইপি ধারণাটির সূচনা, এর কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং আমাদের দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন সহযোগী এবং শিল্প প্রতিনিধিদের একত্রিত করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একই সঙ্গে পরিবেশগত মান রক্ষা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রত্যাশা দিন দিন বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলোর বিবর্তন বা গুণগত পরিবর্তন হওয়া এখন সময়ের দাবি। তিনি বলেন, আমাদের প্রথাগত জমি বরাদ্দ এবং ইউটিলিটি সেবা প্রদানের মডেলগুলো পেছনে ফেলে একটি সমন্বিত, সেবামুখী এবং টেকসই শিল্প ইকোসিস্টেমের দিকে উত্তরণ ঘটাতে হবে। ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বা ইআইপি ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের এই পরিবর্তনের একটি সুশৃঙ্খল পথরেখা প্রদান করে। এক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশগত মান, অর্থনৈতিক দক্ষতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং কার্যকর পার্ক ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সচিব বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই 'জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২' পরিমার্জন এবং একে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এই ইআইপি উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা যার মধ্যে রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধতা বা ঘাটতিসমূহের চিহ্নিতকরণ, বিশ্বমানের সেরা চর্চা এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের মূল্যবান মতামত এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে সঠিক দিশা দিতে সাহায্য করবে। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে, এই লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষাকে কার্যকর নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে রূপান্তর করতে হবে। আর এর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে একটি দৃঢ় ও কার্যকর সমন্বয় থাকা অপরিহার্য। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, বিসিকের জন্য এই উদ্যোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ আমরা বর্তমানে ৮৩টি শিল্প এস্টেট পরিচালনা করছি যেখানে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাতের প্রাধান্য রয়েছে। এই কার্যক্রমটি আমাদের পুরনো শিল্প এস্টেটগুলোর আধুনিকায়ন এবং নতুনগুলো তৈরির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ উভয় দিক নিয়েই গভীরভাবে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, ইআইপির এই 'লাইট-টাচ' পদ্ধতি আমাদের সামনে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সবসময় বিশাল অংকের মূলধনী বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। বরং উন্নত তদারকি, শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের মধ্যেও অর্থবহ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। এ প্রকল্পটি শিল্প নীতি, পরিবেশগত আইন এবং এসএমই সহায়তা ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, আগামী দিনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক কর্তৃপক্ষগুলো কেবল জমি ব্যবস্থাপক হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়িত্ব, উৎপাদনশীলতা এবং বৈশ্বিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে সক্রিয় সেবা প্রদানকারী হিসেবে ভূমিকা রাখবে। বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইআইপি-র মূলনীতিগুলোকে পর্যায়ক্রমে সব শিল্প এস্টেটে বাস্তবায়িত করতে বিসিক শিল্প মন্ত্রণালয়, ইউএনআইডিও এবং আমাদের অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বেপজার সদস্য প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বর্তমানে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য 'সাস্টেইনেবিলিটি' বা টেকসই উন্নয়ন একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেপজা শিল্পের এই বিবর্তনকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করে এবং আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ফ্রেমওয়ার্কের প্রাসঙ্গিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে আমাদের বর্তমান চর্চার তুলনা এবং নীতি-নির্ধারণী সংলাপগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো পার্ক-পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী করা এবং পরিবেশ ও জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্বকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বলেন, বেপজা বর্তমানে একটি শক্তিশালী পরিদর্শন ও তদারকি ব্যবস্থা পরিচালনা করে, যেখানে আমাদের বিশেষায়িত দলগুলো নিয়মিতভাবে অগ্নি নিরাপত্তা, শ্রম পরিস্থিতি, পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স এবং বিভিন্ন অপারেশনাল মানদণ্ড যাচাই করে থাকে। তবে একই সঙ্গে আমরা এটিও স্বীকার করি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা মনিটরিং, জ্বালানি দক্ষতার ট্র্যাকিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পার্ক-পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক অবকাঠামো সমাধানের ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। বেপজা আমাদের নতুন এবং নির্মাণাধীন জোনগুলোর জন্য একেবারে পরিকল্পনা পর্যায় থেকেই ইআইপি নীতিমালাগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, প্রথাগত প্রশাসনিক ভূমিকা থেকে সরে এসে একটি আধুনিক ও সেবামুখী মডেলে রূপান্তর হওয়ার মাঝেই প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। একটি সবুজ এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পায়নের পথে বাংলাদেশের এই রূপান্তরকে সফল করতে আমরা ইউএনআইডিও এবং সব অংশীজনের সঙ্গে আরও নিবিড় সহযোগিতার প্রত্যাশা করছি। অনুষ্ঠানে দ্য ডেইলি স্টার এর সাংবাদিক ও সহযোগী সম্পাদক মাহিয়া তাবাসসুম সঞ্চালনায় একটি উচ্চপর্যায়ের প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পলিসি) সুলতানা ইয়াসমিন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি ড. মোহাম্মদ সুজাউদ্দিন, আইএলও-র সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মইনুল ইসলাম সাইফ এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ-এর হেড অব সাস্টেইনেবিলিটি সুমাইয়া টি, আহমেদ, প্রাণ আরএফএল গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার-রিনিউয়্যাবল এনার্জি নুরা আলম। আলোচকরা বলেন, ইকো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মাধ্যমে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিমবায়োসিস' বা বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের ধারণাটি বাংলাদেশের টেকসই শিল্পায়নের মূল ভিত্তি হয়ে উঠবে। এই রোডম্যাপের সফল বাস্তবায়ন কেবল পরিবেশ রক্ষা করবে না, বরং বাংলাদেশকে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বৈশ্বিক মডেলে পরিণত করবে যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

দুর্ঘটনার ভারে বিপন্ন

দুর্ঘটনায় ৫৮ জন শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসব ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন চারজন, মারাত্মক আহত হয়েছেন ৩১ জন এবং হালকা আহত হয়েছেন ১৫ জন। চারটি ঘটনায় একাধিক শ্রমিক একসঙ্গে আহত হন। দুর্ঘটনার সংখ্যা তুলনামূলক কম মনে হলেও মারাত্মক আঘাত ও মৃত্যুর হার শিল্পটির ঝুঁকিপূর্ণ বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে।

জরিপ অনুযায়ী, মোট দুর্ঘটনার প্রায় ৬১ শতাংশ ঘটেছে দিনের বেলায়। ভারী লোহার কাজ, কাটিং ও লোডিংয়ের সময় এসব দুর্ঘটনা বেশি হয়েছে। তবে রাতের বেলায়ও ঝুঁকি কম নয়। মোট দুর্ঘটনার ৩৯ শতাংশ রাতে ঘটেছে, যেখানে আলো স্বল্পতা, শ্রমিকদের অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং পর্যাপ্ত তদারকির অভাব বড় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। এছাড়া দুর্ঘটনার প্রায় ৬৩ শতাংশই ছিল মারাত্মক। এসব ঘটনায় হাত-পা কাটা বা থেতলে যাওয়া, হাড় ভাঙা, মাথা, চোখ, কান ও বুকে গুরুতর আঘাত এবং আগুন ও বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। হালকা দুর্ঘটনার হার ২৯ শতাংশ হলেও মৃত্যুর হার ৮ শতাংশ, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল মাথায় গুরুতর আঘাত, ভারী লোহার আঘাত এবং ট্যাংকির ভেতরে পড়ে যাওয়া- যার সবকটিই প্রতিরোধযোগ্য বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভারী লোহা, লাইনার বা গার্ডার পড়ে আঘাত পাওয়ার ঘটনা সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৩৫ শতাংশ। এরপর রয়েছে আগুন, গ্যাস ও অক্সিজেন বিস্ফোরণ (২০ শতাংশ)। উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়া এবং ম্যাগনেট, ক্রেন বা যন্ত্রপাতিজনিত দুর্ঘটনা উভয়ই প্রায় ১৫ শতাংশ। কাটিং ও গ্রাইন্ডিং দুর্ঘটনা ১০ শতাংশ এবং অন্যান্য ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রায় ৫ শতাংশ।

পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কাটার হেলপার, কাটারম্যান, ফিটারম্যান ও ওয়্যার গ্রুপের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। মোট দুর্ঘটনার ৭০ শতাংশের বেশি এই চারটি পেশার শ্রমিকদের সঙ্গে ঘটেছে। শরীরের কোন অংশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে পা (৪০ শতাংশ)। এরপর হাত ও আঙুলে ৩০ শতাংশ, মাথা ও মুখে ১৫ শতাংশ, চোখ ও কানে ১০ শতাংশ এবং বুক, কোমর ও ঘাড়ে ৫ শতাংশ আঘাতের ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে অধিকাংশ ইয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের অভাব, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাটিং, গ্যাস ও অক্সিজেন লাইনের ত্রুটি, প্রশিক্ষিত শ্রমিকের সংকট এবং সেফটি প্রটোকল না মানার প্রবণতা। রাতের কাজে পর্যাপ্ত আলো ও সুপারভিশনের অভাব পরিস্থিতিকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

মাসভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। বর্ষা মৌসুম ও কাজের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়েছে। জানুয়ারি থেকে মে মাসে দুর্ঘটনার হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বাস্তবতা জরিপে সবচেয়ে হতাশাজনক দিক হিসেবে উঠে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। ফলে ফলোআপ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন তারা।

অথচ শ্রম আইন অনুযায়ী, আহত শ্রমিক চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এক বছর পর্যন্ত মজুরিসহ ছুটি এবং চিকিৎসার সব ব্যয় মালিক পক্ষকে বহন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। স্থায়ী পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এবং জাহাজভাঙা বিধিমালা অনুযায়ী এক বছরের মজুরি পাওয়ার বিধান থাকলেও বাস্তবে এসব আইন কার্যকর হচ্ছে না। এর ফল হিসেবে সীতাকুণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে সমাজসেবা বিভাগের দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসা সহায়তা ও বিধবাভাতার জন্য অধিকাংশ আবেদন আসে জাহাজভাঙা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে। সরকারের উদ্যোগে গ্রিন শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড চালু হলেও ২০২৫ সালের দুর্ঘটনা এবং সাম্প্রতিক বড় কয়েকটি ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবকাঠামো ও প্রযুক্তি উন্নয়ন যথেষ্ট নয় কার্যকর তদারকি, শ্রমিক অংশগ্রহণ এবং নিয়মিত সেফটি অডিট ছাড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জরিপে লাইসেন্সবিহীন ঠিকাদারের অধীনে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ, রাতের কাজ বন্ধ রাখা, শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিপ রিসাইক্লিং বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। জাহাজভাঙা শিল্প টেকসই করতে হলে প্রথমে শ্রমিকের জীবন ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাকসু জিএস-এর

অ্যাকাউন্টে ও 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ' নামের গ্রুপে পোস্ট দিয়ে আওয়ামীপন্থি ডিনদের পদত্যাগের আলটিমেটাম দেন এবং ডিনদের চেয়ারে দেখলে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও 'বাকিটা বুঝিয়ে দেবো' বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এ ছাড়া গত শুক্রবার আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মদতপুষ্ট কোনও শিক্ষক-কর্মকর্তা চাকরি করলে তাদের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বেঁধে রাখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি করেন তিনি। রাকসুর জিএস সালাউদ্দিন আম্মারের বক্তব্যকে হুমকিমূলক উল্লেখ করে ছাত্রদলের বিবৃতিতে বলা হয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের উদ্দেশে রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মারের হুমকিমূলক বক্তব্যে অছাত্রসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশের পরিপন্থি। একজন ছাত্র বা ছাত্রনেতা হিসেবে বারবার শিক্ষকদের সঙ্গে অশোভন ও মারমুখী আচরণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শামিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত 'তালা ঝোলানো' সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।। অতীতে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সহ-উপাচার্যসহ এক কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা শিক্ষক সমাজকে অপমান করেছিল, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি কালো অধ্যায়। শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. সৈয়দ শামসুজ্জোহার ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠে সালাহউদ্দিন আম্মারের মতো মব-সন্ত্রাসী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার অপচেষ্টা চালালে শাখা ছাত্রদলের সব স্তরের নেতাকর্মী তা শক্ত হাতে প্রতিহত করবে। ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ থাকলে দেশের প্রচলিত আইনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সমন্বয়ক নামধারী কিছু ছাত্র ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসবাদ কায়েমের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তথ্য-উপাত্ত ব্যতিরেকে অহেতুক ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে চরমপন্থিদের কু- স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে কেউ যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে চায়, তাহলে তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী ও সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুল ইসলাম যৌথভাবে বিবৃতিতে বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হুমকি, অশালীন ও মারমুখী আচরণ জ্ঞানচর্চার পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। একজন ছাত্রনেতার কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য ও অছাত্রসুলভ। সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া অপপ্রচার ও হুমকির মাধ্যমে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। এদিকে গত রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের ডিনদের পদত্যাগের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেন রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার। সকালে তিনি রাকসু ভবনের সামনে অবস্থান নেন। ছয় ডিনের কেউ ক্যাম্পাসে না থাকায় গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে একে একে তাদের সবাইকে কল করেন সালাহউদ্দিন আম্মার। সেই সঙ্গে তাদের উদ্দেশে লেখা পদত্যাগপত্রও প্রকাশ করেন। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার ক্লাস নিচ্ছেন জানতে পেরে তাঁর বিভাগেও যান। তবে সেখানে ওই শিক্ষককে পাননি তিনি। এরপর দুপুরে শিক্ষার্থীরা ডিনস কমপ্লেক্স ভবনের তিন জন ডিনের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর উপাচার্যসহ প্রশাসন ভবনের সব কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের আশ্বাসে পরে তালা খুলে দেওয়া হয়।

হাদি হত্যায় জড়িতদের

বলেন রুহুল কবির রিজভী। সেখানে ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এতে সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারাও অংশ নেন। রিজভী বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন, তা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই নেতৃত্বেই জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার এই প্রজন্মের নেতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে বর্তমানে যে সহিংসতা, হামলা ও মব সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলোর অবসান ঘটাতে হবে। সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকতে দেশের স্বার্থবিরোধী একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিদ্যুতের প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি দামে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে জনগণের অর্থ অপচয় করা হয়েছে। জনগণের টাকাকে নিজের টাকা মনে করে সেই অর্থে বিদ্যুৎ কেনা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কে এম কামরুজ্জামান নান্নু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ড. কে এম আই মন্টি, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সোহেল রানা, মো. জাকির হোসেন, এ বি এম হেলাল উদ্দিনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা।

জাপানের সঙ্গে ইপিএ

বাধা, আমদানি কোটা, শুল্ক কমাতে এবং একে অন্যের সঙ্গে পণ্য ও পরিষেবার বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য এ ধরনের চুক্তি দুটি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, একটি ইন্টেন্সিভ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে আমরা জাপানের সঙ্গে ইপিএর চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আজ আমার ফোনে কথা হয়েছে। আগামী মাসে ইপিএ সই হবে। বিশ্বের অন্য কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের এটি প্রথম কোন অর্থনৈতিক চুক্তি। এ চুক্তির ফলে উভয় দেশের বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়বে। বাণিজ্য সচিব বলেন, আমরা ২০২৪ সালের শেষে এ চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম। আট দফা বৈঠক শেষে এখন চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়েছে। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, এ ধরনের অর্থনৈতিক চুক্তি আমরা আগে কখনো করিনি, যে কারণে এ ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সেটাও আমাদের সেভাবে জানা ছিল না। এই সরকারের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা সেটা পেরেছি। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের জন্য ভালো চুক্তি। চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, জাপানের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ সুসম্পর্ক রয়েছে। তবে এ দেশে জাপানের বিনিয়োগ মাত্র ৫শ মিলিয়ন ডলার। এটা খুব অল্প, বিশ্বের অন্য দেশের জাপানের বিনিয়োগের তুলনায়। আগে যখন আমরা জাপানের কাছে অধিক বিনিয়োগ চেয়েছি, তখন এ ধরনের (অর্থনৈতিক চুক্তি) কোন স্ট্রাকচার ছিল না বলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতো। তিনি বলেন, আমাদের সব সময় ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু ভিয়েতনামের ৩০ দেশের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট আছে। আমরা মাত্র শুরু করছি। তবে যে যাত্রা শুরু হলো, আগামী সময়ে আরও অনেক অর্থনৈতিক চুক্তি করতে পারবো। এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের জন্য সহজ হবে। তিনি বলেন, আগে এ দেশে জাপানের বিনিয়োগ দু-একটা ক্ষেত্রে ছিল, এখন অনেক খাতে সেটা বিস্তৃত হবে। বিশেষ করে লজিস্টিক, ইলেকট্রনিক্স, আইটি ও অটোমোবাইলখাতে বড় বিনিয়োগ আসবে। এর ফলে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর আরও ত্বরান্বিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। উভয় দেশের উপদেষ্টা পরিষদ/ক্যাবিনেটের অনুমোদন ও পরবর্তী আইনি ধাপগুলো সম্পন্নের পর এটি আগামী মাসের সই হবে। আরও জানানো হয়, বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি সম্পাদিত হলে বাংলাদেশ চুক্তি সইয়ের প্রথম দিন থেকেই সাত হাজার ৩৭৯টি পণ্যে জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। অন্যদিকে জাপান এক হাজার ৩৯টি পণ্যে বাংলাদেশের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।

শাহবাগে ইনকিলাব

বিকাল ৩টায় শাহবাগে শহীদ হাদী চত্বরে আমরা সমবেত হব। জুলাই-পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সময়ে যারা গুম-খুনের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন, আমরা শহীদ ওসমান হাদীকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শহীদী শপথ পাঠ করবো। এর আগে, বিকাল ৩টা ২০ মিনিটের দিকে জাদুঘরের সামনে থেকে শহীদ মিনার অভিমুখী বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। তার আগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ইনকিলাব মঞ্চের সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার আগামী নির্বাচনের আগেই করতে হবে। এই বিচার ছাড়া কোনও নির্বাচন নয়। সংবাদ সম্মেলনে আবদুল্লাহ আল জাবের আরও বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। এই হত্যার ঘটনা তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে এফবিআই বা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা নিতে হবে। উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর পানির ট্যাংকির সামনে রিকশায় করে যাওয়ার সময় ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। মোটরসাইকেলে আসা দুজন ঘাতক তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এরপর সেখানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তার চিকিৎসা চলে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; সেখানেই ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়। ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা শেষে তাকে কবি নজরুল ইসলামের সমাধি প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

হিলি বন্দরে চার

চালক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সব পেশাজীবীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। হিলি কাস্টমস সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে এই বন্দর দিয়ে চার মাসে ভারত থেকে ৯ হাজার ৩৮৪টি ট্রাকে মোট ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯৩ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়েছে। এসব পণ্য থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে ২২৩ কোটি ৭ লাখ টাকা। অন্যদিকে, আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে ভারত থেকে ৮ হাজার ৪৮৭টি ট্রাকে ২ লাখ ২৫ হাজার ৮৭৪ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়েছিল, যেখান থেকে সরকারের রাজস্ব আয় ছিল ২৬৫ কোটি টাকা।

হিলি স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, গত অর্থবছরে এই বন্দর দিয়ে রফতানি কার্যক্রম প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। তবে চলতি অর্থবছরে দেশীয় বিভিন্ন পণ্য ভারতে রফতানি শুরু হওয়ায় বন্দর কার্যক্রমে নতুন গতি এসেছে। একই সঙ্গে গত অর্থবছরের তুলনায় ভারত থেকে পণ্য আমদানিও বেড়েছে।

আমদানি-রফতানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মব্যস্ততা বেড়েছে বন্দরের শ্রমিকদের। বন্দরের শ্রমিক রকিও আলম জানান, বর্তমানে তাদের কাজের কোনো অভাব নেই। তারা বলেন, সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। গত বছর প্রায়ই কর্মহীন থাকতে হয়েছে। দিনে ১০০ টাকাও আয় করা যেত না। এখন দিনে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারছি। এতে সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে না। ট্রাক চালক সাব্বির ও তালেব জানান, কয়েক মাস ধরে হিলি স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বেড়েছে। এতে গাড়ি ভাড়াও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বলেন, প্রতিদিন গাড়ি ভাড়া হচ্ছে। আমাদের আয় যেমন বেড়েছে, তেমনি ট্রাক মালিকরাও লাভবান হচ্ছেন।

হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আব্দুল আজিজ বলেন, হিলি স্থলবন্দরে বর্তমানে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। চলতি অর্থবছরে অন্য বছরের তুলনায় রফতানি বেড়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় পণ্যের আমদানিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত থেকে আদা, রসুন, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ ও মটরশুঁটির মতো পচনশীল পণ্য আমদানি হয়। এসব পণ্য দ্রুত ছাড়করণের জন্য কাস্টমসের সব কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানি কার্যক্রমে এই অগ্রগতি দিনাজপুরসহ আশপাশের এলাকার অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মুক্তিযুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন

আমরা শুরু থেকেই বলে আসছি, হাসিনার দোসরদের নিয়ে বর্তমান সরকার চলছে। প্রশাসনিক সংস্কার ও একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে সংস্কার দরকার ছিল, তা তারা করেনি। তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না, বরং দেশের জন্য কাজ করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের প্রিয় প্রধান অতিথি রুহুল কবির রিজভী তার জীবন্ত উদাহরণ। ইশরাক হোসেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় সবার কাছে দোয়া চান। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামী ২৫ তারিখ তাদের নেতা আসবেন, যেখানে সারা বাংলাদেশ থেকে নেতাকর্মীরা কোনও বাধা ছাড়াই অংশ নিতে পারবেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কে এম কামরুজ্জামান নান্নু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ড. কে এম আই মন্টি, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সোহেল রানা, মো. জাকির হোসেন, এ বি এম হেলাল উদ্দিনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা।

পরিবারসহ বিএনপি

আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন। তিনি বলেন, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে চলে গেলে চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহে জটিলতা তৈরি হতে পারে। জনস্বার্থে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন হওয়ায় আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। দুদক মহাপরিচালক জানান, ড. জালাল উদ্দিন ছাড়াও মামলার অন্য অভিযুক্তরা হলেন- তার পরিবারের সদস্য শাহানাজ পারভিন, সাঈদ মোহাম্মদ রিজভী, সাঈদ মোহাম্মদ আলভী এবং আয়েশা তাসিনীমা তানিভী। আদালতে দাখিল করা আবেদনে দুদকের সহকারী পরিচালক ও অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা এস এম মামুনুর রশীদ উল্লেখ করেন, অভিযুক্তরা বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জন করে তা নিজ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে বৈধ করার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে। আবেদনে আরও বলা হয়, গোপন সূত্রে জানা গেছে- অভিযুক্তরা দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রম দীর্ঘায়িত বা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দুদকের পক্ষে উপস্থিত পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তব্য এবং দাখিল করা নথিপত্র পর্যালোচনা করে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। আদালতের আদেশে বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন-প্রশাসন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, মালিবাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া, আদেশ পাওয়ার সাত কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্তদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আদেশের অনুলিপি দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব, পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

ভর্তুকির সারের সিংহভাগই

এবং স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ম্যানেজ করেই সিন্ডিকেট সরকারি সারের অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছে। সরকারি ডিলারের কাছে সার না পেয়ে কৃষকদের ফড়িয়াদের কাছে মজুত সার অতিরিক্ত দামে কিনতে হচ্ছে।

সূত্র জানায়, অনেক অসাধু সার ডিলার অধিক মুনাফার লোভে গুদাম থেকে সার তুলে কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়। আর কৃষক কিনতে গেলে সার বিক্রি শেষ হয়ে গেছে বলে জানানো হয়। আর আলু ও বোরো আবাদের ঠিক এই সময়ে প্রতিবছর সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। ডিলারদের জন্য বরাদ্দকৃত সারের বড় অংশই কালোবাজারে চলে যায়। ফলে কৃষকদের ১ হাজার ৫০ টাকার ডিএপি ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। আর ১ হাজার ৩৫০ টাকার টিএসপি কিনতে হচ্ছে ২ হাজার টাকায় এবং ১ হাজার টাকা বস্তার এমওপি কিনতে হচ্ছে ১ হাজার ৩০০ টাকায়। শীত মৌসুমে বিভিন্ন ফসল আবাদে বিপুল পরিমাণ সার লাগে। আর ওই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে সার পাচার সিন্ডিকেট। ওই পাচার সিন্ডিকেটের সঙ্গে সার মনিটরিং কমিটির কর্মকর্তাদের গভীর যোগসাজশ রয়েছে। রাজশাহীর বাগমারা ও দুর্গাপুরে সার পাচারের সময় বঞ্চিত কৃষকরা বিপুল পরিমাণ সার জব্দ করে। তবে প্রশাসন পাচারকারীদের নামমাত্র জরিমানা করে ছেড়ে দেয়। এদিকে সার বিষয়ে সরকার কৃষক স্বার্থে কঠোর আইন করতে যাচ্ছে সরকার। নতুন ওই আইনের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। পাশাপাশি কৃষকরাও লাভবান হবে। আইনের খসড়া অনুযায়ী সার উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয়সংক্রান্ত এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত কোনো নিয়ম-কানুন, প্রবিধি বা ম্যানুয়াল কেউ লঙ্ঘন করলে তা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। কেউ একবার সাজা পাওয়ার পরও যদি একই অপরাধ পুনরায় করে, তবে তাঁকে ওই অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ জরিমানা বা কারাদণ্ড উভয়ই দ্বিগুণ হতে পারে। নতুন আইনে ডিলারদের কারসাজি, প্রতারণা এবং নিম্নমানের সার বিক্রি বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বেশ কিছু কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারের দেয়া সার ডিলার নিবন্ধন অথবা সংশি-ষ্ট ব্র্যান্ডের নিবন্ধন গ্রহণ না করে কেউ সার উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ, বিপণন বা বিক্রয় করলে তা সরাসরি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। আর সবচেয়ে কঠোর শাস্তিগুলোর একটি হবে ভেজাল সার উৎপাদন বা বিক্রয়ের জন্য। তাছাড়া সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে কোনো সার বিক্রি করাও বড় অপরাধ। আর সারের বস্তায় প্রকৃত ওজন অপেক্ষা কম ওজন দিয়ে সরবরাহ করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তাছাড়া সারের কোনো ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে তা বিক্রয় করা, কোনো পণ্যের নকল প্রস্তুত করা এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাদের প্রতারিত করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। সেক্ষেত্রে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপের ক্ষমতা।

ফেরি থেকে যানবাহন

নরসিংপুর এলাকা থেকে ফেরিটি ছেড়ে মাঝনদীতে আসে। এ সময় হঠাৎ ফেরিতে থাকা একটি ট্রাক চালু হয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে। সামনে থাকা মোটরসাইকেল, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি ভ্যানগাড়ি ঠেলে নিয়ে ফেরির নিরাপত্তা রেলিং ভেঙে ট্রাকটি পানিতে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে যানবাহনগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। ট্রাকচালক সাঁতরে তীরে উঠে যান। তবে ভ্যানচালকসহ বাকিরা নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস, নৌ পুলিশ ও ডুবুরি দল এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ঘটনার পরপরই রফিককে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। অন্যদিকে রাত ২টার দিকে নদী থেকে বাকি দুই জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত তিন জন হলেন- মোটরসাইকেলচালক রফিক (৩৫), ভ্যানচালক স্বাধীন (২৫) ও প্রবাসী মাসুদ রানা (৩০)। তাদের লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে দেওয়া হয়েছে। বক্তাবলি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রকিবুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় তিন জনের লাশ উদ্ধারের পর আর কেউ নিখোঁজ নেই। পানিতে ডুবে যাওয়া যানবাহন উদ্ধারে বিআইডব্লিউটির লোকজন এসেছিলেন। উদ্ধারের বিষয়ে তারা বলতে পারবেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত রোবব-ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন নারায়ণগঞ্জ বিআইডব্লিউটির সহকারী পরিচালক কামরুল হাসান। তিনি বলেন, ঘটনার পর ট্রাকচালককে পাওয়া যায়নি। নদীর কোথায় ট্রাকটি ডুবেছে, নিশ্চিত করে কেউ ওই স্থানটি দেখাতে পারেননি। ওই স্থান শনাক্ত ও নদীর গভীরতা মেপে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। এতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাইমা ইসলামকে তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত কমিটির প্রধান ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাইমা ইসলাম বলেন, রাতের বেলা তিন জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। প্রথমিকভাবে আমরা তথ্য পেয়েছি, ফেরিতে একটি ট্রাক ছিল, ফেরিটি ঘাটে যাওয়ার আগে ট্রাকটি চালু হয়ে যায়। পরে সেই ট্রাকের ধাক্কা লেগে যানবাহনসহ বেশ কয়েকজন লোক পানিতে পড়ে যায়। পরে কোস্টগার্ড, নৌ-পুলিশসহ সংশ্লিষ্টরা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে তিন জনের লাশ উদ্ধার করে। আর কারও নিখোঁজের তথ্য পাইনি। তাছাড়া সেই ট্রাক চালকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় আরও তদন্ত করবো। আর যানবাহনগুলো এখনও পানির নিচে আছে। যানবাহনের উদ্ধারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে সমন্বয় করে জানাতে পারবো। জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির বলেন, এ ঘটনায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাইমা ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আর কেউ নিখোঁজ নেই। উদ্ধার অভিযান বন্ধ থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই বিষয়টা ঠিক নয়। সকাল থেকে আমাদের উদ্ধার অভিযানের ডুবুরি টিম রেডি ছিল। তবে আর কারও নিখোঁজের তথ্য নেই। ফলে তিন জনের লাশ উদ্ধারের পর অভিযান চালানো লাগেনি।

পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে

নিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান প্রকৌশলী আহমেদ হোসেন মাসুম জানান, বর্তমানে ৪৪৯ কিলোমিটার রেলপথ এবং ৫১৪ কিলোমিটার ট্র্যাক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে। ২ হাজার ১১৯ কোটি টাকার এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-ইব্রাহিমাবাদ, সয়দাবাদ-ঈশ্বরদী বাইপাস, ভেড়ামারা-ঈশ্বরদী বাইপাস, ঈশ্বরদী-সৈয়দপুর ও আব্দুলপুর-রাজশাহী কোর্ট অংশ পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রকল্পটিকে 'অত্যাবশক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ট্র্যাক পুনর্বাসনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলের রেলপথগুলোর বেশিরভাগই প্রায় শতবর্ষের পুরনো। বর্তমানে এগুলোর ক্ষয় হওয়ার হার ১২ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে তা আরও বাড়ছে। এর ফলে প্রায়ই লাইনে ফাটল দেখা দিচ্ছে, ওয়েল্ডিং জয়েন্টগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং রেল ভেঙে পড়ছে। এরকম ত্রুটির কারণে নিরাপদ ট্রেন চলাচল মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানান, সৈয়দপুর-জয়দেবপুর সেকশনটি ২০০০-০১ সালে পুরনো রেল দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়। কিন্তু এই সেকশনে সেকশনাল ক্যাপাসিটির চেয়ে অধিক সংখ্যক ট্রেন চলাচলের কারণে রেল, স্লিপার ও ফিটিংসের আয়ু দ্রুত কমে গেছে। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, 'বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন (১ম পর্যায়)' শিরোনামে রেলরুট ও ট্র্যাক পুনর্বাসনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রস্তুত করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। কমিশন ইতিমধ্যে সভা করে প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের জনবল বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেলেই এটি একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উঠবে। পশ্চিমাঞ্চলে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামাল দিতে দুর্বল রেলপথে সক্ষমতার বেশি ট্রেন চালানোর ফলে ট্র্যাকের ভারসাম্য, গেজ ও অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখা যাচ্ছে না। ফলে অনেক স্থানে নিয়ন্ত্রিত গতিতে চলছে ট্রেন, যা যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মান কমাচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আটটি নতুন রেলপথ নির্মাণ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। এসব রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৭১ হাজার ৫২৫ কোটি টাকা। অথচ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের রুট ও ট্র্যাক পুনর্বাসনে প্রতিব ছর ১৫০ কোটি থেকে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হলেও বরাদ্দ পাওয়া যেত চাহিদার চেয়েও ১০০ কোটি টাকা কম। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান প্রকৌশলী আহম্মদ হোসেন মাসুম বুধবার টিবিএসকে বলেন, রেলপথ ও ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্য বিগত বছরগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় রেললাইনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে মাত্র ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট সীমিত থাকায় বিগত বছরগুলোতে পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত রেল, অকেজো স্লিপার, ব্যালাস্টের ঘাটতি, টেম্পিং ও লাইনের ভারসাম্যহীনতা বেড়েছে।

‘বাস্তবে নায়ক-নায়িকা বিয়ে হলে দর্শকদের মোহ কমে যায়’

বিনোদন ডেস্ক

রুপালি জগতের নায়ক-নায়িকা বাস্তব জীবনে বিয়ে করলে দর্শকদের মোহ কমে যায় বলে মন্তব্য করেছেন নব্বই দশকের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক শাকিল খান। একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন ‘আমার ঘর আমার বেহেশত’ খ্যাত এই নায়ক। শাকিল খান বলেন, “একসময় বিয়ে করলে নায়ক-নায়িকাদের ক্যারিয়ার কার্যত থেমে যেত। অথচ সময় বদলেছে, বিয়ে করেও আজ সুপারস্টার হয়ে উঠেছেন শাকিব খান।”

তবে শাকিব খানের উদাহরণটি ব্যতিক্রমী। ফলে পুরো বিষয়টিকে সমর্থন করেন না শাকিল খান। বরং প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে এই নায়ক বলেন, “অনন্ত জলিল আর বর্ষার সিনেমা কি চলছে? শাকিব-বুবলির সিনেমা কি সত্যিকারের অর্থে চলে? বুবলির কিছু সিনেমা চললেও অপু বিশ্বাসের সিনেমা তো চলছে না। শেষ পর্যন্ত একমাত্র শাকিব খানের সিনেমাই চলছে।” নায়ক-নায়িকা বাস্তব জীবনে বিয়ে করলে দর্শকদের আগ্রহ কমে যায় বলে মন্তব্য করেন শাকিল খান। তার মতে, “সিনেমা মানেই একধরনের স্বপ্নের জগৎ। সিনেমা হলো গতিশীল এক শিল্প। দর্শক যখন সিনেমা দেখে, তখন সে বাস্তবতা ভুলে স্বপ্নে ডুবে যায়। প্রেমের দৃশ্যে হারিয়ে যায়, হিরো-হিরোইনের কান্নায় চোখ ভিজে ওঠে। এই আবেগটাই সিনেমার প্রাণ। হিরো-হিরোইন যখন অবিবাহিত থাকেন, তখন দর্শকের কল্পনায় তাদের প্রতি আকর্ষণটা অনেক বেশি থাকে। বাস্তব জীবনে বিয়ে হয়ে গেলে সেই মোহটা কমে যায়- এটাই বাস্তবতা।”

বিয়ের পরও নায়ক-নায়িকাদের আবেদন রয়ে যায়, তবে তা ব্যতিক্রম। এ নায়ক বলেন, “ব্যতিক্রম থাকলেও সামগ্রিকভাবে বিবাহিত নায়ক-নায়িকার সিনেমায় আবেদন কমে আসে। দর্শক তখন আর পুরোপুরি চরিত্রের ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন না। ফলে সিনেমার প্রতি আগ্রহও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।”

১৯৯৪ সালে রুপালি জগতে যাত্রা শুরু করেন শাকিল খান। ১৯৯৭ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত প্রথম সিনেমা ‘আমার ঘর আমার বেহেশত’। এ সিনেমা তাকে পরিচিতি এনে দেয়। তারপর টানা এক দশকের বেশি সময় ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়কদের তালিকায় ছিলেন। অ্যাকশন, রোমান্টিক ও পারিবারিক- সব ধরনের সিনেমায় সাবলীল উপস্থিতি তাকে দর্শকের কাছে আলাদাভাবে পরিচিত করে তোলে। শাকিল খান এখন অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন।

‘ইন্ডাস্ট্রিতে পারিশ্রমিক নিয়ে বৈষম্য হয়’

বিনোদন ডেস্ক

নব্বইয় দশকের বলিউড মানেই বড় পর্দায় মাধুরী দীক্ষিতের সেই ভুবনজয়ী হাসি আর চোখের জাদু। ‘তেজাব’, ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ থেকে শুরু করে ‘প্রহার’ কিংবা ‘পুকার’ গ্ল্যামার আর অভিনয়ের সমান্তরাল পথচলায় নিজেকে কিংবদন্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। সেই সময়ে ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও বৈষম্যের হাত থেকে নিস্তার পাননি তিনি।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সংগ্রাম ও ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন মাধুরী। তার মতে, ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্যের আড়ালে পারিশ্রমিক নিয়ে বৈষম্য ছিল এবং তা এখনো বিদ্যমান। মাধুরী বলেন, ‘উন্নতির জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন। একটা সময় ছিল যখন নারী বা পুরুষ কোনো শিল্পীর জন্যই সেটে ভ্যানিটি ভ্যানের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা রোদের মধ্যে ছাতা নিয়ে বসে থাকতাম। এমনকি ওড়না পেঁচিয়ে আড়াল তৈরি করে আমাদের পোশাক পরিবর্তন করতে হতো। তখন আমরা ভাবিওনি যে এর পরিবর্তন হওয়া উচিত। আজ অন্তত সেই জায়গাগুলোতে পরিবর্তন এসেছে।’

পারিশ্রমিক বৈষম্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই অভিনেত্রী আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, ‘প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রিতে সমান পারিশ্রমিক বা কিছু বিষয় নিয়েও বৈষম্য দেখা যায়।’

মাধুরীর কথায়, ‘যদি কোনো অভিনেত্রী প্রমাণ করতে পারেন যে তিনিও সিনেমা হলে দর্শক টানার ক্ষমতা রাখেন, তবে প্রযোজকরা অবশ্যই বিষয়টি বিবেচনা করেন। সেটা নারী হোক বা পুরুষ দিনশেষে স্টারডমই কথা বলে। তাই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের মাটি শক্ত করা নারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকে যখন বাণিজ্যিক সিনেমায় নায়িকাদের শুধু গ্ল্যামার হিসেবে দেখা হতো, তখন মাধুরী সাহসী ও নারীকেন্দ্রিক চরিত্রে অভিনয় করে প্রথা ভেঙেছিলেন। বর্তমানে ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও নিজের অভিনয়ের দ্যুতি ছড়াচ্ছেন এই কালজয়ী তারকা।

পিছিয়ে গেল ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’

বিনোদন প্রতিবেদক

গল্প আর পরিচালক পছন্দ হলে সিনেমায় অভিনয় করেন অভিনেতা ইমতিয়াজ বর্ষণ। সেই ধারাবাহিকতায় নতুন একটি সিনেমার অভিনয় করছেন তিনি। এর নাম ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’।

আহমেদ হাসান সানি পরিচালিত প্রথম সিনেমা এটি। কথা ছিল ছবিটি মুক্তি পাবে চলতি মাসেই। কিন্তু গত রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে পরিচালক জানান, ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে না। দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে শেষ মুহূর্তে মুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন তারা। গতকাল এফডিসিতে ঘোষণা করা হয় নতুন তারিখ। আগামী বছরের ২৬ জানুয়ারি সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’। এ সিনেমায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজনৈতিক তাস্থিরতার নানা প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন নির্মাতা।

জানা গেছে, বর্ষণ অভিনীত নতুন ছবির পটভূমি ছাত্রজনতার অভ্যুত্থান। তবে এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসও তুলে ধরা হবে। কথা প্রসঙ্গে বর্ষণ বলেন, ‘আমরা প্রায় সময় বলে থাকি, রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ।

বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট কিংবা নানা জায়গায় এটা লেখাও থাকে, রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ। কিন্তু রাজনৈতিক আলাপটা আসলে জরুরি। মানুষ যত বেশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হবেন, ততই দেশ নিয়ে ভাবতে শিখবেন। আমরা এ ছবিতে রাজনৈতিক আলাপ যে জরুরি, সেটিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’

‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’র পটভূমি বিষয়ে আহমেদ হাসান বলেন, ‘আমাদের একটা বিশাল প্রজন্ম আই হেট পলিটিকসের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। এ কারণে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অতটা জানাশোনা নেই।

ঘর ভেঙেছিল ১০ বছর আগে : বিন্দু

বিনোদন প্রতিবেদক

বিয়ের এক দশক পর ঘর ভাঙার খবর জানালেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আফসান আরা বিন্দু। সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই অধ্যায়ের কথা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনেন তিনি। জানান, ২০১৪ সালে আসিফ সালাহউদ্দিন মালিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও তার সংসার ভেঙে গেছে আরও আগেই। পডকাস্টে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিন্দু সরাসরি বলেন, “হ্যাঁ, আমার বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে।” কবে এই বিচ্ছেদ হয়েছে-এমন প্রশ্নে কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি জানান, “২০২২ সালে।” বিন্দু আরও বলেন, “আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি কখনও জানাইনি। তাই অনেকেই দ্বিধায় ছিলেন। অনেকে হয়তো অস্বস্তির কথা ভেবে প্রশ্নও করেননি। এখনো অনেক মানুষের ধারণা, আমি বিবাহিত। কিন্তু বাস্তবে আমি বিবাহিত নই। আমার সংসারের জার্নিটা খুব ছোট ছিল। তার মাঝখানে অনেক বড় একটা সেপারেশন ছিল।” এরপর সঞ্চালকের প্রশ্নে বিন্দু জানান, ২০১৭ সাল থেকেই তারা আলাদা থাকছিলেন। কেন আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত-এমন প্রশ্নে অভিনেত্রী বলেন, “আলাদা হওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক বড় ঘটনা থাকে, অনেক কারণ থাকে। আবার কখনো কখনও আলাদা হওয়ার জন্য খুব বড় কোনো কারণও দরকার হয় না।” কাজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, সবশেষ বিন্দুকে দেখা গেছে মিজানুর রহমান আরিয়ানের ওয়েব ফিল্ম ‘উনিশ২০’-এ। সেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ।

এদিকে, আরিফিন শুভ ও আফসান আরা বিন্দুর সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ায় শোবিজ অঙ্গনে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তারা জুটি হয়ে অনেক কাজ করেছেন। তখন তাদের মধ্যে হৃদয় দেয়া নেয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটা সময় তাদের সেই প্রেম ভেঙেও যায়। দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর এবার সেই প্রেম ও বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বললেন বিন্দু নিজেই। পডকাস্টে সঞ্চালকের প্রশ্নে কিছুটা ইতস্তত করলেও বিন্দু বলেন, কেন সম্পর্কটি ভেঙে গেছে তার স্পষ্ট কোনো উত্তর আজও তার কাছে নেই।

অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম, কাজ নিয়েই ডুবে থাকতাম। দুজন মানুষের পথ যে একই জায়গায় গিয়ে শেষ হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই। আমরা কাজটাকেই পাগলের মতো ভালোবাসতাম, এর বাইরে ভাবার সুযোগই ছিল না।’ এই কথার মধ্য দিয়েই বিন্দু ইঙ্গিত দেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে পেশাগত ব্যস্ততাই তখন তাদের জীবনে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। সর্বশেষ ওয়েবফিল্ম ‘উনিশ২০’-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন শুভ ও বিন্দু। তাদের সেই কাজটি দর্শকের মন ছুঁয়েছে।

ওয়েস্টার্ন লুকে অপুর চমক

বিনোদন প্রতিবেদক

ঢাকাই চলচ্চিত্রের অন্যতম সফল এবং জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য ব্যবসা সফল সিনেমা উপহার দিয়ে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন দর্শকদের মনে। তবে কেবল রূপালি পর্দায় নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সক্রিয় এই অভিনেত্রী। নিয়মিত বিরতিতে নতুন নতুন লুকে হাজির হয়ে তাক লাগিয়ে দেন ভক্ত-অনুরাগীদের। সম্প্রতি ওয়েস্টার্ন-ফিউশন ফরমাল আউটফিটে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন তিনি। তার শেয়ার করা একগুচ্ছ ছবিতে দেখা যায়, পরনে শুভ্র সাদা রঙের একটি স্টাইলিশ কোট। কানের দুল আর গলার নেকলেসে ফুটে উঠেছে আধুনিক ও আভিজাত্যের ছাপ। ক্যাপশনে অপু লিখেছেন, ‘তুমি যেমনটা পেতে চাও, নিজেকে ঠিক তেমনভাবেই গড়ে তোলো।’ এদিকে অপুকে গ্ল্যামারাস লুকে দেখে আপ্লুত নেটিজেনরা। মুহূর্তেই ছবির কমেন্ট বক্স ভরে ওঠে প্রশংসায়। অপুর রূপের লাবণ্য আর চোখের মোহময় চাহনি নজর কেড়েছেন।

২০২৬ সালে উত্তমকুমার জন্মশতবর্ষ নতুন রূপে আসছেন মহানায়ক

বিনোদন ডেস্ক

প্রেক্ষাগৃহ থাকবে, আর সেখানেই ফিরবেন তিনি- বাংলা সিনেমার মহানায়ক উত্তমকুমার। তবে একা নন, তার সঙ্গে থাকবেন সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরাও। ২০২৬ সালে উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা বইমেলাজুড়ে বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আগামী বছরের কলকাতা বইমেলাকে ‘উত্তমময়’ করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতারা ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড’।

খবর অনুযায়ী, কিংবদন্তিতুল্য নায়ক স্মরণে বইমেলায় বিশেষ এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রদর্শনীর দায়িত্বে থাকছেন ‘আর্ট অলিন্দ আর্কাইভ’র জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং ‘কলকাতা কথকতা’র চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রেক্ষাগৃহের আদলে প্রদর্শনীস্থল সাজানোর ভাবনা রয়েছে। সেখানে প্রদর্শিত হবে উত্তমকুমারের লেখা চিঠি, চিত্রনাট্য, সিনেমার স্মরণীয় মুহূর্ত, স্থিরচিত্র, পোস্টার, কাটআউট, সিনেমার টিকিট এবং অভিনেতার ব্যবহৃত পোশাকসহ বিভিন্ন স্মারক। শুধু দৃশ্য নয়, থাকবে শব্দের আবহও। কখনো ভেসে আসবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘হীরক রাজা দেশে’র গান ‘কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়’, কখনো আবার শোনা যাবে টিকিট কাটার কোলাহল-ঠিক পুরনো দিনের প্রেক্ষাগৃহের মতো পরিবেশ। আগামী বছরের কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি, চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

জ্যোতির্ময়ের কথায়, বিষয়টি এখনো পরিকল্পনার স্তরেই থাকলেও উত্তমকুমারকে একা নয়, তার আগের প্রজন্মের ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যালের মতো শিল্পীদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মকেও তুলে ধরা হবে। নতুন প্রজন্মকে বাংলা সিনেমার ধারাবাহিক ইতিহাস বোঝাতেই এ প্রয়াস। সেই সূত্রে পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সময়কেও প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা রয়েছে।

‘সপ্তপদী’ সিনেমাতে বাইকে চেপে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের গান ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’- এই আইকনিক দৃশ্যের আদলে একটি বাইকও প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে রাখা হবে। পাশাপাশি, ‘আর্ট অলিন্দ আর্কাইভ’-এর উদ্যোগে প্রকাশ

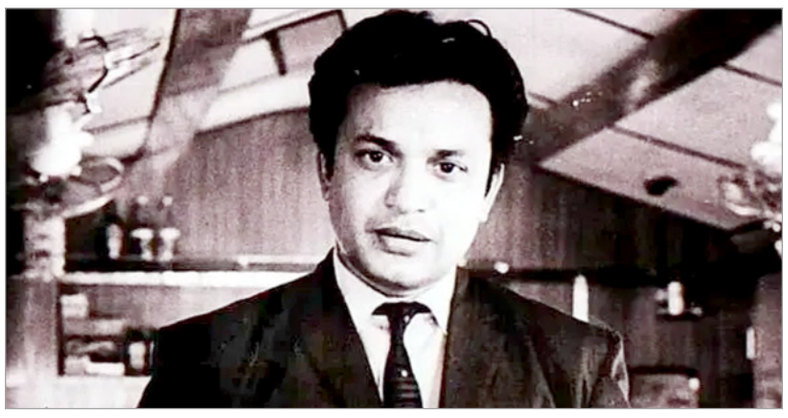

পাবে ‘দ্য গোল্ডেন মোমেন্টস’ নামের একটি বই, যেখানে উত্তমকুমারের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে।

উত্তম-পুত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী মহুয়া চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মহানায়কের ব্যবহৃত কিছু স্মারক প্রদর্শনীর জন্য দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

কোন কোন জিনিস দেওয়া হবে, তা এখনো চূড়ান্ত নয়। তার সাক্ষাৎকারসহ বিভিন্ন উপাদানও বইমেলায় থাকবে। পাশাপাশি থাকছে আলোচনাচক্র। গত বছরের মতো এ বছরেও তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, পুরো আয়োজনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-একটি বিশেষ প্রদর্শনী এবং অন্যটি উত্তমকুমারকে ঘিরে আলোচনা ও স্মৃতিচারণা। বাজবে তার গান। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছে ‘অতি উত্তম’।

আয়োজনের দায়িত্বে থাকছেন মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভাব্য অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা সেনের মতো বিশিষ্টরা। তবে মালবিকা জানিয়েছেন, শিল্পীদের বয়স ও শারীরিক অবস্থার বিষয়টি মাথায় রেখে সব কিছুই আপাতত আলোচনাসাপেক্ষ। তবু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২৬ সালের কলকাতা বইমেলায় এক অনন্য রূপে মহানায়ক উত্তমকুমারকে ফিরে পাবে বাংলা সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শক।

ভেঙে গেল শ্রীনন্দার ১৬ বছরের সংসার

বিনোদন ডেস্ক

ভেঙে গেল ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীনন্দা শঙ্করের সংসার। গত রোববার রাতে ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে ১৬ বছরের সংসার ভাঙার ঘোষণা দেন এই অভিনেত্রী। শ্রীনন্দা শঙ্কর বলেন, “আমি এবং গেভ আইনিভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছি। অনেকেই হয়তো বিষয়টি আগেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন সময় এসেছে বিষয়টা জনসমক্ষে আনার। তবে ঘোষণা করা আগে আমাদের কিছুটা সময় প্রয়োজন ছিল।”

কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে শ্রীনন্দা শঙ্কর বলেন, “জীবন তার চলার পথে কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় নেয়। আমাদের সেটা মেনে নেওয়া উচিত, বোঝা উচিত। শান্তি বজায় রেখে চলা উচিত। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।” যৌথভাবে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীনন্দা ও গেভ। এ তথ্য স্মরণ করে এই অভিনেত্রী বলেন, “আমরা দুজন যৌথভাবে, ঠান্ডা মাথায় ভেবে-চিনতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

২০০৯ সালের নভেম্বরে সাতপাকে বাঁধা পড়েন শ্রীনন্দা শঙ্কর এবং গেভ সাতারাওয়ালা। বাঙালি এবং পার্সি দুই রীতিতেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন তারা। তারপর কেটে গেছে ১৬ বছর। কী কারণে তাদের সংসার ভেঙেছে সে বিষয়ে কিছু জানাননি এই অভিনেত্রী। এ বিষয়ে কাউকে যোগাযোগ করতে বারণ করেছেন শ্রীনন্দা। এ অভিনেত্রীর ভাষায়- “আমরা জানি এই নিয়ে নানা মত, কমেন্ট্রি, লেখা হবে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে বা আমার মায়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাবেন না। আমাদের প্রাইভেসিকে সম্মান জানাবেন। আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকুন।” সৃজিত মুখার্জির ‘এক যে ছিল রাজা’, সুমন ঘোষের ‘বসুপরিবার’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন শ্রীনন্দা। বলা যায়, টলিউডের প্রথম সারির সব নির্মাতার সঙ্গেই কাজ করেছেন এই নৃত্যশিল্পী। তবে গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা ছেড়ে মুম্বাইয়ে বসবাস করছেন। সেখানে সংসার, কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎই দুঃসংবাদ দিলেন অভিনেত্রী।

হেনস্তার শিকার গায়িকা লগ্নজিতা

বিনোদন ডেস্ক

লাইভ কনসার্টে গান গাইতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছেন ‘বসন্ত এসে গেছে’ খ্যাত গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী। গত শনিবার পশ্চিমবঙ্গের ভগবানপুরের সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এই সংগীতশিল্পী। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লগ্নজিতা চক্রবর্তী বলেন, “অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়। ৭টা থেকে ৭টা ৪৫ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান চলে। প্রথম তিনটি গান গাওয়ার পর সুষ্ঠুভাবে আমাকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। ৭টা ৪৫ মিনিটে আমার গানের তালিকার সপ্তম গান গাওয়া শেষ হয়। অষ্টম গানে যাওয়ার আগে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখনই ঘটনাটি ঘটে।”

পরের ঘটনা বর্ণনা করে লগ্নজিতা বলেন, “দেবী চৌধুরাণী’ সিনেমার ‘জাগো মা’ গানটি গাইছিলাম। তার কিছুক্ষণ পরই দর্শকাসন থেকে এক ব্যক্তি মঞ্চে উঠে আসেন। আমাকে মারধর করতে উদ্যত হন। তবে উপস্থিত অন্যরা ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন এবং মঞ্চ থেকে নামিয়ে নেন।”

মঞ্চে উঠে আসা ব্যক্তির নাম মেহেবুব মল্লিক। ভারতীয় কোনো কোনো গণমাধ্যম দাবি করেছেন, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অন্যতম মালিক তিনি। গায়িকাকে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় কটূক্তি করেন। চিৎকার করে তিনি বলেন, “অনেক জাগো মা হয়েছে, এবার একটু সেকুলার গা।” পুরো ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন লগ্নজিতা। এরপরই মঞ্চ ত্যাগ করেন এই গায়িকা। হিন্দুস্তান টাইমস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গতকাল রাতে ভগবানপুর থানায় গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে বিস্তারিত জানান লগ্নজিতা। পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী, জেনারেল ডায়েরি (জিডি) করেন এই গায়িকা। পরে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মেহেবুবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় থানার ওসি শাহজাহান হককেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। কারণ পুরো ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। মেহেবুব ছাড়াও ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত এসপি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে বলেন, “আমরা শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছি। উনাকে আশ্বস্ত করেছি, আমরা সবরকম সহযোগিতা করব। সেই সঙ্গে এই ঘটনায় পুলিশের কোনো গাফিলতি ছিল কি না তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তা-ও আমরা নিশ্চিত করতে চাই।” টলিউডের জনপ্রিয় গায়িকাদের অন্যতম লগ্নজিতা। ২০১৪ সালে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত ‘চতুষ্কোণ’ সিনেমায় ‘বসন্ত এসে গেছে’ গানটি গেয়ে পৌঁছে যান খ্যাতির শীর্ষে। তারপর ধারাবাহিকভাবে উপহার দিয়েছেন হিট গান। ‘একান্নবর্তী’ সিনেমায় ব্যবহৃত ‘আমাদের গল্পগুলো’ গানটিও সাড়া ফেলেছিল। এ গানের শিল্পীও লগ্নজিতা।

ফুটপাত হোক পথচারীর

রাজধানীর প্রায় প্রতিটি প্রধান সড়কের পাশে ফুটপাত এখন হকার, দোকানদার এবং নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দখলে চলে গেছে। কোথাও সাময়িকভাবে, আবার কোথাও দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী দোকান হিসেবেও গড়ে উঠেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। গুলিস্তান, পল্টন, নিউমার্কেট, মিরপুর, মতিঝিল কিংবা ফার্মগেট যে এলাকাই ধরি না কেন, ফুটপাত এখন পথচারীর নয়, বরং ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এমনকি এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে রিক্সাও ফুটপাতের ওপর দিয়ে চলে, অথচ একজন সাধারণ মানুষ তার দুই পা ফেলার জন্য জায়গা খুঁজে পায় না। ফুটপাত দখলের এই চিত্র শুধু নাগরিক ভোগান্তির প্রতীক নয়, এটি এক ধরনের নাগরিক অধিকারের হরণও বটে। একজন পথচারী যে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে হাঁটবেন- তা যেন আজ একটি বিলাসিতার নামান্তর। বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের জন্য এই পরিস্থিতি রীতিমতো ভয়াবহ। অনেক সময় তাদের বাধ্য হয়ে গাড়ির চলাচলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়, আর এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। মানুষেরও কোনো প্রতিবাদ নেই যে কেন ফুটপাতে অবৈধ দোকান দিয়েছে। মানুষও এটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিজের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে চলাফেরা করছে। ৩০ সেকেন্ডের জন্য রাস্তায় নামলেও বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নগর কর্তৃপক্ষ মাঝেমধ্যে কিছু অভিযান চালায়। হকারদের উচ্ছেদ করা হয়, দোকান সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এসব পদক্ষেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্থায়ী ও লোকদেখানো। কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই একই জায়গায় আবার বসে যায় সেই পুরনো দোকান, ফেরত আসে হকাররা। এটি যেন এক চক্রাকার প্রক্রিয়া যেখানে উচ্ছেদ, দখল, পুনরায় উচ্ছেদ চলতেই থাকে। এই পরিস্থিতির জন্য এককভাবে হকারদের দায়ী করাও যুক্তিযুক্ত নয়। ঢাকার মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ, কর্মসংস্থান সংকটময় শহরে বহু মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে ফুটপাতে বসে। এই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত লাখো মানুষের জীবন-জীবিকা। তাদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। কিন্তু সেই মানবিকতা যেন অন্যের অধিকার হরণ না করে- এ বিষয়েও আমাদের সংবেদনশীল হতে হবে। সুতরাং এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত পরিকল্পনা। একদিকে যেমন হকারদের জন্য নির্দিষ্ট বিকল্প স্থান নির্ধারণ করতে হবে, তেমনি প্রয়োজন সময়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা (যেমন সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট স্থানে বসতে দেওয়া), কঠোর আইনি ব্যবস্থাপনা এবং পর্যাপ্ত নজরদারি। সরকারের দায়িত্ব আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করা। ফুটপাত ব্যবস্থাপনায় উচিত সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেন হকারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও বৈধ লাইসেন্স ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়। এছাড়া নাগরিক সচেতনতাও জরুরি।

বায়ুদূষণ : উন্নয়নকে গ্রাস করা সংকট

দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে বায়ুদূষণ এখন আর কেবল পরিবেশগত উদ্বেগ নয়, এটি একটি গভীর উন্নয়ন সংকটে রূপ নিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন জানাচ্ছে, এই অঞ্চলের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত অস্বাস্থ্যকর বাতাসে শ্বাস নিচ্ছেন এবং প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ মানুষের অকালমৃত্যুর পেছনে বায়ুদূষণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। এই ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে সামনের সারিতে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বায়ুদূষণের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য খাতের ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব-সব মিলিয়ে এটি উন্নয়নের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দূষণের প্রধান উৎসগুলো নতুন নয়। রান্না ও গরম করার জন্য কঠিন জ্বালানির ব্যবহার, সনাতন ইটভাটা, ফিল্টারবিহীন শিল্পকারখানা, পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন, কৃষিজ অবশিষ্টাংশ ও বর্জ্য পোড়ানো-সব মিলিয়ে একটি সমন্বিত ব্যর্থতার চিত্র ফুটে ওঠে। রাজধানী ঢাকায় অব্যাহত নির্মাণকাজ, বড় অবকাঠামো প্রকল্প এবং দুর্বল নজরদারির কারণে শীত মৌসুমে বায়ুর মান প্রায়ই বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই সংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আন্তঃসীমান্ত প্রভাব। শীতকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দূষিত বায়ু উচ্চচাপ বলয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে, যা ঢাকার মতো শহরগুলোকে আরও বেশি ঝুঁকিতে ফেলে। একইভাবে বছরের অন্য সময়ে বাংলাদেশের দূষণও প্রতিবেশী দেশে পৌঁছে। ফলে বায়ুদূষণ কোনো একক দেশের সমস্যা নয়; এটি একটি আঞ্চলিক বাস্তবতা। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন আশার কথাও শোনায়। সেখানে দূষণের উৎসে নির্গমন কমানো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়া এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরা হয়েছে। বৈদ্যুতিক রান্না, পরিষ্কার জ্বালানি, আধুনিক শিল্প প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক ও মোটরচালিত পরিবহন এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-এসব সমাধান নাগালের মধ্যেই রয়েছে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে শুধু পরিবেশ নয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জনও ঝুঁকির মুখে পড়বে। তাই এখন প্রয়োজন নীতি-প্রতিশ্রুতির বাইরে গিয়ে কার্যকর বাস্তবায়ন, টেকসই অর্থায়ন এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা। বিশুদ্ধ বাতাস নিশ্চিত করা বিলাসিতা নয়-এটি জীবন, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

অরক্ষিত বধ্যভূমি রাষ্ট্রের দায়

ময়মনসিংহের জয়নুল আবেদিন পার্কসংলগ্ন বধ্যভূমিটি একাত্তরের গণহত্যার নীরব সাক্ষী। অথচ স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও এই স্থানটি অরক্ষিত, অনাদৃত এবং প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় পড়ে আছে। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের হলেও দাপ্তরিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মহান মুক্তিযুদ্ধের এই রক্তাক্ত ইতিহাস আজও দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। এটি শুধু একটি স্থাপনা নির্মাণের বিলম্ব নয়; এটি জাতীয় স্মৃতি সংরক্ষণে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি। ২০২০ সালের বিজয় দিবস থেকে সমাজ রূপান্তর সাংস্কৃতিক সংঘ ধারাবাহিকভাবে বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসছে। মানববন্ধন, স্মারকলিপি, সাংস্কৃতিক আয়োজনসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তারা বিষয়টি জনসম্মুখে এনেছে। এই নাগরিক উদ্যোগের ফলেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ধাপে ধাপে তদন্ত, প্রতিবেদন, নথি প্রেরণ ও প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যয় নির্ধারণ, নকশা প্রণয়ন ও সংশোধিত প্রাক্কলন-সবই হয়েছে। তবু বাস্তব অগ্রগতি নেই। ২০২২ সালেই বধ্যভূমিটি 'বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ আসে। ৯৯ লাখ টাকার বেশি ব্যয়ের প্রাক্কলন চূড়ান্ত হয়। এরপরও বছরের পর বছর কেবল ফাইল চালাচালির মধ্যেই প্রক্রিয়া আটকে আছে। সর্বশেষ ২০২৪ সালে মন্ত্রণালয় জানায়, এটি সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য তালিকাভুক্ত। কিন্তু মাঠপর্যায়ে আজও একটি ইট বসেনি। এই দীর্ঘসূত্রিতা প্রশ্ন তোলে-রাষ্ট্র কি তার ইতিহাস রক্ষায় যথেষ্ট আন্তরিক? বধ্যভূমি কোনো সাধারণ জমি নয়। এটি শহীদদের রক্তে ভেজা ভূমি, জাতির আত্মত্যাগের দলিল। এ ধরনের স্থান সংরক্ষণ কেবল অতীত স্মরণ নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস জানানো, গণহত্যার সত্য তুলে ধরা এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার দায়িত্ব। মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয়দের ক্ষোভ তাই অমূলক নয়। তাদের বক্তব্যে উঠে এসেছে-এই অবহেলা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি অসম্মান। নতুন জেলা প্রশাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন, যা ইতিবাচক। তবে আশ্বাসের চেয়েও বেশি প্রয়োজন সময়বদ্ধ সিদ্ধান্ত ও কার্যকর বাস্তবায়ন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত কাজ শুরু করা জরুরি। রাষ্ট্র যদি তার ইতিহাসকে দৃশ্যমান করতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই শূন্যতা ভবিষ্যতে আরও বড় দায় হয়ে দাঁড়াবে।

তারা কারা, শক্তির উৎস কোথায়?

আমীন আল রশীদ

যে-কোনো সংবাদমাধ্যমের খবর কারো অপছন্দ হলে বা কারো বিরুদ্ধে গেলে তিনি ওই খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। খবরটি ভুল হলে প্রচলিত আইন ও নিয়ম-কানুন মেনে তার প্রতিকার চাইতে পারেন। ভুল হলে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের ক্ষমা চাওয়া এমনকি ওই পত্রিকা বা টেলিভিশনের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলাও করা যেতে পারে। কিন্তু খবর পছন্দ না বলে কিংবা কোনো দল বা বিদেশি সংস্থার সাথে যুক্ত অজুহাত তুলে পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া কোনো সভ্য রাষ্ট্র অনুমোদন করে না

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিনই ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও জুলাই অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থানের পরে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য দিয়ে আলোচিত নেতা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলি এবং তার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরে দেশের শীর্ষ দুটি জাতীয় দৈনিকে হামলা-ভাঙচুর-আগুন এবং একই দিনে ময়মনসিংহে একজন হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যা করে গাছের সাথে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নাকি পরস্পর-সম্পর্কিত, সেটি এই মুহূর্তে একটি জটিল প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কারা এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী? তারা কি দেশে একটা চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে নির্বাচন বানচাল বা দীর্ঘ সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে চায় নাকি একটা চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচন ছাড়াই নিজেদের ভাবাদর্শে আরেকটি নতুন সরকার গঠন করতে চায়?

তৃতীয় প্রশ্ন, যারা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, দেশে ও দেশের বাইরে থেকে কারা তাদের ইন্ধন, প্রশ্রয়, সহযোগিতা ও সমর্থন দিচ্ছে? তারা প্রকারান্তরে কার বা কাদের হয়ে কাজ করছে? বাংলাদেশে অস্থিতিশীল হলে বা এখানে ধর্মীয় উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে- বহির্বিশ্বে এই বার্তাটি ছড়িয়ে গেলে তার মধ্য দিয়ে কে বা কারা লাভবান হবে? বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরত দীর্ঘায়িত হলে দীর্ঘ সময়ের জন্য এখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়ে যাবে। বিদেশে ক্রেতারা অন্য দেশের দিকে ঝুঁকবে। তার সুফল কারা নেবে? বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকলে কার লাভ? সুতরাং, কোনো একটি ঘটনা ঘটলে কারা সেই ঘটনার নেপথ্যে আছে, সেটি বোঝার এটি একটি সূত্র যে, ওই ঘটনায় কে লাভবান হলো? সব সময় এই অঙ্ক সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের জন্য এই সূত্রটি কাজে লাগানো হয়।

ওসমান হাদির হত্যার ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছে তিনি চলন্ত রিকশায় থাকা অবস্থায় এবং যে মোটর সাইকেল থেকে গুলি করা হয়েছে, সেটিও ছিল চলন্ত। চলন্ত বাহন থেকে আরেকটি চলন্ত বাহনে টু দ্য পয়েন্ট গুলি করার দৃশ্য সিনেমায় দেখা যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে টু দ্য পয়েন্ট গুলি করার সক্ষমতা থাকে কেবল প্রশিক্ষিত শুটার এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষ সদস্যদের। সুতরাং, ওসমান হাদিকে যিনি গুলি করেছেন তিনি হয় পেশাদার খুনি- অস্ত্র চালানোয় যার ভীষণ দক্ষতা আছে, না হয় তিনি কোনো বাহিনীর প্রশিক্ষিত সাবেক সদস্য। সুতরাং, ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনাকে নিছক একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি নিঃসন্দেহে একটি পরিকল্পিত খুন এবং এর পেছনে বড় কোনো শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি দেশের ভেতরের হতে পারে, আবার দেশের বাইরেরও হতে পারে। তবে যারাই এর পেছনে থাকুক না কেন, সেটা খুঁজে বের করা জরুরি। শুধু ওসমান হাদির হত্যাকারীর বিচারের জন্য নয়, বরং কী উদ্দেশ্যে এই ঘটনা ঘটানো হলো এবং তারা কারা- এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যও এটা প্রয়োজন। ওসমান হাদির মৃত্যুর দিনেই, গত বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহের ভালুকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন পোশাক শ্রমিককে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ তুলে দলবদ্ধ হয়ে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। অথচ তার বিরুদ্ধে 'ধর্ম অবমাননার' কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ময়মনসিংহ র‌্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মো. সামসুজ্জামান গণমাধ্যমকে বলেছেন, নিহত ব্যক্তি যদি ফেসবুকে কিছু লিখতেন তাহলেও একটা বিষয় হতো। সেখানে সবাই এখন বলছেন তারা তাকে (নিহত শ্রমিক) এমন কিছু বলতে নিজেরা শোনেননি। কেউ নিজে শুনেছেন বা দেখেছেন (ধর্ম অবমাননার বিষয়ে) এমন কাউকে পাওয়া যায়নি।

র‌্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, পরিস্থিতি যখন টালমাটাল হয়ে ওঠে তখন ফ্যাক্টরি রক্ষায় তাকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর তাকে পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনার ভিডিও বিশ্লেষণ করে দুই জনকে আটক করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আরও পাঁচ জনকে আটক করা হয়েছে। কোনো স্বাভাবিক বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ একজন মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে গাছের সাথে ঝুলিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে না। প্রশ্ন হলো, কারা এই কাজ করলো এবং কে বা কারা এতে উসকানি দিলো? সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় শুরুতে একজন বা দুজনের উসকানি থাকে। তারপর এটা ছড়িয়ে পড়ে। সেই শুরুর লোকগুলোকে কি চিহ্নিত করা গেছে? তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা দরকার, তারা আসলেই কী উদ্দেশ্যে ওই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা দরকার, কোরআনের কোন সুরা বা কোন হাদিসে এটা বলা আছে যে, ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে একজন মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে গাছের সাথে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া যাবে? এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইসলামকে মহিমান্বিত করা হলো নাকি ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে অমুসলিমদের মধ্যে একটা ভীতি ছড়িয়ে দেয়া হলো? সুতরাং যারা এই কাজ করেছেন তারা ইসলাম ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের জন্যই এই কাজ করেছেন কি না, সেটি জানা জরুরি।

ওসমান হাদির মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধান উপদেষ্টা- যেখানে তিনি জনগণকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সহনশীল থাকার আহ্বান জানান। অথচ তার ভাষণ শেষ হওয়ার পরেই দেশের শীর্ষ জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা চালালো একদল লোক। সেনাবাহিনী বিচারিক ক্ষমতাসহ মাঠে থাকার পরেও ঘটনার পরপর তাদেরকে ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি। পুলিশও ছিল না। পত্রিকা দুটি জ্বালিয়ে দেয়া হলো, তার অনেক পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী এসেছে। অথচ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে পত্রিকা দুটির প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান। ঢাকা সেনানিবাস থেকে গাড়ি রওন হলে ডেইলি স্টারে আসতে সময় লাগে তিন মিনিট। কিন্তু সেনাবাহিনী ও পুলিশ এখানে এসেছে অনেক পরে। কারণ কী? সরকার চেয়েছে পত্রিকা দুটির কার্যালয় পুড়ে যাক নাকি তারা ভেবেছে ওখানে হামলাকারীদের বাধা দিলে আরও বড় সহিংসতা হবে? নাকি হামলাকারীরা পুলিশ ও সেনবাহিনীর চেয়েও বেশি শক্তিশালী?

ঘটনার পরে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় পত্রিকা দুটির সম্পাদকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "আপনাদের প্রতিষ্ঠান ও সংবাদকর্মীদের ওপর এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ন্যক্কারজনক হামলা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আপনাদের এই দুঃসময়ে সরকার আপনাদের পাশে আছে।"

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমও এ বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে লিখেছেন, বৃহস্পতিবার হামলার সময় দুই সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকেরা ফোন করে সাহায্যের আকুতি জানিয়েছিলেন। সব বন্ধুর কাছে আমি গভীরভাবে দুঃখিত যে কিছু করতে পারি-নি। প্রেস সচিবের দাবি, সাহায্যের জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে অসংখ্যবার ফোন করেছেন। কিন্তু সাহায্য সময়মতো পৌঁছায়নি। প্রেস সচিবের নিজের বাসায় আক্রমণ হলে তিনি ফোনে সহায়তা চেয়ে না পেলে কী পরিস্থিতি হতো? যাদের সাড়া পাননি বা যাদের সহযোগিতা করার কথা ছিল তাদের কারো চাকরি থাকতো? সুতরাং, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারকে বাঁচানোর জন্য সহযোগিতা চেয়ে না পাওয়ার যে কথা তিনি লিখলেন, সেই ঘটনায় জড়িত কাউকে কি জবাবদিহির আওতায় আনা হয়েছে?

প্রশ্ন হলো, কারা দেশের শীর্ষ দুটি দৈনিক হামলা চালালো? এই প্রশ্নের খুব কঠিন নয়। কারণ অভ্যুত্থানের পরে এই পত্রিকা দুটিতে আগেও হামলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ কিছু লোক অনেক দিন ধরেই হুমকি দিয়ে আসছিলেন। সুতরাং, কারা এই ঘটনার পেছনে আছেন সেটি এরইমধ্যে প্রমাণিত। তবে তাদের পেছনে কারা আছেন, সেটি জানা জরুরি। ভিডিও ফুটেজ ও ছবিতে যে হামলাকারীদের দেখা যাচ্ছে, চেহারা দেখে তাদেরকে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী মনে হয় না। বরং তাদেরকে মনে হয় ভাড়াটিয়া কর্মী। কোনো একটি দল বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে তারা এই কাজে এসেছেন। অথবা তারা কোনো উগ্রবাদী আদর্শের বা কোনো চরমপন্থি গ্রুপের সদস্য। তবে তাদের পরিচয় যাই হোক না কেন, এটা জানা জরুরি। কারণ যে-কোনো সংবাদমাধ্যমের খবর কারো অপছন্দ হলে বা কারো বিরুদ্ধে গেলে তিনি ওই খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। খবরটি ভুল হলে প্রচলিত আইন ও নিয়ম-কানুন মেনে তার প্রতিকার চাইতে পারেন। ভুল হলে সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের ক্ষমা চাওয়া এমনকি ওই পত্রিকা বা টেলিভিশনের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলাও করা যেতে পারে। কিন্তু খবর পছন্দ না বলে কিংবা কোনো দল বা বিদেশি সংস্থার সাথে যুক্ত অজুহাত তুলে পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া কোনো সভ্য রাষ্ট্র অনুমোদন করে না। বাংলাদেশে পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ৫৪ বছর পরে সেই একইরকমের ঘটনা ঘটলো স্বাধীন দেশে, সেই দেশের কিছু উগ্র মানুষের হাতে।

পরিহাসের বিষয় হলো, যারা অন্তর্বর্তী সরকারের গত প্রায় দেড় বছর ধরে এই ধরনের মবসন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়নি। বরং সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকে কেউ কেউ মবকে 'প্রেশার গ্রুপ' বলে তাদের অপরাধকে জায়েজ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হলো এই যে, যারা মবসন্ত্রাস উসকে দেয়, একসময় তাদেরকেও মবের শিকার হতে হয়। সেটি না হলেও তারা যখন ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন, তখন এসব নিয়ে তাদেরকেও জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

লেখক : *সাংবাদিক ও লেখক*

বিভাজিত শিক্ষা, বিবর্ণ ভবিষ্যৎ

আব্দুল বায়েস

নতুন পাঠ্যক্রম ব্যবহারিকভিত্তিক এবং সৃজনশীল হওয়ার কারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন আশা থাকা সত্ত্বেও এটি বিদ্যমান বিভাজন আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষার উপকরণ এবং সরবরাহের জন্য পাঠ্যক্রমের চাহিদা অসংখ্য দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার বা একাডেমিক চ্যালেঞ্জের দিকে নিয়ে যেতে পারে

"আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্ডিকেট, ইটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড় হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত 'বড়টা' হইয়াই বাহির হইব" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিক্ষা')। শিক্ষা যে জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি তথা জাতির মেরুদণ্ড সে সুবিদিত। বস্তুত একটি জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নির্মিত হয় এই শিক্ষার আলোকে। একটা সমাজ স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং অর্থ বিষয়ে কাজ করতে পারে, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে সেখানে মানবিক পুঁজির উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে সবাই গড়লো ভেল মনে হবে যেন সেগুন কাঠের মাচার ওপর বহুতলবিশিষ্ট এক দালান দাঁড়িয়ে আছে। আবার, বেদনাদায়ক যদিও, সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধনী-গরিব কিংবা শহর-গ্রাম বিভাজন উন্নয়নকে উপহাস করে। যে উন্নয়ন বিভাজন লালন করে সে উন্নয়ন প্রকৃত উন্নয়ন নয় বলে মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের (বিআইজিএম) ড. মোহাম্মদ তারেক ও তাসফিয়া তাসনীম আহমেদ- যথাক্রমে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক এবং গবেষণা-সহযোগী- 'ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ-শহুরে শিক্ষা বিভাজন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করছে' শিরোনামে একটা গবেষণালব্ধ , প্রণিধানযোগ্য প্রবন্ধ পেশ করেছেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং অনুধাবনীয় এই নিবন্ধটি থেকে নীতিনির্ধারক তথা দেশ, সমাজ চিন্তকদের চিন্তার খোরাক পাবেন বলে এর নির্বাচিত অংশের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা করা হলো।

এক.

উল্লেখিত গবেষকদ্বয় শিক্ষায় গ্রাম-শহর বিভাজন অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ করেছেন যে, ২০২৩ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় যে ৪৮টি স্কুলে পাসের হার শূন্য শতাংশ সেগুলোর অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এমনকি এককালে শিক্ষার মানের জন্য সুপরিচিত জেলা স্কুলগুলোও দিন দিন তাদের গৌরব হারাচ্ছে বাদশাহ বাহাদুর শাহের বংশধরদের মতো। কিন্তু আমাদের ধারণা গ্রামীণ বা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীরাও কম মেধাবী নয়, তাহলে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠতে বাধা কোথায়? নাকি সেক্সপিয়রের ওই কথা, 'প্রিয় ব্রুটাস দোষ আমাদের নক্ষত্রে নিহিত নয়, দোষ আমাদের মাঝেই, আমরা যে অন্যের অধীনস্থ।

দুই.

বাংলাদেশ এডুকেশন ফ্যাক্ট শিট ২০২০ মতে, দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ এমন শিশুদের বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে এবং তাদের মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগত দক্ষতা এবং প্রায় সমানুপাত পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে অপারগ। অন্যদিকে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের শিশুদের চার পঞ্চমাংশ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং তিন-চতুর্থাংশ পুনরাবৃত্তিকারী অর্থাৎ পুনরায় একই ক্লাসে পড়তে হয়। অধিকন্তু, যারা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে না সেই শিশুদের আশি শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। দুঃখজনক এই গল্পের এখানেই শেষ নয়। এই বিভাজনের বলয়ে টারশিয়ারি বা তৃতীয় স্তরের শিক্ষার জন্যও কোনো সুসংবাদ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং পলিটেকনিক থেকে স্নাতকদের বেশ কিছু ট্রেসার স্টাডিতে দেখা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি ১০০ জনে ৬৬ জন মেট্রোপলিটন, শহুরে এবং আধা-শহুরে ও মাত্র ৩৩ জন গ্রামীণ এলাকা থেকে আসা। "যেহেতু আমাদের স্কুলে পড়া জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ গ্রামীণ এলাকা থেকে আসে, এই তথ্য স্পষ্টভাবে দেখায় যে বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় কড়া নাড়তে অক্ষম। আর বিব্রতকর সংবাদ এই যে চাকরির সাথে সংযুক্ত কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষার রাস্তাটি বেশিরভাগই গ্রামীণ শিক্ষার্থী পর্যন্ত পৌঁছায় না।"

তিন.

গবেষক ড. মোহাম্মদ তারেক এবং তাসফিয়া তাসনীম আহমেদ বলেন, গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মূল্যবান জীবন বৈষম্যের নিষ্ফলা মরুভূমিতে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে গ্রাম-শহর শিক্ষা বিভাজন বৈষম্য স্থায়ী করতে পারে এবং একটি দেশ বা অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উন্নয়নের প্রথম দিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য অনিবার্য, যেমনটি বলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা, কিন্তু এই বিভাজন উন্নয়নের জন্য নেতিবাচক ফল বয়ে বেড়ায়। বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২ অনুযায়ী, প্রায় আশি শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় ওখানকার শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিত করতে না পারলে সামগ্রিক শিক্ষার মান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনের স্বপ্ন অপূর্ণ এমনকি অধরা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষকদ্বয়ের ধারণা, শিক্ষায় বৈষম্যের পেছনের চালকগুলো বুঝতে হলে প্রথমেই শিক্ষকের গুণমানের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য শ্রেণিকক্ষে উঁচু গুণসম্পন্ন শিক্ষকের উপস্থিতি অপরিহার্য, যেমনটি ইদানীংকালের গবেষণা নিশ্চিত করে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব সত্যিকারভাবেই একটি জাতীয় সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভুটান, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডে মোট প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাত শতভাগ, নেপালে ও মিয়ানমারে ৯৫-৯৭ শতাংশ এবং ভারতে ৮৯ শতাংশ। অথচ এর বিপরীতে সমগ্র বাংলাদেশে সেই অনুপাত মাত্র ৭৪ শতাংশ যেখানে আবার গুণমান প্রশ্নবিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে, গ্রামাঞ্চলে এই পরিস্থিতি আরও জটিল। সুতরাং, গ্রামীণ পরিবেশে দক্ষ শিক্ষকদের আকৃষ্ট করা এবং ধরে রাখা, যা শিক্ষার মানকে প্রভাবিত করে, অতীতের মতো আগামী দিনেও কঠিন থাকছে বলে মনে হওয়ার যথেষ্ট যুক্তি থাকতেই পারে।

অন্যদিকে এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওর (মান্থলি পে-অর্ডার) আওতায় আনার ব্যবস্থা যেন ছদ্মবেশে অভিশাপ হয়ে উঠছে। এটি গ্রামীণ বা স্থানীয় স্কুলগুলোতে শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান এবং তাদের কৃতিত্ব উন্নত করার মানসিকতার কবর খুঁড়ছে। পল্লী অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রায়শ অনুপস্থিতে প্রমাদ গুণে। এবং গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, স্কুল কমিটির রাজনীতিকরণ এবং স্থানীয় মালিকানার অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে ধাবিত করছে। এসবের প্রভাব ডেকে আনছে ভয়াবহ পরিণতি যেমন গ্রাম্য দলাদলি এবং বিদ্যালয়ের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, যা শিক্ষাসূচক পরিবেশের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

চার.

অন্যান্য অনেক খাতের মতো আমার মনে হয় শিক্ষাখাতের উন্নয়ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফিতায় পরিমাপ করছি যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুণ নয় বরং সংখ্যায় তুষ্ট থাকছি। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটি অবকাঠামো বা শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সম্পর্কে নয়- অনেক জায়গায় স্কুল আছে যেখানে একেবারেই ভর্তি নেই। এমনতর উন্নয়ন একেবারেই কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না। মোট কথা, উন্নয়নের সূচক হিসেবে স্কুল গণনা বন্ধ করতে হবে এবং উচ্চ-মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার দিকে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল রূপ ধারণ করছে; তবে তত্ত্বাবধানহীন ডিজিটাল মিডিয়া এবং প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এটি শহুরে ছাত্রদেরও প্রভাবিত করে, কিন্তু শহুরে অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা এবং সচেতনতায় প্রযুক্তির দুর্বল ব্যবহারের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো কিছুটা হলেও হ্রাস পায়, অথচ গ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না । উল্লেখ করতেই হয় যে, উদ্বেগজনক এ পরিস্থিতির কারণে অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা থেকে ছিটকে যাচ্ছে।

পাঁচ.

নিঃসন্দেহে আমাদের মেয়েরা ক্রমাগতভাবে ভালো ফল করছে, কিন্তু এখনো বাল্যবিবাহের কারণে ঝরে পড়ার হার বেশি। বাংলাদেশে, প্রায় ৬০ শতাংশ নারীর ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছে এবং গ্রামীণ এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি, যা মাতৃ ও শিশুমৃত্যু সহ বিরূপ ফলাফলের সাথে সম্পৃক্ত। বাল্যবিবাহের জন্য প্রায়শই তাড়াতাড়ি সন্তান ধারণ মেয়েদের শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সেই কারণেই কেবল তাদের স্কুল ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অথচ এসব মেয়েদের উচ্চ সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে এবং তারা কর্মশক্তিতে একটি বড় মাপের অবদান রাখতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি বাল্যবিবাহের জন্য শিক্ষার আলো থেকে তারা হারিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে।

ছয়.

আরও একটি সমস্যা স্কুল পাঠ্যক্রমের দ্রুত পরিবর্তন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অনেক আন্তরিক শিক্ষক তাদের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণ তৈরি করেছিলেন, যা এখন অবলুপ্তির পথে। বোঝাই যাচ্ছে যে, ভিত্তি মানের পার্থক্যের কারণে গ্রামীণ শিক্ষকরা আরও সমস্যায় পড়বেন। সুতরাং নীতি সংক্রান্ত উপদেশ হচ্ছে নতুন পাঠ্যক্রমের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য তাদের ব্যাপক সহায়তা এবং ক্রমাগত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। তাছাড়া, এবং সন্দেহাতীতভাবে মৌলিক সমস্যা হলো গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এই বিভাজনকে গভীর থেকে গভীরতর করে। বাড়িতে পরের বেলার খাবার না থাকলে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া কঠিন। দারিদ্র্য বোধগত জ্ঞানের উন্নয়নে বাধা দেয়। অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগের অনুভূতি দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত হয় বিধায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের চেষ্টা ব্যাহত হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ছেড়ে দেয় এবং যারা ঝরে পড়ে না তারাও যে আক্রান্ত হয় তা বলাইবাহুল্য। বিদ্যমান অন্ধকারে অন্য একদিক হচ্ছে অনেকেই শিশুশ্রমের সাথে জড়িত। বাংলাদেশ এডুকেশন ফ্যাক্ট শিট ২০২০ অনুযায়ী, শিশুশ্রমের হার গ্রামীণ এলাকায় বেশি। এমনকি যদি শিক্ষার্থীরা স্কুলে থাকে বা শিশুশ্রমের সাথে জড়িত না থাকে, তবুও তারা শিক্ষাগত সম্পদের সুযোগের অভাবের কারণে ভোগে।

সাত.

নতুন পাঠ্যক্রম ব্যবহারিকভিত্তিক এবং সৃজনশীল হওয়ার কারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন আশা থাকা সত্ত্বেও, এটি বিদ্যমান বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষার উপকরণ এবং সরবরাহের জন্য পাঠ্যক্রমের চাহিদা অসংখ্য দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝরে পড়ার হার বা একাডেমিক চ্যালেঞ্জের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় গ্রাম-শহর শিক্ষা বৈষম্য কমাতে যথাযথ সমাধান অপরিহার্য। নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, সম্প্রদায়ের নেতা এবং স্টেকহোল্ডারদের এমন সমাধান বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবেম যা এই ব্যবধান পূরণ করবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তমুলক ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করবে।

লেখক : *অর্থনীতিবিদ, কলামিস্ট*

বরগুনায় বছরের শুরুর দিকে প্রতিদিন প্রায় ১৫০-২০০ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থকলেও গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় সর্বনিম্ন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন মাত্র ২ জন।

ডেঙ্গুর হটস্পট বরগুনায় কমছে আক্রান্তের সংখ্যা

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনায় বছরের শুরুতেই দেশের সর্বাধিক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে শুরু করলে এ জেলায় ডেঙ্গুর হটস্পট ঘোষণা করে স্বাস্থ্য বিভাগ। এমনকি কারণ অনুসন্ধানে হাসপাতালসহ জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনেও আসেন আইইডিসিআরের প্রতিনিধি দল। বছরের শুরুর দিকে প্রতিদিন প্রায় ১৫০-২০০ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থকলেও গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় সর্বনিম্ন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন মাত্র ২ জন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় এ বছর বরগুনায় ব্যাপক হারে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরে গত ১৫ জুন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরীন স্বাক্ষরিত একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৬ সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৭ জুন সরেজমিনে হাসপাতালসহ বরগুনার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় বরগুনার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে রোগী ভর্তি হয়েছেন একজন। বর্তমানে এ হাসপাতালটিতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন ১৩ জন। এছাড়া জেলার অন্য সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও কমেছে নতুন ভর্তি রোগীর সংখ্যা। শুধু পাথারঘাটা উপজেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় একজন রোগী ভর্তি হলেও বাকি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়নি ডেঙ্গু আক্রান্ত কোনো রোগী। তবে সব মিলিয়ে বর্তমানে জেলায় চিকিৎসাধিন রোগীর সংখ্যা ২৬ জন। এ বছর জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বরগুনার বিভিন্ন হাসপাতালে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন ৯ হাজার ৭৩২ জন। এদের মধ্যে শুধু বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন ৭ হাজার ৪২৩ জন। এবং বাকি পাঁচ উপজেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন ২ হাজার ৩০৯ জন। তবে আক্রান্ত এসব রোগীর মধ্যে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৯ হাজার ৭০৬ জন।

অপরদিকে বছর জুড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বরগুনার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। এছাড়া পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ২ জন এবং আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক জনসহ সরকারি হিসেবে জেলায় মোট ১৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও অন্তত ৪৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, বরগুনায় গত মার্চ মাসের দিকে ডেঙ্গুর হটস্পট ঘোষণা করা হয়। বরিশাল বিভাগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৪৬ ভাগ রোগীই বরগুনা জেলায় আক্রান্ত হয়েছে। গত দুইমাস ধরে বরগুনায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করলেও এর আগে আমরা ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে একটি ভয়াবহ সময় অতিবাহিত করেছি। তবে জেলায় প্রায় ১০ হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাত্র ১৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

‘লাশ ছুঁতে ভয় কিসের, আমিই তো একটা জিন্দা লাশ’

রাজশাহী ব্যুরো

৩৮ বছর বয়সী মিঠু ইসলাম। অপমৃত্যুতে নিহত মানুষের মরদেহই তার জীবিকা। ঘটনাস্থল কিংবা হাসপাতাল থেকে পুলিশের সঙ্গে মরদেহ ভ্যানে তুলে নেওয়া, সেখান থেকে মর্গে নেওয়া, ময়নাতদন্ত শেষে সেই মরদেহ আবার স্বজনদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া- এই কাজটি নিয়মিত করেন তিনি। বিনিময়ে নিহতের স্বজনদের কাছ থেকে নেন পারিশ্রমিক। মিঠু ইসলাম মোহনপুর উপজেলার আমড়াইল গ্রামের বিরাত আলীর ছেলে। নাপিতের পেশা ছেড়ে ২০১৬ সালে ওস্তাদ মোস্তাফার হাত ধরে এই পেশায় আসেন মিঠু। তখন থেকেই মৃত্যুর সঙ্গে তার নিত্যদিনের সখ্য।

গত ১৭ ডিসেম্বর রাত ৯টার দিকে রাজশাহীর মোহ-নপুর উপজেলার ধুরইল ইউনিয়নের বড় পালশা গ্রামে পুকুর খননের কাজে ব্যবহৃত একটি ভেকু (এক্সকেভেটর) গাড়ির চাকার নিচে চাপা পড়ে মারা যান আহামেদ জুবায়ের (২৫)। ওই রাতেই মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে জুবায়েরের মরদেহ থানায় নিয়ে আসেন মিঠু ইসলাম। সারা রাত থানার ভেতরেই পড়ে ছিল মরদেহটি। পাশে বসেই নির্ঘুম রাত কাটান মিঠু ও তার সহযোগী হাবিল। হাবিলের জন্য এটি ছিল মরদেহ বহনের কাজে প্রথম অভিজ্ঞতা। পরদিন গত ১৮ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে মোহনপুর থানায় গিয়ে দেখা যায়, মরদেহের পাশেই বসে আছেন মিঠু। পাশে তার সহযোগী হাবিল। এসময় মরদেহ বহনের পেশায় আসা নিয়ে কথা হয় মিঠুর সঙ্গে। মিঠু জানান, নাপিতের কাজ ছেড়ে প্রায় ৯ বছর ধরে তিনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। এ পর্যন্ত তিনি ৮০ থেকে ৮৫টি মরদেহ বহন করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থল কিংবা হাসপাতাল থেকে মরদেহ থানায় আনা, সেখান থেকে ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। থানার পক্ষ থেকে কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়ায় নিহতের স্বজনদের কাছ থেকেই তিনি এই কাজের বিনিময়ে টাকা নেন।

মিঠু ইসলাম বলেন, ‘২০১৬ সালে এই কাজ করি। আগে সেলুনে নাপিতের কাজ করতাম। কখনও কখনও অটোরিকশা বা ভ্যানও চালাতাম। ওস্তাদ মোস্তফার হাত ধরে আমার এই পেশায় আসা। আমার কাজটা শুধু মোহনপুর থানা কেন্দ্রিক। মোহনপুর থানা এলাকায় কেউ মারা গেলে (অপমৃত্যু) থানায় থেকে ফোন দেয় আমাকে। বলে ওখানে (কোন গ্রামে) বডি আছে, গিয়ে নিয়ে আসো। তখন থানায় আসি, লাশের কভার (মৃতদেহ বহনের ব্যাগ) নিয়ে স্পটে (ঘটনাস্থলে) যাই। স্পট থেকে মরদেহ তুলে নিয়ে থানায় আসি। ৯ বছরে আমি ৮০ থেকে ৮৫টি মরদেহ এভাবে নিয়ে এসেছি। এরপর এসব লাশের ময়নাতদন্ত শেষ বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি।’ কখনো ভয় লাগেনি জানতে চাইলে মিঠু বলেন, ‘শুনেন ভয়টা হলো মনের ধান্দা। মনে যদি ভয় করি তো ভয়, আর মনের যদি জয় করি তো জয়। আমার বয়সে বা এই কাজ বয়সে আমি কোনদিন আল্লাহর রহমতে ভয় করিনি। পরবর্তীতে আল্লাহর যেন সে সাহস দেয়, যেন ভয় না করতে হয়।’

মরদেহ বহনের কাজে পারিশ্রমিক কত পান- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটা কাজের ওপর নির্ভর করে। গরিব মানুষ হলে তাদের কাছ থেকে কম নেই। অনেক সময় নুনভাত বা ডালভাত খেয়েই কাজ করি। অসহায় পরিবার সাধারণত চার হাজার টাকা দেয়। অন্যদের কাছ থেকে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা নেওয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ আনার পর ময়নাতদন্ত শেষে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেই। এই পুরো সময়টুকু আমি সঙ্গে থাকি। আমি অলটাইম থাকি। মরদেহ নাড়াচাড়া- এই কাজগুলো একাই করি।’ পরিবার তার এই পেশাকে কীভাবে দেখে- এমন প্রশ্নের উত্তরে মিঠু বলেন, ‘আমার এক মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে এখন কেউ থাকে না, বৌ একাই থাকে।

মেয়ের বিয়ের আগেই আমি এই পেশায় এসেছি। পেটের দায়েই এই কাজ করি। থানা থেকে কোনো বেতন পাই না। একজন শ্রমিক যেমন কাজ করে সংসার চালায়, আমিও তেমনই পরিশ্রম করে যা পাই তা দিয়েই চলি।’ তিনি বলেন, কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় বিশেষ সতর্কতা মেনে চলেন। ‘বাসায় যাওয়ার আগে স্ত্রীকে ফোন করে বলি- বালতি আর কাপড় নিয়ে পুকুরে আসো। আমি সরাসরি ঘরে ঢুকি না। আগে গোসল করে পরিষ্কার হয়ে তারপর ঘরে যাই।’ মরদেহ স্পর্শের ক্ষেত্রে পবিত্রতা বা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কোনো জটিলতা আছে কি না- এমন প্রশ্নে মিঠু বলেন, আমি সব সময় পরিষ্কার থাকি।

সবুজ মাঠে দিগন্ত বিস্তৃত হলুদ হাসি

নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইল সদর উপজেলার কাকড়ার বিল এলাকার বিস্তীর্ণ মাঠ সরিষা ফুলের হলুদ আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে। দিগন্ত জুড়ে সরিষা ফুলের সমারোহ। দু’চোখ যেদিকে যায় শুধু হলুদ আর হলুদ। সড়কের দুই পাশের প্রকৃতি যেন সেজেছে আপন মহিমায়। নয়নাভিরাম সরিষা ফুলের দৃশ্য, ফুলের গন্ধ, পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ আর মৌমাছির গুঞ্জন মনকে করে বিমোহিত। নড়াইল সদর উপজেলার গোবরা গ্রামের সড়ক সংলগ্ন কাকড়ার বিল এলাকার বিস্তীর্ণ মাঠ এখন সরিষা ফুলের হলুদ আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে। কৃষকরা আমন ধান কাটার পর জমিতে রিলে পদ্ধতিতে এই ফসলটি আবাদ করেছেন বাড়তি আয়ের পথ হিসেবে। গতকাল সোমবার জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চলতি মৌসুমে এই জেলায় ১৩ হাজার ৪৮৭ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ হয়েছে। এবছর ১৯ হাজার ২৮৬ মেট্রিক টন সরিষা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গোবরা গ্রামের কৃষক সুজন কুমার বিশ্বাস বলেন, “দুই একর জমিতে সরিষা চাষ করেছি। খরচ হয়েছে ৬ হাজার টাকা। সরিষা বিক্রি করে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।” তিনি বলেন, “রিলে পদ্ধতিতে সরিষা আবাদ করেছি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।”

কাকড়ার বিল সংলগ্ন পশ্চিম পাশের মুশুড়িয়া গ্রামের কৃষক আলী আকবার বলেন, ৪০ শতক জমিতে এবার সরিষা চাষ করেছি।

বরিশালে সবজির বাজারে স্বস্তি

বরিশাল ব্যুরো

পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় বরিশালে কমেছে সব ধরনের সবজির দাম। গত সপ্তাহের তুলনায় পাইকারি বাজারে প্রতিটি সবজির দাম ৫-১০ টাকা কমেছে। এতে খুচরা বাজারেও আগের তুলনায় কিছুটা দাম কমেছে। গতকাল সোমবার সকালে বরিশাল নগরীর একমাত্র পাইকারি সবজির বাজার বহুমুখী সিটি মার্কেট ও কয়েকটি খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র।

পাইকারি সবজির বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ফুলকপি গত সপ্তাহে ১২-১৫ টাকা কেজি বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ১০-১২ টাকা, বাঁধাকপি গত সপ্তাহে ১০-১২ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৮-১০ টাকা, সিম গত সপ্তাহে ৩০-৩৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ২৫ টাকা, এছাড়া কাঁচামরিচ গত সপ্তাহে ৪০-৪৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৩০-৩৫ টাকা, বেগুন গত সপ্তাহে ৩৫-৪০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ২০-৩০ টাকা বিক্রি হচ্ছে, করলা গত সপ্তাহে ৩৫-৪০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ২৮-৩০ টাকা, বরবটি গত সপ্তাহে ৪০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৩০-৩৫ টাকা, পেঁপে গত সপ্তাহে ২০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ১৫ টাকা, লাউ গত সপ্তাহে ৩০-২৫ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ২০-২৫ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ২৫ টাকা, টমেটো গত সপ্তাহে ৭০-৮০ টাকা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে ৬৫-৭০ টাকা, গাজর ৩০-৩৫ টাকা, কাঁচকলা ২০ টাকা ও লেবু ১০-১২ টাকা হালি বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে পোর্ট রোড বাজার, বাংলাবাজার বাজার, সাগরদী বাজারসহ বেশ কিছু খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ফুলকপি ১৫-২০ টাকা, বাঁধাকপি ১৫-২০ টাকা, সিম ৪০-৪৫ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০-৪৫ টাকা, বেগুন ৩৫-৪০ টাকা, করলা ৩৫ টাকা, বরবটি ৪০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, লাউ ৩০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা, টমেটো ৮০ টাকা, গাজর ৪০ টাকা, কাঁচকলা ২৫ টাকা ও লেবু ১২-১৫ টাকা হালি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি ১৫০-১৬০ টাকা, সোনালি মুরগি ২৬০-২৭০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৫০-২৭০ টাকা দরে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা ও খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

অপরদিকে বিভিন্ন মাছ গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে রুই মাছ ৩০০-৪৫০ টাকা, টেংরা মাছ ৫০০-৬০০ টাকা, ঘেরের তেলাপিয়া ১২০-১৪০ টাকা, পাঙাশ মাছ ১৮০-২২০ টাকা, চিংড়ি প্রকারভেদে ৫৫০-৮৫০ টাকা, পাবদা ২৫০-৪০০ টাকা, মাঝারি ভেটকি ৪০০ টাকা।

নগরীর বাংলাবাজারের খুচরা সবজি বিক্রেতা তৌহিদ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এখন সব সবজির সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে তাই দামও নাগালের মধ্যে। তবে পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা সবজির দাম কিছুটা বেশি হবে।

বছরজুড়ে নষ্ট শহরের আড়াইশ সিসিটিভি ক্যামেরা

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুর শহরে চুরি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধ কমানোর জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরা। কিন্তু প্রায় এক বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে বসানো আড়াইশ’র বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। কোথাও বক্স আছে ক্যামেরা নেই, আবার কোথাও ক্যামেরা আছে বক্স নেই, কিংবা কোথাও বক্স-ক্যামেরা কিছুই নেই, তার ঝুলে আছে। শহরবাসীর দাবি, দ্রুত এই ক্যামেরাগুলো মেরামত করা হোক। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের মে মাসে সাবেক পুলিশ সুপার মাসুদ আলমের উদ্যোগে ও মাদারীপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় এই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো বসানো হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২৬০টি অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়। এই ক্যামেরাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হতো মাদারীপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে। পরবর্তীতে এগুলো প্রায় এক বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে থাকলেও এখন পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। ফলে শহরে দিনে-দুপুরে চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিংসহ নানা অপরাধ বেড়েই চলেছে।

খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, মাদারীপুর নতুন শহর, কালিবাড়ি, সুমন হোটেল মোড়, কলেজ রোড, বটতলা, বাদামতলা, পুরাণবাজার, শকুনি লেকপাড়, ডিসিব্রিজ, ইটেরপুল, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রেন্ডিতলা, মিলন সিনেমা হল এলাকা, কাজীর মোড়, থানার সামনে, কলেজের সামনে, বিভি-ন্ন বিদ্যালয়ের সামনে, জজকোর্ট এলাকাসহ মাদারীপুর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় বসানো এই ক্যামেরাগুলো প্রায় এক বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অধিকাংশ ক্যামেরায় বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ নেই। তাছাড়া অনেক স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা ও ক্যাবল চুরি হয়ে গেছে। আবার কোথাও এগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফলে বেশিরভাগ স্থানেই কোথায় ক্যামেরা, কোথায় বক্স আবার কোথাও শুধু তার পড়ে আছে। এতে করে সিসিটিভি ক্যামেরা কোনো কাজেই আসছে না শহরবাসীর জন্য। তাই নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সচেতন মহল দ্রুত ক্যামেরাগুলো ঠিক করার দাবি জানিয়েছে।

মাদারীপুর শহরের ২নং শকুনি এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, শহরের ডিসিব্রিজ এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো প্রায় এক বছর ধরে নষ্ট হয় পড়ে আছে। শহরবাসীর জন্য এই এলাকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সন্ধ্যা হলেই চায়ের দোকানগুলোতে এক শ্রেণির মানুষ আড্ডা দেয়। তাছাড়া প্রায় সময় এখানে মারামারির ঘটনাও ঘটে। তাই এই স্থানের ক্যামেরাগুলো ঠিক থাকলে অনেক অপরাধ কমে যাবে।

মাদারীপুর শহরের শকুনি লেকপাড়ের খেলনা বিক্রেতা পারভীন বেগম বলেন, এই শকুনি লেকপাড়ে বিকেল হলেই প্রতিদিন কয়েকশ মানুষের আনাগোনা হয়। নানা বয়সের মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। এখানে অনেক সময় নারীরা নানাভাবে ইভটিজিংয়ের শিকারও হন। তাই এখানে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো দ্রুত মেরামত করা হলে সাধারণ মানুষ অনেকটাই নিরাপদে ঘোরাফেরা করতে পারবে। মাদারীপুর শহরের মহসিন রোড এলাকার বাসিন্দা জরিনা খানম বলেন, প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে বের হই। অনেক সময় ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটে। তাই একা একা বের হতে ভয় লাগে। কিন্তু ডায়বেটিকের কারণে হাঁটতে হয়। তাই শহরের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো ঠিক করা হলে আমরা নিরাপদে হাঁটতে পারবো। মাদারীপুরের পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক বলেন, এরই মধ্যে এই ক্যামেরাগুলো সচল করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি খুব শিগগিরই ক্যামেরাগুলো ঠিক করা সম্ভব হবে।

বগুড়ায় ফুলকপির ন্যায্য দাম না পেয়ে বিপর্যস্ত কৃষক

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়া জেলার বৃহত্তম কাঁচা শাকসবজির পাইকারি বাজার মহাস্থান হাটে শীতকালীন সবজির সরবরাহ এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকেরা ট্রাক, পিকআপ, মোটরসাইকেল ও ভ্যানযোগে মাঠ থেকে তোলা টাটকা সবজি নিয়ে হাটে আসছেন। তবে বাজারে সবজির সরবরাহ বেশি থাকলেও কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় চরম হতাশায় পড়েছেন কৃষকেরা। বিশেষ করে ফুলকপির দাম নেমে এসেছে অবিশ্বাস্য পর্যায়ে প্রতি মণ ৮০ থেকে ১০০ টাকা যা কেজিপ্রতি মাত্র ২ টাকা। স্থানীয়দের মতে, চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত সরবরাহ, বাইরের পাইকার বেপারির কম উপস্থিতি এবং সংরক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় কৃষকেরা বাধ্য হয়ে নামমাত্র মূল্যে সবজি বিক্রি করছেন। এতে উৎপাদন ব্যয়, শ্রমিকের মজুরি ও পরিবহন খরচ তুলতেই তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

গত রোববার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, ফুলকপি প্রতি মণ ৮০ থেকে ১০০ টাকা, যা দুই সপ্তাহ আগে ছিল ১ হাজার টাকারও বেশি এবং বর্তমানে কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ২ টাকায়।

মুলা প্রতি মণ ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা, কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৮ থেকে ১০ টাকা। বাঁধাকপি প্রতি পিস ৫ থেকে ১০ টাকা। শিম কেজি প্রতি ১৫ টাকা। করলা কেজি প্রতি ৩৫ টাকা। পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৬০ টাকা এবং পাতা পেঁয়াজ ৩০ টাকা। নতুন আলু জাতভেদে প্রতি মণ ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা, যা গত সপ্তাহের তুলনায় প্রায় অর্ধেক এবং কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ১২ থেকে ২৫ টাকায়। এদিকে পাকা টমেটো ৬০ টাকা, কাঁচা মরিচ ৩০ টাকা এবং পেঁয়াজের ফুলকা কেজিপ্রতি ৭ থেকে ১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ভূমিহীনদের মানবেতর জীবনযাপন

ভোলা প্রতিনিধি

‘স্যার আগে আমার সুন্দর বসতঘর আছিলো। ফসলি জমি আছিলো। সংসারের কোনো অভাব আছিলো না। কোনো সময় ভাবি নাই এমন কইরা স্ত্রী, সন্তান ও ছেলে বউ নাতি লইয়া নদীর পারে তেলপালের ঘরে মাটিতে ঘুমাইতে হইবো।’

এসব বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন কাঞ্চন মুন্সি। কাঞ্চন মুন্সি ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বিচ্ছিন্ন সাগর মোহনার ঢালচর ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া এলাকার মেঘনা নদীর তীরে বসবাস করেন। বাঁশের কঞ্চি ও তেরপাল দিয়ে ঝুপড়ি নির্মাণ করে স্ত্রী, তিন সন্তান ও এক ছেলে বউ ও নাতি নিয়ে বসবাস করছেন। কাঞ্চন মুন্সি জানান, তিনি চার সন্তানের জনক। এক মেয়ে ও তিন ছেলে তার। আগে তার ভালো বসতঘর, ফসলি জমি ছিল। কিন্তু মেঘনা নদী তার বসতভিটা, ফসলি জমি নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৪ বার ভাঙনের শিকার হয়ে নিঃস্ব হয়েছেন তিনি। গত ১০ দিন আগে তিনি মেঘনা নদীর পাশে সন্তানদের নিয়ে ওই আশ্রয়টি নির্মাণ করেন বসবাস করছেন। নদী ভাঙনের কারণে দেনায় জর্জরিত তিনি। বর্তমানের দুই সন্তান নিয়ে সাগর মোহনার মেঘনা নদীতে মাছ শিকার করেন কোনো রকম খেয়ে বেঁচে আছেন। তিনি আরও জানান, কোনো জমি-জমা নাই। টাকাও নাই। তাই বাধ্য হয়ে বাঁশ কাইটা কঞ্চি দিয়া ও তেরপাল দিয়া কোনো রকম তাবুর মত ঘর নির্মাণ করে থাকছি। প্রচন্ড শীতে মাটিতে ঘুমাতে হয় আমাগোরে। কি করমু আমাগো গরীবের তো আর কোনো যায়গা নাই। এহন যেখানে থাকতেছি এইডা আবার পরের জমি। উডাই দিলে কই যামু জানি না। সরকার যদি আমারে একটু জমি দিতো তাহলে ধার-দেনা ও ঋণ নিয়া ঘর উঠাইয়া থাকতে পারতাম।

তার স্ত্রী আয়েশা বেগম জানান, নদীতে আমাগো জমি, ঘর সব নেওয়ার পর থেকে কয়েকবার ঋণ কইয়া আমার স্বামী অন্য জমিতে ঘর তুলছিল। তাও আবার নদী ভাঙনের নদীতে নিয়ে গেছে। এখন তো আমরা নিঃস্ব। কি আর করমু। এহন শীতের মধ্যে মাটিতে ঘুমাতে হয়। সরকার তো আমাগো দিকে চায় না। কাঞ্চন মুন্সির ছেলে বউ শিরিনা বেগম বলেন, বাবা-মা শ্বশুরের জমি-জমা ও সুন্দর ঘর দেইখা বিয়ে দিছে। এখন তো সব নদীতে লইয়া গেছে। আমরা এহন নদীর পারে তেরপালের তাঁবুর মত ঘরে থাকি। শীতের মধ্যে মাটিতে ঘুমাই। ছোট একটা অবুঝ শিশু নিয়ে ঘুমাইতে হয়। সবাই একসঙ্গে থাকি। অন্যদিকে সব হারিয়ে ঢালচর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি নগর এলাকার বন বিভাগের বাগানে ঝুঁকি নিয়ে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে বসবাস করছেন জেলে মো. হুমায়ুন কবীর। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত মেঘনা নদীর ৮/১০ বার ভাঙনের কবলে পড়তে হয়েছে। বাবা-দাদার জমি, বসতঘর ও নিজের জমানো টাকা সবই হারিয়েছেন মেঘনা নদীর ভাঙনের কারণে। তাই জমি কেনার টাকা না থাকায় বন বিভাগের বাগানের এক ফাঁকে টিন, বাঁশ ও তেরপালের বেড়া দিয়ে ঝুপড়ি ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন। শীতে কষ্ট পাচ্ছেন। বৃষ্টি ও ঝড়ের সময় ঘরে পানি ঢোকে সব ভিড়ে যায়।

‘নির্বাচন পেছাতে বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে’

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, কোনোভাবেই যেন এই নির্বাচন কেউ পেছাতে না পারে। এই নির্বাচনের সঙ্গে আপনার-আমার, ব্যবসায়ীদেরসহ সকল মানুষের ভাগ্য জড়িত। বাংলাদেশের ভাগ্যও এই নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত। যারা এই নির্বাচন পেছাতে চায়, যারা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারাই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের (বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন) সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। আমাদের খুব সজাগ থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। গতকাল সোমবার আসর নামাজ শেষে আগুনে পুড়ে নিহত আয়েশা আক্তার বিনতির (৮) আত্মার মাগফিরাত কামনায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের সূতারগোপ্তা বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি নেতা বেলাল হোসেন ও তার বড় মেয়ে সালমা আক্তার স্মৃতি (১৭)-এর সুস্থতা কামনায়ও দোয়া করা হয়।

নেতাকর্মী ও স্থানীয়দের উদ্দেশে এ্যানি চৌধুরী বলেন, বেলালের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরিবারটির খোঁজখবর নিতে হবে। তাদের আত্মীয়স্বজনদের সহানুভূতি দেখিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। বেলালের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন এই পরিবার এবং বেলাল কোনো ধরনের হুমকির মুখে না পড়ে। আমি আগেও ছিলাম, এখনো আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব ইনশাআল্লাহ। এই পরিবারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, আমরা তা করব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি নেতা আবুল হাশেম, সদর (পূর্ব) বিএনপির সভাপতি মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ, সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ এমরান, লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান লিটন এবং জেলা যুবদলের সভাপতি আব্দুল আলিম হুমায়ুন প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার গভীর রাতে সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বেলালের ঘরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে তার মেয়ে আয়েশা মারা যায়। এছাড়া বেলালসহ তার দুই মেয়ে স্মৃতি ও সামিয়া আক্তার বিথি (১৪) দগ্ধ হয়। ৯০ শতাংশ দগ্ধ শরীর নিয়ে স্মৃতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বেলাল দগ্ধ হয়ে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসা শেষে বিথি পরিবারের কাছে রয়েছে।

ভোলাহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনায় ২৭ জন আটক

চাঁপাইনাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনায় ২৭ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল ভোর ৪টার দিকে তাদেরকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া। বিজিবি থেকে জানানো হয়, গতকাল সোমবার ভোররাত আনুমানিক ৪টার সময় মহানন্দা ব্যাটালিয়নের (৫৯ বিজিবি) অধীনস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন ভোলাহাট উপজেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে ২৭ জন ব্যক্তি পাসপোর্ট ব্যতীত অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে বিজিবি কর্তৃক আটক হয়। উক্ত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময় পাসপোর্টবিহীন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গমন করেছিল।

পরবর্তীতে পাসপোর্ট ব্যতীত তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিজিবি কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। বর্তমানে তাদের ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বাংলাদেশি নাগরিকত্বসহ বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিডির মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, মহানন্দা ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ দায়িত্বপূর্ণ এলাকা দিয়ে ২৭ জনকে অনুপ্রবেশ করতে দেখলে তাদের আটক করে।

‘আবেগে পড়ে মনোনয়নপত্র কিনেছি, আমার ভুল হয়েছে’

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা মনিরুল হক সাক্কু বলেছেন, বিভিন্নভাবে শুনছি ইয়াছিন ভাইয়ের সমর্থকরা বলছেন তারা আজ নমিনেশন আনছেন, কাল নমিনেশন আনছেন, এসব দেখে আমি আর সহ্য করতে না পেরে আবেগে পড়ে মনোনয়নপত্র কিনেছি। তিনি আরও বলেন, মনোনয়নপত্র কেনাটা আমার ভুল হয়েছে। আমি এই মনোনয়নপত্র জমা দিব না এবং ইলেকশনও করব না। তবে দল যদি ইয়াছিন সাহেবকে মনোনয়ন দেয়, তাহলে আমিও ইলেকশন করব। গতকাল সোমবার দুপুরে নিজ বাসভবনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকে এমন ঘোষণা দেন তিনি। মনিরুল হক সাক্কু সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন, ইয়াছিন সাহেব সবসময় আমার কার্যক্রমকে বাধা দিয়েছে। সবসময় তিনি আমার বিপরীতে ছিলেন। তাই হাজী ইয়াছিন সাহেবকে নমিনেশন দিলে আমি স্বতন্ত্র থেকে হলেও নির্বাচন করব। হাজী ইয়াছিন সাহেব ছাড়া আর যাকেই নমিনেশন দিক, আমি তার পক্ষে কাজ করব। তাই আমি বিএনপির মহাসচিব সাহেবকে বলেছিলাম ভাই আমাকে যদি দেন তবে দিতে পারেন। আর যদি না দেন, তাহলে আমার দৃষ্টিতে মনিরুল হক চৌধুরী সাহেবকে দিলে ভাল হবে। আমি ওনাকে আরও বলেছি, যদি আমার কথা রাখেন তাহলে আমি যেভাবে ইলেকশন করতাম সেভাবেই ওনাকে করিয়ে বিজয় নিয়ে আসব। তাই দলের মহাসচিব আমার কথা রেখেছেন। মনির ভাই মনোনয়ন পেলেন, আর আমি শুরু থেকেই ওনার সঙ্গে কাজ করছি।

মনোনয়নপত্র নেওয়া প্রসঙ্গে মনিরুল হক সাক্কু বলেন, আমি দেখলাম যে ইয়াছিন ভাই বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগে গিয়ে নিজে মালা পরছেন, আবার মানুষকে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন, এমন একটি উদ্ভট পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। এ ছাড়া একবার ১২ তারিখ, একবার ১৬ তারিখ আবার ১৮ তারিখ এসব বলে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করছেন। আমার রাগ উঠে যাওয়ায় আমি নমিনেশন পেপার কিনেছি। তবে এটা কেনার পর আমি বুঝতে পারছি নমিনেশন পেপার কেনাটা আমার ভুল হয়েছে। এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজের বহিষ্কারাদেশ আদেশ প্রত্যাহার ইস্যু নিয়ে সাক্কু বলেন, আমি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল সাহেব এবং চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেবের কাছে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তখন আমি মহাসচিব সাহেবকে বলেছিলাম আপনার দল তো ক্ষমতায় নেই, আপনি আমাকে মেয়র বানিয়ে দিতে পারবেন।

থাইল্যান্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ

কম্বোডিয়ায় পাঁচ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

থাইল্যান্ডের সঙ্গে চলমান সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে কম্বোডিয়ায় সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল এ তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, গত দুই সপ্তাহ ধরে চলা গোলাবর্ষণ, রকেট হামলা এবং থাইল্যান্ডের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান থেকে চালানো বিমান হামলার কারণে নারী ও শিশুসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজ ঘরবাড়ি ও স্কুল ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। সরকারি হিসাবে, এখন পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬১১ জন মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, থাইল্যান্ডও জানিয়েছে যে সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে তাদের দেশেও প্রায় ৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। চলতি মাসে নতুন করে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে ট্যাংক, ড্রোন ও ভারী কামান ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি তথ্যমতে, এ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অন্তত ২২ জন এবং কম্বোডিয়ায় ১৯ জন নিহত হয়েছেন। এই সংঘাতের মূল কারণ দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে পুরনো বিরোধ। ঔপনিবেশিক আমলে নির্ধারিত সীমান্তরেখা ও সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরেই এই বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। উভয় দেশই নতুন করে শুরু হওয়া সংঘর্ষের জন্য একে অপরকে দায়ী করছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি শান্ত করতে চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, আসিয়ান জোটের বর্তমান চেয়ারম্যান মালয়েশিয়া এবং জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

আসিয়ানের শান্তি আলোচনার মধ্যেই থাই-কম্বোডিয়া সীমান্তে নতুন করে সংঘাত শুরু : মালয়েশিয়ার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যখন থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার প্রাণঘাতী সংঘাতের সমাধান খুঁজছেন তখন প্রতিবেশী দেশ দুটির সীমান্ত বরাবার নতুন করে লড়াই শুরু হয়েছে। আল জাজিরা জানিয়েছে, গতকাল সোমবার স্থানীয় সময় ভোররাতে শুরু হওয়া এ সংঘাত অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান ন্যাশনস (আসিয়ান) এর যুদ্ধবিরতি চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার কূটনৈতিক উদ্যোগকে দুর্বল করে দিচ্ছে। জুলাইতে মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে ওই যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল। রয়টার্স জানিয়েছে, কিন্তু ৮ ডিসেম্বর থেকে যুদ্ধবিরতি ভেঙে দুপক্ষ আবার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকে এই সংঘাতে উভয়পক্ষের সীমান্ত অঞ্চলে অন্তত ৪০ জন নিহত ও প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান মোতায়েন আর বানতেই মিয়াংচেই প্রদেশে চারটি বোমা ফেলার ও গ্রে চান গ্রামে 'বিষাক্ত গ্যাস' ছোড়ার অভিযোগ তুলেছে, জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা আঁজঁস কাম্পুচিয়া প্রেস। মন্ত্রণালয়টি জানিয়েছে, কম্বোডিয়ার বাহিনী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, বোমা হামলা থেকে বাঁচতে স্থানীয় বাসিন্দারা এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন আর তাদের সঙ্গে থাকা শিশুরা কাঁদছে। কম্বোডিয়ার গণমাধ্যমগুলো দেশটির সেনাবাহিনীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বাটামবাং প্রদেশের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভারী কামান থেকে গোলবর্ষণ করা হয়েছে আর তাতে অন্তত একজন বেসামরিক আহত হয়েছেন।

থাইল্যান্ডের মর্নিং নিউজ টেলিভিশন থ্রি সোমবার ভোরে সা কায়েও প্রদেশে 'গুলি বিনিময়' হয়েছে, এ সময় কম্বোডিয়ার সেনারা 'ভারী অস্ত্র' থেকে গোলা ছুড়েছে। এতে প্রদেশটির খোক সুং জেলায় আগুন ধরে যায় ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন করে শুরু হওয়া এই লড়াই নিয়ে থাইল্যান্ড সরকার শেষ খবর পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি।

পশ্চিম তীরে ১৯টি বসতি স্থাপনের অনুমোদন ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেই প্রস্তাবিত এই রাষ্ট্রের অপর অংশ পশ্চিম তীরে নতুন ১৯টি বসতি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল। কট্টর ডানপন্থি ইসরায়েলি রাজনীতিবিদ এবং বর্তমানে দেশটির অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোতরিচ এ তথ্য জানিয়েছেন। বিবিসিকে স্মোতরিচ বলেছেন, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজকে এ বিষয়ক একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি, গতকাল সেটি পাস হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে বাধা দিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

প্রসঙ্গত, স্মোতরিচ নিজেও একজন দখলদার বসতিস্থাপনকারী বা সেটলার। পশ্চিম তীর এলাকায় যেসব দখলদার বসতিস্থাপনকারী বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে স্মোতরিচও আছেন। সৌদি আরব ইতোমধ্যে এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের এই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, পশ্চিম তীর অঞ্চলে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব কার্যক্রমের এই ধারাবাহিক সম্প্রসারণ একদিকে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে উত্তেজনাকে আরও উসকে দিচ্ছে, অন্যদিকে প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের গঠনকে হুমকির মুখে ফেলেছে। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক আইনকে উপেক্ষা করে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে গত কয়েক দশক ধরে একটু একটু করে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করছে ইসরায়েল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর আমলে গত প্রায় তিন বছরে এই কার্যক্রমে রীতিমতো উল্লম্ফন ঘটেছে। ২০২২ সালের শেষ দিকে সরকার গঠন করেন ইসরায়েলের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল লিকুদ পার্টির শীর্ষ নেতা নেতানিয়াহু। তারপর থেকে গত প্রায় ৩ বছরে পশ্চিম তীর এলাকায় ইহুদি আবাসন বা আবাসিক ভবনের সংখ্যা ১২৮টি থেকে বেড়ে পৌঁছেছে ১৭৮টিতে। অর্থাৎ, শতকরা হিসেবে নেতানিয়াহুর আমলে পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনের হার বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে এটি নতুন ১৯টি বসতি অনুমোদনের আগের হিসেব। সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে পশ্চিম তীরে গত তিন বছরে ইসরায়েলি বসতির সংখ্যা পৌঁছাবে ৬৯টিতে। তবে এটি নতুন ১৯টি বসতি অনুমোদনের আগের হিসেব। সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে পশ্চিম তীরে গত তিন বছরে ইসরায়েলি বসতির সংখ্যা পৌঁছাবে ৬৯টিতে। বিবিসিকে স্মোতরিচ জানিয়েছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে পুরোপুরি 'কবর দেওয়ার' পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকার। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বসতি স্থাপনবিরোধী ইসরায়েলি সংস্থা পিস নাও-এর তথ্য অনুসারে বর্তমানে পশ্চিম তীরে অবৈধ ইসরায়েলি বসতির সংখ্যা ১৬০টি। এসব বসতিতে বসবাস করছেন প্রায় ৭ লাখ ইসরায়েলি।

পাথর ছোড়া ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যার ভিডিও ভাইরাল : দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর এক সেনার দিকে একটি পাথর টুকরো ছুড়েছিলেন কিশোর আবু মুয়াল্লা। আর এতেই তার ওপর গুলি চালিয়ে দেন সেনা সদস্য। কাছে থেকে গুলি করা সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হন ১৬ বছর বয়সি মুয়াল্লা। গত শনিবার জেনিনের দক্ষিণে কাবাতিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আবু মুয়াল্লাকে কাছ থেকে গুলি করা হয় এবং অ্যাম্বুলেন্স তার কাছে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তিনি রক্তক্ষরণে মারা যান। পরে ইসরায়েলি বাহিনী তার মৃতদেহও আটকে রাখে। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, আবু মুয়াল্লা সেনাদের দিকে এগোচ্ছিলেন এবং তখনই গুলি করা হয়। একই দিন, জেনিনের পশ্চিমে সিলাত আল-হারিথিয়া শহরে ইসরায়েলি বাহিনী আরও একজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে।

সাগরের তলায় এশিয়ার বৃহত্তম স্বর্ণের খনির সন্ধান পেল চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সাগরের তলায় এশিয়ার বৃহত্তম স্বর্ণের খনির সন্ধান পেয়েছে চীন। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ শ্যানডংয়ের ইয়ানতাই জেলার লাইজহৌ উপকূলে সাগরের তলদেশে মিলেছে এই খনির সন্ধান। ইয়ানতাই জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা চীনা সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টকে জানিয়েছেন, সাগরতলের সেই খনিতে ৩ হাজার ৯০০ টনেরও বেশি স্বর্ণ আছে বলে ধারণা করছেন চীনা ভূতত্ত্ববিদরা। এই পরিমাণ স্বর্ণ চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মজুত মোট স্বর্ণের ২৬ শতাংশ। তবে স্বর্ণের মজুতের পরিমাণ জানালেও নিরাপত্তাজনিত কারণে খনিটি সম্পর্কে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য জানাননি কর্মকর্তারা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই খনিটি এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সাগরতলের বৃহত্তম। গত মাসে লিয়াওনিং

প্রদেশে একটি স্বর্ণের খনির সন্ধান পেয়েছিল পেয়েছিল চীন। সেই খনিটিতে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ১ হাজার ৪৪০ টন। একই মাসে কুনলান পার্বত্য অঞ্চলেও একটি স্বর্ণখনির সন্ধান পায় চীন। সেই খনিটিতে প্রায় ১ হাজার টন স্বর্ণের মজুত আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চীনের স্বর্ণের বাজার নিয়ন্ত্রণক সংস্থা চায়না গোল্ড অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, চীন বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণের আকরিক উৎপাদক। গত বছর মোট ৩৭৭ টন স্বর্ণের আকরিক পাওয়া গেছে দেশটিতে। তবে উৎপাদনে নেতৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও, প্রমাণিত সোনার মজুতের দিক থেকে চিন এখনও সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলো থেকে চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

ডলারের ওঠানামা এবং আর্থিক ঝুঁকির কারণে সোনাকে আজকের দিনে নিশ্চিন্ত বিনিয়োগ হিসাবে ধরা হয়। তবে ইলেকট্রনিক্স এবং মহাকাশ উৎপাদনসহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যও স্বর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাতু। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছর ধরেই খনিজ অনুসন্ধানের মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে চীন।

তার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রেডার এবং উপগ্রহের মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন চিনের ভূতাত্ত্বিকেরা। বিশ্ব জুড়ে হলুদ ধাতুর দাম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনার অনুসন্ধানও বাড়িয়েছে চীন। সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে চিন ১১৫৯৯ কোটি ইউয়ান (১৬৪৭ কোটি ডলার) ব্যয় করেছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের তথ্য

পুরো ইউক্রেনসহ ইউরোপের অংশও চান পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইউক্রেন পুরোটা এবং ইউরোপে যুক্ত হওয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু ভূখণ্ড দখল করার লক্ষ্য পুতিন এখনো বাদ দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট ছয়টি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছেন বলে গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রার সামরিক হামলা চালানোর নির্দেশ দেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিন বছর ধরে দেশটিতে যুদ্ধ করছে তার সেনারা। তবে যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধ এখন বন্ধ করার চেষ্টা করছে। যদি তাদের শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধ শেষ হয় তাহলে পুতিনকে তার চাহিদার চেয়ে কম ভূখণ্ড নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পুতিনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যেসব গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরি করেছে সেগুলো থেকে জানা গেছে এ তথ্য। এরমধ্যে সর্বশেষ প্রতিবেদন গত সেপ্টেম্বর মাসে তৈরি করা হয়েছে।

পুতিন দাবি করে থাকেন ইউরোপের দেশগুলোর জন্য তিনি হুমকি না। তবে মার্কিনিদের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উল্টো কথা। যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ ইন্টিলিজেন্স কমিটির ডেমোক্র্যাটিক সদস্য মাইক কুইগলে রয়টার্সকে বলেছেন, "গোয়েন্দা তথ্য সবসময় এক, পুতিন আরও ভূখণ্ড চান। ইউরোপীয়রা এটি মনে করে। পোল্যান্ডের মানুষও একই জিনিস মনে করে। বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলো মনে করে তাদের ওপর প্রথম হামলা হবে।" বর্তমানে ইউক্রেনের ২০ শতাংশ ভূখণ্ড রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এরমধ্যে দনবাসের বেশিরভাগ অংশ তাদের দখলে। তবে পুতিন দনবাস পুরোটা চান। কিন্তু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এতে রাজি হচ্ছেন না।

বোমা হামলায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর জেনারেল নিহত : রাজধানী মস্কোকে গাড়ি বোমা হামলায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর এক জেনারেল নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। রুশ তদন্ত কমিটি বলেছে, লেফটেনেন্ট জেনারেল ফানিল সাভারোভ সোমবার সকালে নিহত হন। ওই সময় তার গাড়িতে ফিট করে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ৫৬ বছর বয়সী সাভারোভ সশস্ত্র বাহিনীর 'অপারেশনাল ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের' প্রধানের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা তার গাড়িতে বোমা ফিট করা হয়েছিল কি না সেটি তদন্ত করা হচ্ছে। ইউক্রেন এখন পর্যন্ত এ হামলা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। গাড়ি বোমা হামলায় গুরুতর আহত হওয়ার পর এই জেনারেলকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তার।

সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, একটি সাদা রঙের গাড়ি বেশ বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। গাড়িটির দরজার উড়ে গেছে। পার্কিং এরিয়ায় পড়ে থাকা গাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে অন্যান্য গাড়ি। রুশ সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, লেফটেনেন্ট জেনারেল সারভারোভ ১৯৯০ সালের শেষ দিকে ওশেতিয়ান-ইঙ্গুস দ্বন্দ্ব এবং ২০০০ সালের শুরুর দিকে চেচেন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তার যুদ্ধ করার সরাসরি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়া ২০১৫-১৬ সালের দিকে সিরিয়া অভিযানেও নেতৃত্ব দেন তিনি। রুশ প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিন জানিয়েছে, জেনারেল সাভারোভের মৃত্যুর পরপরই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক হামলার নির্দেশ দেন পুতিন। এরপর নিজ দেশে একাধিক জেনারেলকে লক্ষ্য করে গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন।

রাশিয়ার ক্রাস্নোদার অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ২ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত : কৃষ্ণ সাগর তীরবর্তী রাশিয়ার ক্রাস্নোদার অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় দুটি জাহাজ ও দুটি জেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর একটি গ্রামে আগুন লেগে যায়। রাশিয়ার কৌশলগত জ্বালানি রপ্তানি এবং লজিস্টিক কেন্দ্র ভোলনা টার্মিনালে নোঙর করে থাকা ওই জাহাজ দুটি থেকে সব ক্রুকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে গতকাল সোমবার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

টেলিগ্রাম অ্যাপে ক্রাস্নোদার অঞ্চলের অপারেশনাল সদরদপ্তর জানায়, ড্রোন হামলায় দুই জাহাজ ও দুটি জেটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ভোলনা এলাকায় আগুন ধরে যায় আর তা প্রায় ১৫০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সকাল ৭টায় শেষ খবর পর্যন্ত আগুন জ্বলছিল। কের্চ প্রণালীর তীরবর্তী ভোলনা ক্রাইমিয়া সেতুর খুব নিকটবর্তী একটি এলাকা। ক্রাইমিয়া সেতু রাশিয়ার সামরিক সরবরাহ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন রুট। এটি রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপকে সংযুক্ত করেছে। ইউক্রেন প্রায়ই ক্রাস্নোদার অঞ্চলে ড্রোনযোগে হামলা চালায়। এসব হামলার লক্ষ্য থাকে তেল শোধনাগার, জ্বালানি তেলের ডিপো, বন্দর ও বিমান ঘাঁটিগুলো। কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলটি রাশিয়ার জ্বালানি রপ্তানি ও সামরিক লজিস্টিকসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ সংলগ্ন এই অঞ্চলটি ইউক্রেনের ড্রোন হামলার আওতার মধ্যে অবস্থিত।

ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সম্ভাবনা নাকচ ক্রেমলিনের : ইউক্রেন সংঘাত নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সকল সম্ভাবনা গত রোববার নাকচ করে দিয়েছে ক্রেমলিন। যুদ্ধ বন্ধের উপায় খুঁজতে কূটনীতিকরা মায়ামিতে জড়ো হয়েছেন, এমন সময় রাশিয়ার পক্ষ থেকে এ বক্তব্য এলো। মায়ামি থেকে এএফপি এ খবর জানায়। এর আগে গত শনিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছিলেন, ওয়াশিংটন এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে। এমনটি হলে গত ছয় মাসের মধ্যে এই প্রথম মস্কো ও কিয়েভ মুখোমুখি আলোচনায় বসত। তবে এই বৈঠক থেকে বড় কোনো সুফল আসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন জেলেনস্কি। রুশ সংবাদ সংস্থাগুলোর বরাত দিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমানে এই উদ্যোগ নিয়ে কেউ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেনি। আমার জানা মতে, এমন কোনো বৈঠকের প্রস্তুতিও চলছে না।' গত শনিবার জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবের কথা জানানোর সময় সাংবাদিকদের বলেন, 'এ থেকে নতুন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।' একইসঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বানও জানান। তবে গত রোববার কিছুটা ইতিবাচক সুরে জেলেনস্কি জানান, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে 'গঠনমূলক' আলোচনা বেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'রাশিয়া সত্যিই যুদ্ধ শেষ করতে চায় কি না তার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ জেলেনস্কি লিখেন, 'দুর্ভাগ্যবশত রাশিয়ার দিক থেকে নেতিবাচক সংকেতই আসছে। ফ্রন্টলাইনে হামলা চলছে, সীমান্ত এলাকায় রুশ যুদ্ধাপরাধ এবং আমাদের অবকাঠামোতে অবিরাম হামলা অব্যাহত রয়েছে।' গত শনিবার রুশ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিভ মায়ামিতে পৌঁছেছেন।

সেখানে গত শুক্রবার থেকেই ইউক্রেন ও ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা অবস্থান করছেন। এই আলোচনার মধ্যস্থতা করছেন মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার। উশাকভ জানান, দিমিত্রিভ মস্কোতে ফিরে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং এরপর রাশিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবে। এ ক্রেমলিন উপদেষ্টা আরও জানান, যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংশোধিত প্রস্তাবটি তিনি এখনও দেখেননি। গত মাসে সংঘাত নিরসনে ২৮ দফার একটি পরিকল্পনা পেশ করে ওয়াশিংটন। তবে সেটি রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূলে বলে মনে করায় ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্ররা বিস্মিত হয়। পরবর্তীতে কিয়েভ ও ইউরোপের আপত্তির মুখে তা সংশোধন করা হয়। সবশেষ সংশোধিত প্রস্তাবে কী আছে তা এখনও অস্পষ্ট। তবে ধারণা করা হচ্ছে, মার্কিন নিরাপত্তা গ্যারান্টির বিনিময়ে ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব থাকতে পারে, যা অনেক ইউক্রেনীয়র কাছেই অগ্রহণযোগ্য।

এদিকে পূর্বাঞ্চলে রুশ সেনারা আরও অগ্রসর হচ্ছে। গত শুক্রবার পুতিন রুশ বাহিনীর এই সাফল্যকে স্বাগত জানিয়ে আগামী সপ্তাহে আরও এলাকা দখলের হুমকি দিয়েছেন। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে ইস্তাম্বুলে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। সেখানে শুধু বন্দি বিনিময় হলেও যুদ্ধ বন্ধে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। আগে যুক্তরাষ্ট্র আলাদাভাবে দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু এখন মায়ামিতে রাশিয়া ও ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের এই সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কারণে দুই পক্ষের সম্পর্ক এতটাই তিক্ত যে, সরাসরি আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় কাটছে না। মস্কো মনে করে, এই আলোচনায় ইউরোপের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে কেবল বাধাগ্রস্তই করে। তবে ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ রোববার জানায়, পুতিন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পেসকভ বলেন, 'পুতিন মাখোঁর সঙ্গে সংলাপে বসতে প্রস্তুত। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে একে ইতিবাচকভাবেই দেখা হবে।'

বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফের চালু করছে জাপান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

'ফুকোশিমা ট্র্যাজেডি'র জেরে ১৫ বছর বন্ধ রাখার পর ফের বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে জাপান।

দেশটির রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পরিষেবা সংস্থা টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানির (টেপকো) বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।

জাপানের কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। রাজধানী টোকিও থেকে ২২০ কিলোমিটার উত্তরপূর্বের বন্দরশহর নিগাতায় অবস্থিত এই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রর আয়তন ৪২ লাখ বর্গমিটার বা ৪২০ হেক্টর। মোট ৭টি পরমাণু চুল্লি আছে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে, যেগুলোর সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ৮ দশমিক ২ মেগাবাইট। এই পরমাণু কেন্দ্রটির পরিচালনা ও দেখভালের দায়িত্বে আছে টেপকো।

২০১১ সালে বড় মাত্রার এক ভূমিকম্প ও তার ফলে সৃষ্ট সুনামির জেরে জপানের ফুকোশিমা দাইচি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট ৫৪টি চুল্লি বিধ্বস্ত হয়েছিল।

এসব চুল্লির মধ্যে কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লিগুলোও ছিল। ভূমিকম্প-সুনামির জেরে ফুকোশিমা দাইচি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্জ্য ছড়িয়ে পড়েছিল প্রকৃতিতে। এই বিপর্যয় 'ফুকোশিমা ট্র্যাজেডি' নামে পরিচিত। চেরোনোবিলের পর ফুকোশিমা দাইচি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিপর্যয় বলে মনে করা হয়।

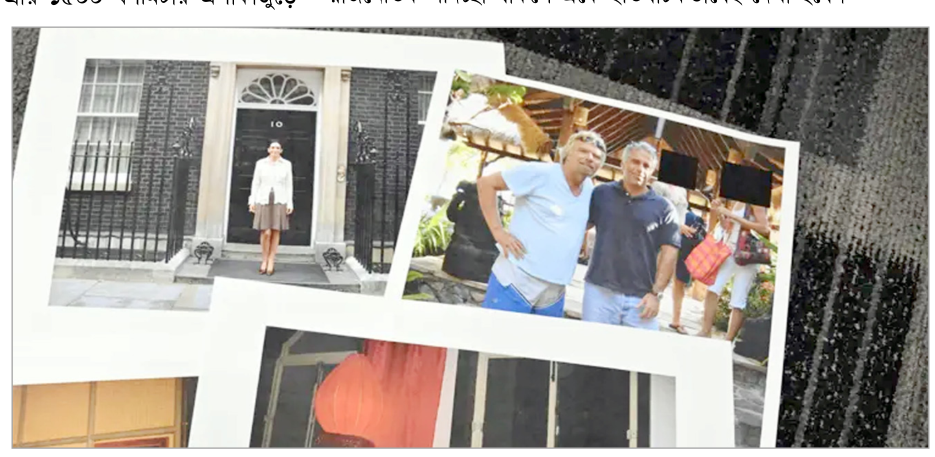

এপস্টেইনের সরিয়ে ফেলা তদন্ত নথিতে ছিল ট্রাম্পের ছবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রয়াত যৌন অপরাধী ও আর্থিক লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের তদন্তের নথিপত্র থেকে বেশ কিছু ফাইল হঠাৎ করে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জেফ্রি এপস্টেইন সম্পর্কিত হাজার হাজার নথিপত্রের মধ্যে গত শুক্রবার প্রকাশিত কমপক্ষে ১৩টি ছবি শনিবারের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা না দিয়েই ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। খবর বিবিসির। এসব ছবির মধ্যে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ছবিও ছিল। যদিও সমালোচনার পর সেটা ফের প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা না দিয়েই আকস্মিকভাবে ছবি সরিয়ে ফেলার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাউজ ওভারসাইট কমিটিতে থাকা ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি পোস্টে তারা অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির উদ্দেশে লিখেছেন, আবার কী ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে?

যদিও ছবি সরিয়ে ফেলার সঙ্গে ট্রাম্পের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন তার আইনজীবী টড ব্লাঞ্চ। রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক পোস্টে মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার জন্য নেওয়া পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই বেশ কিছু ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়, যেগুলোর মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবিটিও ছিল। তবে আরও পর্যালোচনার জন্য সাময়িকভাবে ছবিটি সরানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন কর্মকর্তারা। পর্যালোচনার পর ছবিটিতে ভুক্তভোগীদের চিত্রিত করার কোনো প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন ছাড়াই সেটি পুনরায় ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে বলে দেশটির বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গত রোববার ভোরে ট্রাম্পের ছবিটি ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্কে দেখা গেছে। তবে সরিয়ে ফেলা অন্য ফাইলগুলো রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়েবসাইটে পুনরায় প্রকাশ হয়নি। ট্রাম্পের কারণেই ছবিটি সরানো হয়েছিল, এমন অভিযোগ 'হাস্যকর' বলে অভিহিত করেছেন আইনজীবী টড ব্লাঞ্চ। এনবিসি নিউজকে ব্লাঞ্চ বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কোনো সম্পর্ক নেই। ট্রাম্পের এই আইনজীবী বলেন, আগে প্রকাশিত কয়েক ডজন ছবিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এপস্টেইনের সঙ্গে দেখা গেছে। কাজেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিতির কারণে একটি ছবি, একটি মাত্র ছবি সরিয়ে ফেলার দাবি অযৌক্তিক, হাস্যকর। ব্লাঞ্চ উল্টো নিউইয়র্কের এক বিচারকের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি কোনো ভুক্তভোগী বা অধিকার গোষ্ঠী উদ্বেগ প্রকাশ করলে তাদের কথা শোনার নির্দেশ দিয়েছেন। ওই নির্দেশের কারণেই গত শুক্রবার প্রকাশের পর বেশ কিছু ছবি সরিয়ে ফেলা হয়।

এদিকে যৌন অপরাধী এপস্টেইনের সঙ্গে ছবি দেখা গেলেও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এপস্টেইনের ভুক্তভোগীরাও এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। গত নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে যৌন অপরাধী ও আর্থিক লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের তদন্তের সব ফাইল প্রকাশের বিষয়ে সম্মতি দেয় মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষ।